বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে

বিবাহ ও নারীবাদ

মোঃ এনামুল হক

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে

বিবাহ
ও
নারীবাদ

মোঃ এনামুল হক

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম।

www.amarboi.org

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ

মোঃ এনামুল হক

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক কতৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০০৫
দ্বিতীয় সংস্করণঃ জুন ২০১১

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ রুবাইয়াত ইসলাম

মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫১-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

Bangladesher Muslim Samaje Bibaho-o-Naribad, Written by Md. Enamul Haque, Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 120.00 US$ 3.00 **PABX : 984-493-089-8**

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

আমরা যারা মুসলমান হয়ে জন্ম নিয়েছি তারা এর মর্যাদা যতটুকু উপলব্ধি করি, তার চাইতে ইসলামের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী উপলব্ধি করেন একজন নওমুসলিম। কারণ তারা ইসলামকে প্রকৃতভাবে জেনে, বুঝে অনুধাবন করেই মুসলমান হন।

মহাবিশ্বকে আল্লাহ্ কতগুলি নিয়মে বেঁধে দিয়েছেন – যেগুলোকে আমরা *"সুন্নত আল্লাহ্"* বলি–গণিত, পদার্থ বিদ্যার নিয়মাবলীসহ, যাবতীয় কার্যকরণের এর আওতায় পড়ে। এগুলো পার্থিব বস্তু জগতকে মেনে চলতে হবে - আল্লাহ্ তো পবিত্র কোর'আনে বলেছেন– ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তুজগতকে এসব নিয়ম মেনে চলতেই হবে। এছাড়া প্রাণীজগতের অধিকাংশেরও বেছে নেবার তেমন কোন ক্ষেত্র নেই। অথচ সবচেয়ে স্বতঃসিদ্ধ যে ব্যাপারটা, সেটাই তিনি আপাত দৃষ্টিতে বেঁধে দেননিঃ কেবল তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলেই জীবনে অর্থাৎঃ শান্তি, সমন্বয়, প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ইত্যাদি লাভ করতে পারবেন।

সাধারণ ভাবে সকল উন্নত প্রাণীকুলকে, আর বিশেষভাবে গোটা মানবকুলকে আলাহ্ যে দু'টো প্রধান মৌলিক প্রবৃত্তি সহকারে সৃষ্টি করেছেন তার একটি হচ্ছে ক্ষুধা, অপরটি হচ্ছে যৌনস্পৃহা। এই দু'টো প্রবৃত্তির জন্যেই মূলত পৃথিবীর সব চাকা ঘোরে। কালো এবং সাদা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হিসেবে আল-াহ্র সৃষ্টি এবং সেজন্যই এই বৈচিত্রময় পৃথিবী এত সুন্দর। ঠিক একইভাবে নারী ও পুরুষকে আমরা প্রথমত নারী ও পুরুষ বলতে চাই; তারপর বলতে চাই যে, পৃথিবীতে আমাদের জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্রময় রাখতে বা বেঁচে থাকার আগ্রহ ধরে রাখতে, উভয়েরই উপস্থিতি যেমন সমানভাবে অপরিহার্য– তেমনি নারী ও পুরুষের মাঝে সব দিক দিয়ে জন্মগত যে পার্থক্য, তাও অনস্বীকার্য –কেউ জোর করে বল্লেই আজ সে পার্থক্য উঠে যাবে না। বরং এই পার্থক্য যে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য তা আলাহ্ নিজেই বলে দিচ্ছেন।

আমরা সঠিক সময়ে, সঠিক উপায়ে এবং সঠিক বিচারে সম্পন্ন বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদকে, ইসলামী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি যে

www.amarboi.org

নারী-পুরুষ বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বৈশিষ্ট্যগত যে পার্থক্য রয়েছে – বা পালন করার জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে – তা স্বীকার না করলে এবং সেই ভিন্নতা উপভোগ করতে না পারলে বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া দুষ্কর হতে পারে, যেমনটি *Brainsex*-এর বৃটিশ রচয়িতা অনুভব করেছেন:

লেখক এনামুল হক বাংলাদেশের মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে সর্বগ্রাসী কিছু সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন, আমাদের জীবনে সেগুলোর প্রভাব নিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ এই বইটিতে সন্দুর ভাবে আলোচনা করেছেন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আর্থিক অসচ্ছলতা তো আছেই। তবুও জাতীয় যুব সমাজের প্রয়োজনে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ **"বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ"** এ ধরনে একটি পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনামূলক এই গ্রন্থখানি আমাদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে।

লেখক এনামুল হক-এর 'বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ' পাঠকদের জন্য তথ্য সমৃদ্ধ এই বইখানা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা পরিতৃপ্ত বোধ করছি। বিবাহ ও নারীবাদ চলমান সংঘাতময় বিশ্বে আরো বেশী করে গ্রহণযোগ্য করে তোলার পরামর্শগুলি শুধু ভাল লাগার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই লেখকের লেখা হবে সার্থক, আমাদের প্রকাশনা হবে অর্থবহ। আলাহ্ আমাদের বিশ্বের তথা বাংলাদেশ মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ জয়যাত্রাকে এগিয়ে নেয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

(এস.এম. রইস উদ্দীন)
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

উৎসর্গ

সেই সব মুসলিমাহ্ বোনদের উদ্দেশ্যে, যারা, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, প্রচলিত ধারার বিপরীতে নিজের জীবনকে টেনে নিয়ে যাবার মরণপণ যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছেন।

www.amarboi.org

এই লেখকের অন্যান্য বইসমূহ:

১) অন্য পথের কন্যারা (অনুবাদ)
২) ইসলাম ২০০০ (অনুবাদ)
৩) নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে ইসলামী মূল্যবোধ
৪) সভ্যতার সংঘাত: আমরা এবং ওরা
৫) পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম (অনুবাদ)

www.amarboi.org

সূচীপত্র

ভূমিকা		৯
Glossary		১৭
প্রথম অধ্যায়:	মানুষ সহজেই মানুষ নয়	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়:	মৌলিক প্রবৃত্তি ও বিবর্তন	২৪
তৃতীয় অধ্যায়:	বিনোদন মানুষকে কি কি ভুলিয়ে রাখে ?	৩০
চতুর্থ অধ্যায়:	মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অধ্যায়	৩৬
পঞ্চম অধ্যায়:	প্রবৃত্তির স্বাভাবিক নিবৃত্তি	৪১
ষষ্ঠ অধ্যায়:	প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক প্রবাহ ও নিবৃত্তি	৪৬
সপ্তম অধ্যায়:	বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হবার সম্ভাব্য কারণসমূহ	৫৭
অষ্টম অধ্যায়:	পশ্চিমা নারীবাদের প্রকৃত রূপ ও আমাদের দেশে তার প্রভাব	৭৩
নবম অধ্যায়:	নারী পুরুষের পার্থক্য কি Biological না Sociological?	৯০
দশম অধ্যায়:	বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়	১০২
উপসংহার		১২২
পরিশিষ্ট: ১		১৩২
পরিশিষ্ট: ২		১৩৫
Recommended Reading		১৩৬

www.amarboi.org

ভূমিকা

অনুবাদের দুইখানা বই প্রকাশিত হবার পর, আমার নিজের লেখা প্রথম বই **"নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে ইসলামী মূল্যবোধ"**, আমার তরফ থেকে কোন সুচিন্তিত বা সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা ছিলনা। বরং বলা যায় তা ছিল বিস্মিত, ভীত, সন্ত্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, বিব্রত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত , রাগান্বিত এবং একই সঙ্গে বিষন্ন ও উত্তেজিত একজন মানুষের অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শী উচ্ছ্বাস। বইখানা তার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছিল কিনা, সেটা আমার পক্ষে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আর আমার যেহেতু কোন অর্থনৈতিক অভিলাষ ছিলনা (আলহামদুলিল্লাহ্!), তাই ঐ বইয়ের কাটতির দিকেও আমি সেরকম নজর রাখিনি। কিন্তু ঐ বই সম্বন্ধে পরিচিত সুহৃদ, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের মতামত এত ভিন্নমুখী ছিল যে, আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। ইসলামের উপর লিখিত একখানা বই যে প্রতিক্রিয়ার এত ভিন্নতা ও বিভিন্নতার উদ্রেক করতে পারে তা সত্যিই অবাক হবার বিষয়! এমনও হয়েছে যে, আমার অত্যন্ত নিকটাত্মীয়া একজন ভালো মুসলিমাহ্, ঢাকার আঁতেল পল্লীর কিছু জঘন্য ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আমার বিষোদ্গারের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে, এক পর্যায়ে গিয়ে তিনি আর এগুতে পারেননি বা বইখানা শেষ করতে পারেন নি – হয়তো এসব আঁতেলদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনেন বলে এবং বেনামে তাদের কথা উল্লেখ করে তাদের পরিচয় ফলাও করে প্রকাশ না করবার আমার যে প্রচেষ্টা, তা ভেদ করে তিনি তাদের সনাক্ত করতে পেরেছেন বলেই তার আরো বেশী অসহ্য লেগেছে – আল্লাহু 'আলাম। আবার এমনও হয়েছে যে আনুমানিক অশীতিপর বয়সের অত্যন্ত রক্ষণশীল পটভূমির বৃদ্ধও আমার বাসায় ফোন করে খবর নিয়েছেন, আমি কবে দেশে ফিরছি, কারণ তিনি আমাকে বইখানার জন্য মোবারকবাদ জানাতে চান । পারিবারিক সূত্রে পরিচিত, সরকারী কলেজের এক অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষা, যার সাথে আমার রয়েছে 'জেনারেশন গ্যাপ' এবং যার হাতে ঐ বইখানা তুলে দিতে আমার রীতিমত সংকোচ হচ্ছিল এই ভেবে যে, ঐ বইয়ের অনেক বিষয়বস্তু ঠিক তার উপযোগী নয় – তিনি তার প্রশংসাসূচক মন্তব্য ও উচ্ছ্বাস দিয়ে আমাকে যেমন অবাক করেছেন – তেমনি সারা পৃথিবী ঘুরে দেখা, একই পেশার আমার বহুদিনের বন্ধু যখন বইখানার প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগ আনলেন, আমার তাকে বোঝাতে হয়েছিল যে তার/আমার মত যারা, সদ্য যৌবনে পদার্পণ করা আত্মজাকে সাথে নিয়ে হাসতে হাসতে M-TV বা চ্যানেল V তে, Venga Boys-এর Boom Boom Boom, Lets Go Back To My Room বা ম্যাডোনার secret এর মত গান

www.amarboi.org

দেখতে পারেন নির্দ্বিধায়, তাদের হুঁশ ফিরিয়ে আনতে বা সচেতন করার জন্য মগজে ড্রিল মেশিন চালানোর বিকল্প হিসেবে, আমি কতগুলি কঠোর উদাহরণ দিয়েছি মাত্র। তারা যেগুলো দিনরাত গিলতে গিলতে ভান করছেন যে, সব ঠিকই আছে, কোথাও কোন সমস্যা নেই – আমি কেবল সেগুলোর উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি যে, না সব ঠিক নেই।। – তারা সমূহ বহুমুখী, জটিল এবং ভয়ঙ্কর সমস্যার সম্মুখীন – মুসলমান নামধারী হলেও আসলে তারা 'কার্যত কাফির' এবং Hell Bound। লজ্জা, সংকোচ, বিনোদনের-মোহ-কাটাতে-না-পারা পাপাচারে আসক্তি ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে – অথবা সুস্থ দাম্পত্য জীবনের প্রতি উদাসীন থেকে আদি-রসাত্মক বিনোদনের প্রতিবেশে থেকে যারা 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চান', সচেতন-ভাবে-অসচেতন থেকে যাঁরা ভদ্রতার মুখোশ পরে সমস্যা যে আছে, তা বুঝেও না বোঝার ভান করেন (এখানে বহু বড় মাপের ইসলামপন্থী ও ইসলামজীবীও অন্তর্ভুক্ত) এবং সেই সুবাদে প্রগাঢ় মুনাফিকির মাঝে নিজেদের আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখেন – আমি কেবল তাদের কঠোর ভাষার চাবুক মেরে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম।

যাহোক্, ঐ বইটা লিখতে লিখতে এবং তার পরবর্তী সময়ে আমি অনুভব করি যে, সাধারণ ভাবে গোটা মুসলিম জাহান, আর বিশেষ ভাবে আমাদের দেশে ঘটমান অবিচার, অনাচার ও ব্যভিচারের এবং সামাজিক বিপর্যয়ের একটা বিরাট অংশের পেছনের মূল কারণ হচ্ছে, বিয়ে সম্বন্ধে রাসূল (দঃ)-এর যুগের ধ্যান-ধারণা থেকে আমাদের বড় ধরনের বিচ্যুতি – আর এই ব্যাপারে বিশ্বাস হারানো বস্তুবাদী কাফির, সংশয়পূর্ণ বিশ্বাস সম্বলিত 'কার্যত কাফির', তাগুত ও ইসলামপন্থীদের আচরণের ভিতর তফাৎটা খুবই নগণ্য। আমাদের মনে বিয়ের গুরুত্ব, কাফির বিশ্বের মতই এক তুচ্ছ ও ঐচ্ছিক পর্যায়ে নেমে গেছে: *'আগে ক্যারিয়ার, তার পরে বিয়ে'* অথবা *'আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, তার পরে বিয়ে'* এধরনের মন্তব্য সাধারণ মানুষকে তো বটেই, বেশীরভাগ ইসলামপন্থীদেরও নির্দ্বিধায় করতে দেখা যায়। সেজন্য আমি চেষ্টা করেছি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ভৌগলিক পর্যায়ে– সঠিক বয়সে ও সময়ে বিয়ের গুরুত্ব এবং তা সুসম্পন্ন না হলে, কি কি বিপর্যয় ঘটতে পারে, আর তার পথ ধরে কি কি বিকৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারে – তার একটা চিত্র তুলে ধরতে। অতি মাত্রায় ভদ্রজনদের কাছে শুনতে খারাপ লাগলেও, ইসলামী মতে বিয়ের একটা প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু পবিত্র পন্থায় যৌন বাসনার আল্লাহ্-নির্ধারিত নিবৃত্তি ঘটিয়ে 'সাকিনাহ্' বা tranquillity লাভ, সেহেতু স্বাভাবিক ভাবেই যৌনতার প্রসঙ্গ ও তার নানা দিক আলোচনায় এসেছে। উম্মুল মু'মিনীনদের সবাই শ্রদ্ধার পাত্রী হিসেবে আমাদের কাছে সমান মর্যাদার হলেও – সাদামাটা, দুনিয়ার মোহ বিবর্জিত ও আখেরাতমুখী পরহেজগারীপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য–মায়মুনাহ্(রাঃ) এর একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। সেই মায়মুনাহ্ (রাঃ) যদি সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান দানের খাতিরে, রাসূল(দঃ)-এর ফরজ গোসলের পদ্ধতির

www.amarboi.org

খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে পারেন – অথবা, আবু তালহার স্ত্রী যদি রাসূল(দঃ)-কে মেয়েদের স্বপ্ন-দোষের কি পর্যায়ে গোসল ফরজ হতে পারে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারেন এবং অপর উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) যদি তা বর্ণনা করতে পারেন – তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এমন পূত-পবিত্র কিছু নই যে, ভদ্রতার খাতিরে বা ক্ষণিকের অস্বস্তি এড়ানোর নামে, সম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের আলোচনা এড়িয়ে যাবো – আর তার পরিণতিতে নিজেরা বা নিজেদের পরিবারবর্গকে মনের, চোখের ও কানের ব্যভিচারসহ নানা প্রকার কবিরা গুনাহে ও মুনাফিকিতে ডুবিয়ে রাখবো এবং নিশ্চিত জাহান্নামের পথে ধাবিত হবো!!

বিয়ে ও তৎসংশ্লিষ্ট বিকৃতি, তথা সাধারণভাবে বিকৃত যৌন আচরণের আলোচনার পথ ধরে, এখনকার বিশ্বের আলোকপ্রাপ্তির পেছনের সর্বসাম্প্রতিক আলোর উৎস –পশ্চিমে জন্ম নেয়া *'নারীবাদ'* ও পশ্চিমা সভ্যতায় তার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্তঃ *'নারীদের সমকামী সহবাসের প্রবণতা'* আলোচিত হয়েছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভাবেই। আমি অনেককেই একথাটা বলে থাকি যে, দাওয়াতের মাধ্যমে কাফির, মুশরিক বা পৌত্তলিকদের মাঝে ইসলামের বাণী পৌছানোর চেয়ে, এবং সেই সুবাদে, যেন তেন উপায়ে মুসলমানের সংখ্যা আরো কিছু বাড়ানোর চেয়ে, নিজের ঘর সামলানো এবং ইতোমধ্যে যারা মুসলিম, তারা যাতে মুসলিম থাকেন এবং ভালো মুসলিম হতে পারেন, সেটার চেষ্টা করাটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে কাফির, মুশরিক, মুরতাদদের নারীবাদের পথ ধরে কি হলো এবং সেটা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তা না ভেবে, বরং সাধারণভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ আর বিশেষভাবে আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের *'পশ্চিমা নারীবাদের'* খপ্পর থেকে রক্ষা করাটা আমাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। যদিও এন,জি,ও, সংস্কৃতির কল্যাণে *'পশ্চিমা নারীবাদের'* ঢেউ ইতিমধ্যেই মৃদু-মন্দ ভাবে হলেও আমাদের দেশে এসে লেগেছে।

রাজনৈতিক অঙ্গনের কর্তাব্যক্তিদের কাছে নিজের দেহ-দান সংক্রান্ত গল্প বিক্রী করা বৃটিশ বারবণিতা ক্রীষ্টিন কিলার বা, নিজ দেহদানের গল্প সমেত কয়েকখানা বই লিখা Penthouse খ্যাত পতিতা Xaviera Hollandar এর সমগোত্রীয় পতিতা ইতোমধ্যেই আমাদের সমাজ থেকে উঠে এসেছে তসলিমা নাসরিনের নামে, ব্যক্তিতে ও পরিচয়ে – ফরিদপুরের দীপিকা ও তানিয়ার মত সমকামী মেয়েদের একত্রে ঘর বাঁধার খবরও এই অভাগা দেশের দৈনিকসমূহে শোভা পেয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। তবু, এখনো একথা নিরাপদে ও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ্র বা আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলিম মা-বোনের উপর, এখনো, পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত নারীবাদের অশুভ ছায়া আপতিত হয়নি, যদিও পশ্চিমকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার রোগ, occidentosis বা westoxification[১]-এর দোষে বিশ্বের

[১] দেখুন: *Occidentosis: A Plague from the West* – Jalal Al-i Ahmed

www.amarboi.org

মানচিত্রের অন্যান্য অংশের মতই আমরাও দুষ্ট। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী মূল্যবোধের কারণে, নারীবাদের বক্তব্যের অনেক বিষয়ের আবেদন, মুসলিম সমাজে তেমন একটা নেই; যেমন নরওয়েজিয়ান মুসলিমাহ্ Anne Sofie Roald তার *Women in Islam* বইয়ে বলেছেন:

..... it is important to draw attention to the fact that, while Muslim feminist activists are fighting for the right to divorce, many common Muslim women are concerned with how to *remain* married and how to prevent their husbands from divorcing them.[২]

কিন্তু, *কোনদিনই মুসলিম নারীসমাজের উপর পশ্চিমে জন্ম নেয়া নারীবাদের অশুভ ছায়া আপতিত হবে না* – একথা ভেবে নাকে তেল মেখে ঘুমাবার অবকাশ নেই। কারণ সিনেমা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, ম্যাগাজিন, টিভি, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, শিক্ষার পাঠক্রম, সুশীল সমাজের কার্যক্রম থেকে শুরু করে 'কাফির নিয়ন্ত্রিত' যাবতীয় কর্মকান্ডের একটা অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে ইসলামের দুর্গের সুকঠিন রক্ষাব্যূহ – *'মুসলিম জনগোষ্ঠীর পারিবারিক বন্ধন'*। কাফিররা এটা জানে যে, তারা যদি সরাসরি আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের সামনে তাদের প্রস্তাবনা তুলে ধরে – অর্থাৎ, যদি তাদের বলে: *"তোমাদের পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে দিয়ে, আমরা তোমাদে* 'তসলিমা নাসরিনের মত একেকজন পতিতায় বা মুক্ত বিহঙ্গে' *রূপান্তরিত করতে চাই"* – তাহলে তারা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবেন। তাই তারা সরাসরি মুসলিম পারিবারিক মূল্যবোধকে deconstruct করার প্রস্তাবনা উপস্থাপন না করে, যেখানে যে 'জাগতিক' ব্যাপারটা আকর্ষণীয়, সেটার উপর ভর করে চেষ্টা করছে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে।

'অর্থনৈতিক মুক্তি', 'নারীর ক্ষমতায়ন', 'কর্মক্ষেত্রে সমান অধিকার' ইত্যাদি গাল ভরা বুলির আড়ালে, নারীবাদীরা তাদের শিকার ধরার ফাঁদ পাতে। মুসলিম প্রধান দেশ ও সমাজে মুসলিম নামধারীদের একটা অংশ, আমাদের মা-বোনদের একরকম সে দিকে *ঠেলেই* দেন – যারা আল্লাহ্-প্রদত্ত অধিকার থেকে মা-বোনদের বঞ্চিত করেন (যেমন ধরুন বিয়ের প্রয়োজন বোধ করলে নিজের মত মাফিক বিয়ে করা বা বাবার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ইত্যাদি) এবং দ্বীন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, যারা মনগড়া ফতোয়ার ভিত্তিতে নারীদের প্রতি নানা রকম অত্যাচার-অনাচার করে থাকেন [আর, সেই সুবাদে উপরন্তু যারা, ইসলামের উপর সামান্য জ্ঞান বা পড়াশোনা-না-থাকা 'তাগুত' বা কার্যত-কাফিরদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য, মুফতিদের দেয়া দিক-নির্দেশনা – ফতোয়া, নিয়ে কথা বলবার সুযোগ করে দেন।]

---

[২] দেখুন: page#222, *Women in Islam* – Anne Sofie Roald

www.amarboi.org

এসবের প্রতিকার না হলে, আমাদের কন্যা সন্তানেরা বিশেষ ভাবনা চিন্তা ছাড়াই নারীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে এবং কেবল একদিকে প্রবহমান জীবনের অনেকটুকু অপচয় করার অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করার পর, তাদের বোধোদয় হলেও তা হবে দুঃখজনক।

আমরা জীবনের, প্রাণশক্তির ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের ঐ অপূরণীয় অপচয়টুকু থেকে সব মুসলিমাহ্‌কে এবং আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে। আর, মানবিকভাবে সবাইকে সাবধান করার বা সচেতন করার যেটুকু চেষ্টা করা সম্ভব, সেটুকু করে যেতে চাই। আমরা মনে করি: *আর্সেনিক যে বিষ তা জানার ও বোঝার জন্য, কারো ব্যক্তিগতভাবে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই*। বরং যারা ইতোমধ্যেই এই ধরনের বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছেন, তাদের দেখেই আমরা সাবধান হয়ে যেতে পারি এবং আর্সেনিক এড়িয়ে চলতে পারি! একই ভাবে নারীবাদ ও দ্বীনবিমুখতা যাদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিপর্যয় এড়িয়ে চলতে পারি। আমি চেষ্টা করেছি পশ্চিমা বিশ্বের ভুক্তভোগীদের কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে।

আরেকটা ব্যাপারের প্রতি আমাদের দেশের সকল মুসলিম ও মুসলিমাহ্‌র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি এই ঘটনার কথা শুনে যে, বাংলাদেশে, ইসলামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত সর্ববৃহৎ ইংরেজী মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে, এই কিছুদিন আগে, লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি, 'সাদা-চামড়া' এক নাসারা বেপর্দা মহিলা যে শুধু উপরের ক্লাসে অধ্যয়নরত আমাদের তথাকথিত হিজাবী মেয়েদের (ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ছেলেদের উপস্থিতিতে) ইংলন্ডে পড়াশোনার আকর্ষণীয় দিকগুলো বর্ণনা করার সাদর সুযোগ পেয়েছেন তাই নয় – বরং, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কি কি ব্যাপারে পরামর্শ ও সহায়তা দেবে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ের ভিতর *'বাবা-মায়ের সাথে সমস্যা অথবা বয়ফ্রেন্ড সংক্রান্ত সমস্যার'* কথা উল্লেখ করেন। ধিক্ আমাদের দেশের *'কেবল ঘটমান বর্তমানে বসবাসকারী ইসলামপন্থীদের'*, যারা মেয়েদের বা নিজ কন্যা সন্তানদের কেবল একখানা হিজাব অথবা নেকাব পরানোর মাঝে মুসলিম জনমের সার্থকতা নিহিত রয়েছে বলে মনে করেন এবং সেটুকু করেই বেহেস্তের টিকেট নিশ্চিত করেছেন ভেবে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন।

জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু আমি তখনো জানতাম না যে, ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় *'ইসলামের আধুনিকায়নে বিশ্বাসী'* এমন সব মহারথীও রয়েছেন, *'ইসলামের উন্নতিকল্পে'*, যারা যে কেবল তিজারাহ্ বা অর্থ উপার্জনের কর্মকান্ডে নিজের জীবনের সময় ও মেধা সর্বতোভাবে ব্যয় করেছেন তাই নয় বরং যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, একখানা হিজাব পরলেই মেয়েরা সব করতে পারে– প্রয়োজনে মালয়েশিয়ার, হিজাব পরিহিতা মেয়েদের ব্যান্ড সঙ্গীতের দল 'হুদার' মতই

www.amarboi.org

ব্যান্ডসঙ্গীতের অনুষ্ঠানও করতে পারে বলেও হয়তো তারা যুক্তি দেখাবেন – এদের এদেশের মুখ্য ইসলামপন্থীদের 'বি-টিম' বলা যায় (যদিও মুখ্য ইসলামপন্থী দলের একজন মুরুব্বি, যাকে আমি নিজ বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করি, তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে জোর গলায় বলেন যে, বস্তুত তাদের সংগঠনের কোন 'বি-টিম' নেই। বরং টেকনোক্র্যাট, চৌকষ এবং ইসলামের শুভাকাঙ্খী জ্ঞান করে, আমলা শ্রেণীর কিছু মানুষের একটি ছোট দলকে তারা তাদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন – যাদের উপর আজ আর তাদের সংগঠনের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ নেই – তারা নিজেরাই দেশে একটা বিকল্প ধারার আধুনিক trend চালু করেছেন। আসল চিত্রটা কি – আল্লাহু 'আলাম!!)। এরা, এদেশে ইসলামের সংস্কার ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনে বিশ্বাসী: ডঃ ফজলুর রহমান, ডঃ কাওকাব সিদ্দিক, ক্বাসিম আমিন বা মুহাম্মদ আব্দুহুর মত সংস্কারপন্থীদের (অথবা বুঝিবা তাদেরও যারা প্রভু ছিলেন – বেরিং ব্যাঙ্কিং পরিবারের সদস্য লর্ড ক্রোমার এর মত কাফিরদের)[৩] প্রতিনিধিত্ব করেন – আর মনেপ্রাণে এও বিশ্বাস করেন যে, *'সেকেলে'* সব ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে ইসলামকে *'আধুনিক যুগোপযোগী'* করে তুলতে হবে, যাতে তা পশ্চিমা বস্তুবাদী কাফিরদের কুফ্‌রির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এবং তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যও হয়ে ওঠে।

এন,জি,ও, সংস্কৃতি যেমন তৃণমূল পর্যায়ে মেয়েদের *'অর্থনৈতিক মুক্তি'* ও *'স্বনির্ভর'* হবার কথা বলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে, অনেকটা one way ticket দিয়ে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই কেড়ে নিয়েছে – তারা যেমন আর কখনো সহজে ঘরে ফিরে আসতে পারবেন না – পারবেন না সন্তানদের প্রয়োজনীয় সেই মা হতে, যিনি একটি শিশুকে তিলে তিলে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে চাইবেন এবং গড়ে তুলতে পারবেন – এরাও – ইসলামের আধুনিকায়নপন্থী এই reformist-রাও, তেমনি আমাদের দেশের মেয়েদের *'কেবল একখানা হিজাব মাথায় তুলে সবকিছু করা যায়'* এমন ধারণা দিয়ে, ঘর থেকে বের করে জীবন সম্বন্ধে তাদের ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা এমন স্থায়ীভাবে বদলে দিচ্ছেন যে, এদের কাছে দীক্ষা লাভ করা মেয়েরা আর কখনোই সত্যিকার অর্থে সংসারে ফিরে আসতে পারবেন না। আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এইসব আপাত ধার্মিক মুসলিমাহ্‌রা, পারবেন না সেই মা হতে – ঈমান ও ইসলামকে জীবনে ধারণ করার পর – যা হওয়াটা তাদের জীবনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হবার কথা ছিল। এক্ষেত্রে আধুনিকায়নপন্থী এবং সংস্কারপন্থী এসব *'ইসলামী ব্যক্তিত্বের'* প্রচেষ্টাকে আসলে ইসলামী মূল্যবোধের *de facto* deconstruction বলা যায় – এরা এবং পশ্চিমা কাফিরদের অনুচর এন,জি,ও,-রা আসলে কার্যত আমাদের এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে – যাবার পথটা যদিবা আলাদা হয়ও। মুসলিম নারীরা হচ্ছেন

---

[৩] দেখুন: page#141, *Dajjal the AntiChrist* – Ahmad Thomson

www.amarboi.org

কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে, মুসলিম সুসন্তানরূপ সোনার ফসল উৎপাদনের ক্ষেত স্বরূপ। পবিত্র কোর'আনে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বলে দিয়েছেন যে, কিভাবে, *'আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সুমধুর বাণীর আড়ালে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য 'সোনার ফসলের' ক্ষেতকে নষ্ট করার চেষ্টা করা হবে'* [৪] – ঠিক যেমনটা এখন ঘটছে – অথচ – তারা ভাব দেখাবে যে, তারা যা করছে তা কেবলি মঙ্গল বয়ে আনবে। আমি চেষ্টা করেছি এ সমস্যাটা নিয়েও আলোকপাত করতে।

আমার জীবনে আমি, অমুসলিমদের লেখা এমন কয়েকখানি বই পড়েছি, যে সব পড়ার পর আমার মনে হয়েছে যে, এরা (অর্থাৎ এসব বইয়ের রচয়িতারা) কি করে এখনো ইসলাম গ্রহণ না করে আছেন! পরক্ষণেই মনে হয়েছে যে, রাসূল(দঃ)-এর চাচা আবু তালিবের অমুসলিম থেকে যাওয়ার চেয়ে নিশ্চয়ই এদের অমুসলিম থাকাটা বেশী আশ্চর্যজনক নয়! – নিশ্চয়ই এটাই তাদের আল্লাহ্-নির্ধারিত নিয়তি এবং কে কোনটার যোগ্য তা তার সৃষ্টিকর্তাই সবচেয়ে ভালো জানেন ও বোঝেন!! এমন একখানি বই হচ্ছেঃ *Brainsex*, যার রচয়িতা হচ্ছেন Anne Moir এবং David Jessel। এই বইয়ের আলোতে জীববিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও সত্য নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আমি। এই বইয়ের ৯৯% (বা প্রায় সব) অনুসিদ্ধান্তই নারী-পুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের অনুশাসনের যথার্থতা প্রতীয়মান করে – অথচ এর রচয়িতারা হয়তো তা জানেনও না। বিশ্বব্যাপী কাফিরদের প্রচারণায়, আর এমনকি আমাদের দেশের বিবৃতিজীবী কার্যত-কাফির আঁতেলদের লেখনিতেও ইসলামকে যে ভাবে মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা বলে দেখানোর চেষ্টা চলে – তাতে ঐ বৃটিশ রচয়িতাদের খুব একটা দোষ তো দেয়া যায়ই না, বরং অনেক আধুনিকতাপন্থী ইসলামের সংস্কারককেও হয়তো দেখা যাবে, কাঁচু-মাঁচু চিত্তে অজ্ঞতা বশত, আল্লাহ্‌র বিধানকে হেয় জেনে এবং সে সম্বন্ধে হীনমন্যতা পোষণ করে, প্রকৃত জ্ঞান বিবর্জিত উপায়ে কাফিরদের কাছে তা যুক্তিযুক্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। অথচ, একটা সাধারণ যুক্তিই সব কিছুর সমাধান করে দিত এক stroke-এ – আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করি যে আল্লাহ্ আছেন, আর যদি কোন একটা বিষয় মহাবিশ্বের স্রষ্টা সেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নির্ধারিত হয়েই থাকে, তবে সৃষ্টির কাছে তা কেমন impression তৈরী করলো তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অবান্তর। এপ্রসঙ্গে মৌলানা মৌদুদির একটা বিখ্যাত বক্তব্য আমি ভুলতে পারি নাঃ "instead of claiming that Islam is truly reasonable, one should hold that the true reason is Islamic."[৫] অর্থাৎ, *"ইসলাম*

[৪] দেখুনঃ কোর'আন ২:২০৪,২০৫। ব্যাখ্যার জন্য দেখুনঃ *The Message of the Qur'an* – Muhammad Asad

[৫] দেখুনঃPage#68, *Enemy in the Mirror* - Roxanne L. Euben

www.amarboi.org

সত্যিই যৌক্তিক এমন দাবী না করে বরং যে কারো এমন দাবী করা উচিত যে, যে কোন সঠিক/সত্য যুক্তিই ইসলামিক" ।

কানাডায় বসবাসরত আরব বংশোদ্ভূত এক সংস্কারপন্থী ইসলামজীবী – এদেশের আধুনিকতাবাদী ও সংস্কারপন্থীদের মাঝে যার প্রচুর অনুসারী ও অনুরাগী রয়েছেন – তিনি কিছুদিন আগে ইতিহাস পুনর্লিখনের চেষ্টা করেছেন এই বলে যে উম্মুল মু'মিনীন মা আয়েশা(রাঃ) যখন রাসূল(দঃ)-এর ঘরে আসেন, তখন তাঁর বয়স নাকি আসলে ১৮ বছর ছিল (প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী আমরা যেমন জানি ৯ বছর, তা নয়) – ঠিক যে বয়সটা কাফিরদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে! এরকম আরো অনেক ব্যাপার আছে যা নিয়ে এসব সংস্কারপন্থীরা সংশয়ে ভোগেন। এদের প্রচেষ্টা প্রচন্ড ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টি এড়ায়নি – দেখুন সে রকম একজন কি বলছেন:

Reformism, which offers a murky middle, is very popular. Whereas secularism forthrightly calls for learning from the West, reformism sneakily appropriates from it. The reformist says something like, "Look, Islam is basically **compatible** with Western ways. It's just that we lost track of our own achievements, which the West exploited. We must now go back to our own ways **by adopting those of the West**." To permit this to happen, reformers **reread the Islamic scriptures in a Western light**.....The reformists' goal is to **immitate the West** without acknowledging as much. Though intellectually bankrupt, this is politically very useful and explains why reformism is very widespread.[৬]

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (দঃ) ও তাঁর বিধান নিয়ে এই ধরনের হীনমন্যতার পাপ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে গোটা মুসলিম উম্মাহ্র নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি সর্বমহান আল্লাহ্র কাছেই। শুধু তাই নয়, ইসলামের ইতিহাসের শুরুর দিকটা বাদ দিলে, পরবর্তী কালে কাফিরদের অনুকরণ, অনুসরণ ও বিলাসিতায় আসক্ত হয়ে, মুসলিম শাসক ও জনগোষ্ঠী বার বার যে অবিশ্বাসী কাফির, বিধর্মী বা তাগুতের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছে এবং সঙ্গত কারণেই তাদের কাছে নিগৃহীত হয়েছে – আমি আল্লাহ্র কাছে সে ধরনের পরিণতি থেকেও সুরক্ষা প্রার্থনা করছি।

আমি আশা করবো দেশের মুসলিম চিন্তাবিদরা, মুসলিম জীবনে বিবাহের গুরুত্ব ও ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করার একটু অবকাশ বের করে নেবেন।

ঢাকা, ১৩ই মার্চ, ২০০৪।

---

[৬] দেখুন:Page#6-7, *Militant Islam Reaches America* – Daniel Pipes

www.amarboi.org

Glossary

আহ্‌লে কিতাব: সাধারণ অর্থে যাদের কাছে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল – বিশেষ অর্থে ইহুদীগণ ও খৃস্টানগণ।

উম্মুল মু'মিনীন: মু'মিনদের মা – বিশেষ অর্থে রাসূল(দঃ)-এঁর স্ত্রীগণ।

কাফির: সত্য গোপনকারী; যার মাঝে 'কুফ্‌র' রয়েছে; যে আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ; অবিশ্বাসী ।

কুফ্‌র: কোর'আনের পরিভাষায়, 'কুফ্‌র' হচ্ছে *ঈমান* (অর্থাৎ, *বিশ্বাস*) এবং *শুক্‌র* (অর্থাৎ, *কৃতজ্ঞতা*) দু'টোরই বিপরীত। বেশিরভাগ কোর'আন অনুবাদকের মতেই 'কুফ্‌র'-এর প্রথম অর্থ হচ্ছে 'বিশ্বাসহীনতা' এবং এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে 'অকৃতজ্ঞতা'।

তাকওয়া: আল্লাহ্‌-ভীরুতা। সবসময়, আমরা কি করছি/ভাবছি আল্লাহ্‌ যে তা জানেন– এই সচেতনতা।

তাগুত: সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা, এক আল্লাহ্‌ ছাড়া, যে কোন মিথ্যা আরাধ্যকেই 'তাগুত' বলা যায়। সেই আরাধ্য যে কোন বস্তু বা সত্তা হতে পারে – শয়তান, অপশক্তি, মূর্তি, পাথর, সূর্য, তারা, ফেরেশতা, কোন বিশেষ মানুষ, যেমন ঈসা: (আঃ) – এমন যে কোন কিছুই হতে পারে, যাকে ভুল ভাবে উপাসনা করা হয় বা অনুসরণ করা হয়। আজকের ঈশ্বর-বিবর্জিত রাজনীতির যে কোন শাসনযন্ত্র ও নেতৃত্বও এই পর্যায়ভুক্ত।

তাসাউফ: সুফীদের জীবনযাত্রা বা জীবনের ধরন।

বিদ'আত: সাধারণ অর্থে innovation বা নব্য প্রথা– বিশেষ অর্থে, সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে এমন কোন নতুন দ্বীনী কর্মকান্ডের অবতারণা করা, কোর'আন ও সুন্নাহ্‌য় যার কোন ভিত্তি নেই।

মুরতাদ: স্বধর্ম ত্যাগকারী প্রাক্তন মুসলিম। যেমন: সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ।

মুশরিক: যে শিরক করে – আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন বস্তু বা সত্তাকে অংশীদার করে; যেমন: যে কোন মূর্তিপূজারী।

মুনাফিক: যারা মুখে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, অথচ অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে না।

দ্বীন: দ্বীন হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার নিয়মকানুন ও সেসবের অনুশীলনের প্রতি কারো আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য। দ্বীনের শব্দগত অর্থ হচ্ছে 'ঋণ' বা দু'টি পক্ষের মাঝে একটা দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক – ইসলামী পরিভাষায় যে সম্পর্কটি হচ্ছে– সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে। কোর'আনে আল্লাহ্‌ বলেন যে, নিশ্চিতভাবে ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত জীবনধারা বা 'দ্বীন'।

www.amarboi.org

দাজ্জাল : দাজ্জাল হচ্ছে একজন ব্যক্তির রূপে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের রূপে এবং এক অদৃশ্য শক্তির রূপে কুফ্‌রের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তি 'দাজ্জাল' জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করবে শেষ সময়ে, কিয়ামতের ঠিক আগে আগে– সে নিজেকে 'মসীহ্' বলে দাবী করবে। এমতাবস্থায় প্রকৃত 'মসীহ্' ঈসা(আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

হুদুদ আল্লাহ্: আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, যা 'হালাল' ও 'হারাম'-এর পৃথকীকরণ করে – যে কোন মুসলিমের জন্য যা অলঙ্ঘনীয়।

Big Bang: সৃষ্টির এই পর্ব – অর্থাৎ আমাদের এই মহাবিশ্বের [বা Universe-এর] সূচনা সম্বন্ধে যে কয়টি তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে, তার মাঝে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এই Big Bang Theory – যে মতে মহাবিশ্বের সব পদার্থ অসীম ভর ও ঘনত্বের একটি মাত্র বিন্দুতে সন্নিবেশিত ও একত্রিত হয়ে ছিল। তারপর এক Big Bang বা মহা-বিস্ফোরণের পরে ঐ বিন্দুটি ভেঙ্গে অগণিত টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই থেকেই সময় ও ক্ষেত্রের সূচনা হয় বলে এবং পদার্থবিদ্যা বা গণিতের যাবতীয় নিয়মাবলীও অস্তিত্ব লাভ করে বলেও বিজ্ঞানীদের ধারণা।

Deconstruction: পরস্পর বিরোধী, অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি-তর্কের অবতারণা এবং কেবল আক্ষরিক অর্থ ধরে নিয়ে কোন বিষয়ের সমালোচনা করা এবং সেই বিষয়কে অর্থহীন বা হেয় প্রতিপন্ন করা।

Jehovah's Witness: খৃস্টানদের একটা ধর্মীয় গোত্র, যারা ঈশ্বরকে 'জিহোভা' বলে সম্বোধন করে।

Junk food: 'বাজে খাবার' – যার গুণগত মান অত্যন্ত নিম্ন। আজকের পৃথিবীতে 'ফাস্ট-ফুড' বলতে যা বোঝায়, তার প্রায় সবই এই শ্রেণীতে পড়বে।

Psychic: তান্ত্রিক বা আধ্যাত্মিক সাধক/সাধিকা – যারা মানুষের জীবনের প্রেম-প্রীতি সংক্রান্ত জটিল সমস্যা থেকে শুরু করে 'গরু হারিয়ে যাওয়া' থেকে সৃষ্ট সমস্যা পর্যন্ত সবকিছুর সমাধানে পরামর্শ দিয়ে থাকেন (অর্থের বিনিময়ে অবশ্যই) – গত ১০/১৫ বছর যাবত সাধারণভাবে গোটা কাফির বিশ্বে, আর বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে; যাদের রমরমা ব্যবসা।

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়
মানুষ সহজেই মানুষ নয়

১৯৯৮ সালের মাঝখানে পেশাগত কারণে আমাকে Australia-র Brisbane-এ যেতে হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাহাজের নাবিকরা যখন কোন বিদেশী বন্দরে যান, তখন স্থান কাল নির্বিশেষে তারা দু'ধরনের মানুষের খপ্পরে পড়েন – প্রথমত বেশ্যার দালালদের বা বেশ্যাদের আগ্রহের কারণ হন তারা । দ্বিতীয়ত বিভিন্ন denomination বা ভাগের (বা উপদলের) খৃস্টান মিশনারীদের কর্মকান্ডের এক উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হন তারা। সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টো পটভূমি যদিও বা – একদল কেবল মাত্র ইহজাগতিক ভোগ-সুখের পশরা নিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে পরিবারের সঙ্গ-সুখ বঞ্চিত নিঃসঙ্গ নাবিককে – আর অপর দল বুঝিবা তাকে *'হাল ভেঙ্গে দিশা হারানো'* মনে করে, *'আলোর দিশা'* দেখাতে চান নিছক পারলৌকিক বিশ্বাসের তাড়নায়। তবু, এই আপাত সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দু'টো দলের মাঝে একটা অভিন্ন যোগসূত্র রয়েছে – উভয়েই নাবিকদের নিঃসঙ্গতা-বিহ্বল বিষন্ন চিত্তের ছিদ্র পথে তাদের জীবনে প্রবেশ করতে চান। আর সত্যিই দু'টো আবেদনের মুখেই নাবিক যথার্থই দুর্বল বা vulnerable – অবস্থা বিশেষে এবং মানুষ বিশেষে তারতম্য ঘটলেও, এটা বলাই বাহুল্য যে প্রথমটির carnal desire এর আবেদন সামলাতেই তাকে বেশী বেগ পেতে হয় – কারণ একজন মানুষ তো একটি প্রাণীও বটে। Rational animal এই মানুষ প্রথমে তো animal, তারপর শত চেষ্টায় rational animal – আর আল্লাহর পছন্দের আশরাফুল মাখলুকাত তো অনেক দূরেই পড়ে রইলো।

যাহোক, যা আলোচনা হচ্ছিল শুরুতে আমরা সেখানে ফিরে যাই – Brisbane-এ Jehovah's Witness - গোত্রীয়, *"আলোর দিশা"* দেখাতে আসা দু'জনে মিশনারীর সাথে আমার পরিচয় হলো। প্রায়ই দেখা যায় তাদের শিকার যে মুসলমান, এটা বোঝার আগেই তারা অনেক বাণী খরচ করে ফেলেছেন। মুসলমান বোঝার পর হঠাৎই চুপসে যান তারা – অনেকটা *'ও আচ্ছা'* ধরনের একটা কিছু বলে হতাশা ঢাকার চেষ্টা করেন। Preach করা বন্ধ করলেও, একদম হাল ছাড়েন না তারা। নানা রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে, "বঞ্চিত" ঐ নাবিককে কিভাবে সাহায্য করা যায়, তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন তারা। পৃথিবী জুড়ে খৃষ্টানদের বিভিন্ন denomination এর বিশাল network রয়েছে নাবিকদের জন্য– যার মাঠ-পর্যায়ের সংস্থা হচ্ছে Seamen Club নামক একধরনের club । এসব club তাদের সঙ্গতি অনুযায়ী অনেক সেবাধর্মী কাজ করে থাকে নাবিকদের জন্য। শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত কোন জাহাজ থেকে নিজস্ব transport দিয়ে আনা-নেয়া থেকে শুরু করে চিঠি পোষ্ট

www.amarboi.org

করা, টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দেয়া, নানা রকম খেলাধূলা বা বিনোদনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বহুবিধ কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে এরা– বস্তুত ও আপাত দৃষ্টিতে পারলৌকিক লাভের আশায় – ধর্মান্তরিত করা যায় কিনা সে আশায় অবশ্যই। Beer শ্রেণীর পানীয় সব Seamen Club এ পাওয়া গেলেও, উন্নত দেশ সমূহের কোন কোন Seamen Club, উৎসাহের আতিশয্যে এমন সব আয়োজন করে, যা প্রথম শ্রেণীর শিকারী, অর্থাৎ, বেশ্যার দালাল বা বেশ্যাদের জীবিকার উপর ভাগ বসানোর শামিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় বা Australia/New Zealand-এ অনেক ক্লাবই, স্বেচ্ছাসেবিকা মেয়েদের ডেকে বিনোদনের জন্য dance-dinner এর আয়োজন করে, যাতে নাবিকদের চিত্তবিনোদন করে তাদের আকৃষ্ট করা যায় বা তাদের ধরে রাখা যায়। সত্যি যদি চেষ্টা, বা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে, পরিশ্রমই কোন কিছু লাভের একমাত্র মাপকাঠি হতো, তাহলে পরকালে এইসব মিশনারীদের অতি উচ্চমর্যাদা লাভ করার কথা। কিন্তু আমরা জানি: **"There is no use running, when you are on the wrong road"** । শুধু running যদি সার কথা হতো, তাহলে এরা সত্যি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন – কিন্তু ভুল পথে দৌড়ে শেষ নিঃশ্বাসটুকু নিঃশেষিত করলেও যে সঠিক অভীষ্টে বা destination এ পৌছা যাবে না, তা সবাই জানেন। আর আমরা মুসলমানরা আরেকটু বেশী গভীরে গিয়ে এটুকুও জানি যে, যে কোন সৎ প্রচেষ্টার বা সুন্দর কাজের end এবং means দু'টোই সঠিক ও সুন্দর হতে হবে – মদ বিক্রীর পয়সায় যেমন মসজিদ তৈরী করা যায় না, তেমনি অত্যন্ত সৎভাবে উপার্জিত পয়সাও যদি মানুষের বাহ্‌বা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করা হয়, তবে তাও হয়ে পড়ে অর্থহীন ।

মিশনারী দুই জনের একজন সাদা-চামড়া ছিলেন, আর তার 'চামচা' ছিলেন আদতে ফিলিপিনো, তবে Australia-য় অভিবাসিত। আমি খাবার টেবিলে ছিলাম বলে, তাদের খেতে বসার আহ্‌বান জানালাম। খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। আমি Jehovah's Witness এর বিশেষত্ব জানতে চাইলে, 'সাদা-চামড়া' ঐ ভদ্রলোক বললেন যে, তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আর পারিবারিক বন্ধনের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন তাকে বললাম যে, আমরা, মুসলিমরাও পারিবারিক বন্ধনকে খুবই গুরুত্ব দিই এবং আমাদের ধর্ম বাবা-মা সহ সামগ্রিকভাবে সব আত্মীয়তার বন্ধনকে কি চোখে দেখে তাও তাকে ব্যাখ্যা করলাম । এই পর্যায়ে ফিলিপিনো ঐ নব্য-মিশনারী আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন যে, আমি যে পরিবারের কথা বললাম, সেই পরিবার বলতে আসলে কি বোঝায়? আমাদের তো চারটা পর্যন্ত বিয়ে হতে পারে? প্রশ্নটা এতই অসংলগ্ন ছিল যে, মদ্যপ কেউ করলে মানাতো; কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে স্থিরচিত্ত ও "মোটা-চামড়া" মিশনারীর মুখে অত্যন্ত শ্রুতিকটু লাগলো। আমি বুঝতে পারলাম মুসলমানদের হেয় করার যে কয়টি ক্ষেপণাস্ত্র তার ভান্ডারে ছিল, তার সর্বশ্রেষ্ঠটিই তিনি তার সাধ্যমত নৈপুণ্য সহকারে উৎক্ষেপণ

www.amarboi.org

করেছেন – তবে এমন একটি প্রসঙ্গের "Launch Pad" থেকে তিনি ঐ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছেন, যেখানে একরকম জোর করেই ঐ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল বলা যায় – বস্তুত কোন সত্যিকার সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই।

কোন ফিলিপিনোর সাথে কথোপকথনের মোটামুটি ৫ সেকেন্ডের ভিতরই, তার দেশ বা আদি বাসস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। আর প্রায় দুই দশক ধরে সমুদ্রগামী হওয়ায় এবং শত পাঁচেক ফিলিপিনোর সাথে একত্রে কাজ করায়, আমার আরও কম সময় লাগার কথা। তবু, নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার আদি বাসস্থান কোথায়? তিনি উত্তর দিলে আমি বল্‌লাম যে, গোটা পৃথিবীর অবস্থাই যাতে ফিলিপিন্‌সের মত বা ফিলিপিনোদের মত না হয়ে যায়, ইসলাম সে জন্য চারটা বিয়ের ব্যবস্থা রেখেছে। ফিলিপিন্‌সের গোঁড়া ক্যাথলিক সমাজ ব্যবস্থাতে বিবাহ বিচ্ছেদ যেমন অনুমোদিত নয়, তেমনি একটার বেশী বিয়ে করাও অনুমোদিত নয়। সুতরাং জীবন সঙ্গী অপছন্দ হলে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকেই বিবাহ বহির্ভূত যথেচ্ছ যৌনাচার করে থাকেন বিবাহিত জনেরা। ত্রিশোর্ধ কোন সমর্থ লোকের বিয়ের বাইরে রক্ষিতা নেই, এটা কল্পনা করা দুষ্কর। আমি ঐ মিশনারীদের বল্‌লাম যে, ধরো অত্যন্ত কামুক কেউ কেবল কামস্পৃহার বশবর্তী হয়েই চারটে "বিয়ে" করলো, সে তাদের (স্ত্রীদের) সামগ্রিক ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিল এবং সন্তান সন্ততির দায়িত্ব নিল– এটা ভালো, নাকি – "বিয়ে" না করে কেউ ক্লাবে-ডিস্কোথেক-এ গিয়ে, প্রতি রাত্রে নতুন নতুন মেয়ে মানুষকে pick-up করে (যারা পশ্চিমা কাফির সভ্যতা এবং প্রাচ্যে তার ছায়া-সভ্যতার হাল হাকিকত জানেন, আশা করছি, তারা নিশ্চয়ই আমি কি বলছি তা না বোঝার ভান করবেন না) বিছানায় নিয়ে গিয়ে কেবল (বিয়েটিয়ের অর্ধেক অর্থাৎ) "টিয়ে" সম্পন্ন করলো এবং ফলে গোটা জাতিটাই ক্রমান্বয়ে technically একটা জারজ সন্তান ও একাকী-মাতার বা কুমারী মাতার জাতিতে পরিণত হলো – সেটা ভালো? আমি আরো বল্‌লাম যে, ইসলামে: Where there is no responsibility, there is no right – কোন মানুষের উপর নিজের যৌন বাসনা চরিতার্থ করার অধিকার তখনই থাকবে, যখন ঐ কর্মটির সকল দায়-দায়িত্ব কেউ বহন করবে – সোজা কথায় কেবল বিবাহিত অবস্থায়। ভদ্রলোক একদম চুপ করে গেলেন এবং তার সঙ্গী "সাদা-চামড়ার" চেহারাটা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো – কারণ আর কেউ না জানলেও, ধর্ম প্রচারক হবার সুবাদে তিনি জানেন যে, তার দেশ Australia ও ঐ একই মহামারীতে আক্রান্ত – আর তারা, অর্থাৎ তার মত মিশনারীরা, মহাসমুদ্রে খড়-কুটোর মত ভেসে থাকার করুণ অথচ প্রাণান্তকর চেষ্টায় ক্লান্ত, হতাশ ও নিঃশেষিত প্রায়।

আমার আরেকটা লেখায় (*আমরা-ওরা*), আমার গোটা জীবনের অভিজ্ঞতায়, ব্যভিচারী নন এমন একমাত্র (আমার সহকর্মী) যে ফিলিপিনোর কথা উল্লেখ করেছি, বলা আবশ্যক যে, তখনো তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি – তাহলে হয়তো আনুমানিক ৫০০ জনের মাঝে একজন "ফুলের মত পবিত্র" মানুষের সন্ধানে, আমি

www.amarboi.org

আরেকটু নরম সুরে কথা বলতাম ঐ 'চামচা' বা সহকারী-মিশনারীর সাথে। কিন্তু তার সাথে পরিচিত না হলেও, আমি পৃথিবী জুড়ে Love For Sale এর ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ও অভ্যস্ত ফিলিপিনাদের নাম ডাক সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই অবহিত হয়ে গেছি – সুদুর নাইজেরিয়া, বেনিনের মত পৃথিবীর অপর প্রান্তে অবস্থিত দেশেও যে 'বিদেশী বিনোদিনী' বলতে স্বাভাবিকভাবে ফিলিপিনা-ই বোঝায়, সেটা আমার জানতে বাকী নেই; কারণ, ফিলিপিনোদের সাথে যখনই কোন দেশে গিয়েছি, সেখানে তাদের প্রথম কাজই হচ্ছে বাইরে "কর্মরত" এসব ফিলিপিনো মেয়েমানুষকে খুঁজে বের করা এবং তাদের সহযোগিতায় ও অংশ গ্রহণে জীবনকে তৎক্ষণাৎ উপভোগ করার আয়োজন করা। কিন্তু একটা জাতি বা সমাজ বা সাধারণ ভাবে মানবকুলের অবস্থা, এমন অকল্পনীয় নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায় কেন এটা সত্যিই ভেবে দেখবার বিষয়! এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোর'আনের ৯৫:৪-৬ আয়াতে, মানুষের পরিণতি সম্বন্ধে আল্লাহ্ যা বলছেন – সেরকম পরিণতি কেন হয় – তাও আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। আল্লাহ্ বলছেন:

"We have indeed created man in the best of moulds. Then do We abase him (to be) the ***lowest of the low****, - Except such as believe and do righteous deeds: for they shall have a reward unfailing."* [Qur'an ,95:4-6, *Meaning of the Holy Qur'an* – A.Yusuf Ali].

উপরের আয়াতগুলোতে এক পৃথিবী অর্থ থাকলেও, মাত্র দুটো অভিব্যক্তির মাঝে– **such as believe** এবং **do righteous deeds** – অর্থাৎ – **কেবল মাত্র যারা বিশ্বাস করে (বা বিশ্বাসী)** এবং **যারা সৎ কাজ করে** – তারা ছাড়া, বাকী সবার অবস্থা *'নিকৃষ্টের মাঝে নিকৃষ্টতম'* বলে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ধ্বংসের তথা জাহান্নামের ইন্ধন হবার কারণ কি, তা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন। কেন একই মানুষ একভাবে পরিচালিত হলে, ফেরেশতাদের কাছেও আদর্শ বলে বিবেচিত হয় – তাকে দেখে ফেরেশতাদেরও মানব-জন্ম লাভের অভিলাষ জাগে – আবার একই আকৃতির; একই রকম রক্তমাংসের আরেকজন মানুষই (বা ক্ষেত্রবিশেষে ঐ একই মানুষই) – কেবল কিভাবে সে তার জীবনের দিক নির্দেশনা বেছে নিল, তার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর জঘন্যতম পশুর চেয়ে ঘৃণ্য, ভয়ঙ্কর ও পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হতে পারে। যারা Autobiography of Malcom-X পড়েছেন, তারা জেনে থাকবেন যে পরস্ত্রী সংসর্গ, মাদকদ্রব্য বিক্রি, চুরি, বেশ্যার দালালি ইত্যাদির মত জঘন্য কুকর্মে আকণ্ঠ ডুবে থাকা একটা মানুষ, কিভাবে বদলে গিয়ে নিষ্পাপ, নির্মল ও সুন্দর হয়ে হাজার হাজার মানুষের অনুপ্রেরণা ও আদর্শের model হয়ে যায়। তাহলে কি এমন অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য পরিবর্তন ঘটে মানুষের ভিতরে যা তাকে (৯৫:৪-৫) এ বর্ণিত এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে নিয়ে যায় !? মাননীয় পাঠক, আপনি আমার সাথে একমত হবেন কিনা জানিনা – তবে আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো: *আল্লাহর কাছে*

www.amarboi.org

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ যে কোন মানুষকেই বুঝিবা Malcom-X থেকে Malik El-Shabazz এ রূপান্তরিত করতে পারে[৭]!!

মহাবিশ্বকে আল্লাহ্ কতগুলি নিয়মে বেঁধে দিয়েছেন – যেগুলোকে আমরা *"সুন্নত আল্লাহ্"* বলি – গণিত, পদার্থ বিদ্যার নিয়মাবলীসহ, যাবতীয় কার্যকারণের ব্যাপার স্যাপার এর আওতায় পড়ে। এগুলো পার্থিব বস্তু জগতকে মেনে চলতেই হবে - আল্লাহ্ তো পবিত্র কোর'আনে বলেছেনই **"Come willingly or unwillingly"**[৮] – ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তুজগতকে এসব নিয়ম মেনে চলতেই হবে। এছাড়া প্রাণীজগতের অধিকাংশেরও বেছে নেবার তেমন কোন ক্ষেত্র নেই। অথচ, সবচেয়ে স্বতঃসিদ্ধ যে ব্যাপারটা, সেটাই তিনি আপাত দৃষ্টিতে বেঁধে দেননিঃ কেবল তাঁর ইচছা-অনিচছার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলেই জীবনে Peace, harmony , tranquillity, contentment অর্থাৎঃ শান্তি, সমন্বয়, প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ইত্যাদি লাভ করতে পারবে মানুষ – তাকে দেখে বোঝা যাবে যে, কোর'আনের ৯৫:৪ আয়াতে, *"We have indeed created man in the best of moulds"* বলে তার কথাই বলা হয়েছে – তথাপি ব্যাপারটা বেঁধে দেননি তিনি; মানুষকে বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছেন আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়াতা'লা। অথচ, অন্যথায়, অর্থাৎ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে না পারলে, অতৃপ্তির গোলক ধাঁধায় জীবনকে আকণ্ঠ পান করার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে নিজেকে ক্ষয় করতে করতে মানুষ এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে – সুধা ভেবে গরল গলাধঃকরণ করতে করতে নিজেই এক সময় বিষাক্ত নীল হয়ে যাবে – সে যেদিকে তাকাবে, চাইনিজ উপকথার ড্রাগনের মত তার নিঃশ্বাসের উত্তাপে, বিষবাষ্পে সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। ৯৫:৫ আয়াতে যে এধরনের মানুষের কথাই বলা হয়েছে, একটু ভেবে দেখলেই যে কেউ তা বুঝতে পারবেন।

"সুন্নাত আল্লাহ্"-এর অংশ বিশেষ, পদার্থবিদ্যার একটা বিষয় হচ্ছে চুম্বক (বা চুম্বকক্ষেত্র)। এই 'চুম্বকক্ষেত্রের' নিয়মাবলী ঘেঁটে দেখলে আমরা যেমন দেখি যে, একটি চুম্বক-শলাকা বা magnetic needle যতক্ষণ চুম্বক রেখা বা চৌম্বক ক্ষেত্রের line(s) of force বরাবর নিজেকে aligned করতে না পারে বা ঐ অক্ষ বরাবর নিজেকে স্থাপন করতে না পারে, ততক্ষণ সে স্থিতি অবস্থায় বা সাম্য অবস্থায় পৌছায় না। বরং তার অস্থায়ী বিভিন্ন অবস্থান বা অক্ষে সে অস্থিতিশীলভাবে কাঁপতে থাকে – ঠিক তেমনি মানুষ যতক্ষণ আল্লাহ্র অক্ষ বরাবর বা আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ, নিয়ম নীতির অক্ষ বরাবর নিজেকে স্থাপন না করবে, ততক্ষণ তার জীবনে সাম্য অবস্থা আসতে পারে না। সে অতৃপ্ত বাসনার অস্থিরচিত্ত এক অভিশপ্ত আত্মার প্রতিনিধিত্ব করবে।

---

[৭] দেখুনঃ The Autobiography of Malcom X – Alex Haley

[৮] দেখুনঃ পবিত্র কোর'আন, ৪১:১১ ।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
মৌলিক প্রবৃত্তি ও বিবর্তন

সাধারণ ভাবে সকল উন্নত প্রাণীকুলকে, আর বিশেষভাবে গোটা মানবকুলকে আল্লাহ্ যে দু'টো প্রধান মৌলিক প্রবৃত্তি সহকারে সৃষ্টি করেছেন তার একটি হচ্ছে ক্ষুধা, অপরটি হচ্ছে যৌন-স্পৃহা। এই দু'টো প্রবৃত্তির জন্যেই মূলত পৃথিবীর সব চাকা ঘোরে। ঢাকা শহরই হোক আর টোকিও বা নিউইয়র্কের মত 'উন্নত বিশ্বের' কোন ব্যস্ত শহরই হোক, যে কোন একটি স্থানে, আপনি যদি পার্থিব জীবনের ব্যস্ততা থেকে একটু সময়ের জন্য ছুটি নিয়ে কোন উঁচু বিল্ডিং উপর থেকে কর্মব্যস্ত দিনের রাজপথে চেয়ে দেখেন, তবে আপনি দেখবেন অগণিত movement বা ছুটাছুটি – অবিরাম ব্যস্ততা– দম ফেলার অবসর নেই যেন কারো। এ সব ছুটাছুটির উৎস খুঁজতে চাইলে, আপনি প্রায় নিশ্চিত ভাবেই সবকয়টির মূলে কোন না কোন ভাবে ক্ষুধা এবং/অথবা যৌন স্পৃহার সংশ্লিষ্টতা আবিস্কার করবেন। এই ছুটাছুটির পেছনে *"Need ও Greed"* বা *"প্রয়োজন ও লিপ্সার"* তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু চালিকাশক্তি মোটামুটিভাবে ঐ প্রবৃত্তি দু'টোতেই গিয়ে ঠেকবে। এই পৃথিবীকে আজ আমরা যেমন দেখি – ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে এর অবস্থা এমন ছিল না – তার বিবর্তন ঘটেছে, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তন ঘটেই চলেছে। আমরা মুসলমানরা ডারউইন তত্ত্বের বিবর্তনের বস্তাপচা ধারণায় বিশ্বাস করি না, আমাদের মতই আজ পৃথিবীর শিক্ষিত জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশও তাতে বিশ্বাস করে না – একদিন কেউই করবে না। কোন ভিত্তি নেই জেনেও, কাফিরতন্ত্রের রক্ষাকর্তাগণ এখনো এটাকে আঁকড়ে রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে। কেননা গোটা কাফির সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে Darwinism ও Social Drawinism এর কিছু অনুসিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবনার উপর। ঐ সভ্যতার তাসের ঘরের ধ্বংস নিশ্চিত জেনেও, তারা সময় কিনে নিতে Darwinism কে আঁকড়ে রয়েছেন এখনো – অনেকটা ৯০ সালের শেষের দিকে পতনোন্মুখ এরশাদ যেমন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সেনানিবাস ছাড়তে চাননি তেমন । কাফির সভ্যতার ভিত্তি – 'বস্তুবাদকে' – টিকিয়ে রাখতে হলে, যে করেই হোক Darwinism টিকিয়ে রাখতে হবে, আর বর্ণবাদভিত্তিক **'সাদা-চামড়া'** মানুষের উৎকৃষ্টতার ও কর্মপারদর্শিতার theory বা তত্ত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এবং সেই সুবাদে **'সাদা-চামড়া'** মানুষ কর্তৃক, **'অ-সাদা'** বাকী বিশ্বের মানুষকে শোষণ এবং শাসন করা অব্যাহত রাখতে হলে Social Drawinism-ও (অর্থাৎ খুব সহজ ভাষায়: *যারা যোগ্যতর, তাদেরই অন্যকে শাসন ও শোষণ করার যোগ্যতা ও সামর্থ রয়েছে এমন একটা ধারণা – অথবা আরো সহজে, 'জোর যার মুলুক তার'।*) টিকিয়ে রাখতে হবে।

www.amarboi.org

"সবকিছুর ক্রমবিবর্তন হয়েছে সৃষ্টির শুরু থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী, একজন সর্বময় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ী" – এটা মানতে বা creative evolution[৯] এর ধারণায় আমাদের আপত্তি থাকতে পারেনা। আমাদের আপত্তি হচ্ছে একথায় যে, **"পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হয়েছে কাকতালীয়ভাবে স্রেফ By chance"** আর **"একপ্রাণী থেকে আরেক প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে কেবল টিকে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে"**। অথচ এই দু'টো ধারণার একটির সপক্ষেও, সামান্যতম প্রমাণও আজ প্রায় দেড়শত বছরেও তারা হাজির করতে পারেননি[১০]। যাহোক, আবারো আলোচনার মূল ধারায় ফিরে আসি – যা বলছিলাম – পৃথিবীর পরিবেশ, প্রতিবেশ ও গঠনের যেমন বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি বিবর্তন ঘটেছে প্রাণীকুলের আচার, আচরণ ও স্বভাবের। পৃথিবী পৃষ্ঠ যেমন প্রথমে বায়বীয়, তারপর তরল, তারপর অর্ধতরল অবস্থা থেকে ক্রমে কঠিন ভূপৃষ্ঠের রূপ ধারণ করেছে, সেখানে বনাঞ্চল ও পাহাড়ের উৎপত্তি ঘটেছে, তেমনি কাঁচা মাংস খাওয়া মানুষ বা স্বজাতির মাংস খাওয়া মানুষ, আজ ১০০ ডলার/কেজি-র হিসেবে Kobe Beef খেতে শিখেছে বা আমাদের দেশের মত গরীব দেশেও গুলশান-বনানীর রেস্তোঁরায়, জনপ্রতি এক বেলার আহারের জন্য কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করতে শিখেছে। কাঁচা মাংসের বদলে এখন choice এসেছে তার জীবনে নানাবিধ – rare বা well done steak বাছতে শিখেছে সে। যদিও তার প্রবৃত্তি একই রয়ে গেছে। আগে যেমন মানুষের ক্ষুধার প্রবৃত্তি ছিল এখনো তেমনি আছে, তবু সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তির পন্থা অনেক refined বা পরিশীলিত হয়েছে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান বলে যে, এসবই Divine plan বা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার অংশ। সৃষ্টিকর্তা ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে তৈরী করেছেন একটি বিশেষ অধ্যায়ের জন্য, একটি বিশেষ পর্যায়ের জন্য, একটি বিশেষ ঘটনার জন্য বা বলা যায় মানবকুলের ইতিহাসের একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণের জন্য – এমন একটি অধ্যায়ের জন্য, যখন রক্ত মাংসের নশ্বর ও দুর্বল মানুষ কত perfect হতে পারে, তার একটা চূড়ান্ত রূপ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত হবে – যা উদাহরণ হিসেবে এবং আদর্শ হিসেবে রয়ে যাবে সৃষ্টির কর্মকান্ডের ultimate বা চূড়ান্ত সমাপ্তি ও পরিণতি পর্যন্ত। আল্লাহ্ যেমন পবিত্র কোরআনের ৯৫:৪ আয়াতে বলেছেন *"লাকাদ খালাক্‌নাল ইন্‌সানা ফি আহ্‌সানি তাক্‌ওয়ীম"*–ঠিক তেমন একটা ব্যাপার যেন। ঐ সময়টার জন্য মানুষের বিবর্তন ঘটেছে – মানুষকে এমনভাবে প্রস্তুত করে ঐ সময়ে নিয়ে আসা হয়েছে, যখন সৃষ্টির রহস্যের মূল সম্বন্ধে convinced হতে বা নিশ্চিত হতে তার বাতাসে হেঁটে

---

[৯] দেখুন: *What is the Origin of Man* – Dr. Maurice Bucaille

[১০] বিস্তারিতের জন্য দেখুন:i)*The Evolution Deceit* – Harun Yahya. ii)*Alas Poor Darwin* – Edited by Hilary Rose & Steven Rose. iii)*Darwin's Black Box* – Michael J. Behe

www.amarboi.org

বেড়ানো বা মৃত মানুষকে জীবিত করবার মত কোন অলৌকিক ঘটনা না দেখলেও চলবে। তার faculty of reasoning বা যুক্তি প্রয়োগ করার সামর্থ ততদিনে ঐটুকু evolve করেছে বা পরিপক্কতা লাভ করেছে, যেটুকুতে কোর'আনের ভাষায়:

তারা কি ভেবে দেখে না?....(৭:১৮৪)
.....তোমরা কি তাহলে বুঝবে না? (২:৪৪),(৬:৩২)
এখন মানুষ ভেবে দেখুক তাকে কি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে! (৮৬:৫)
তারা কি আল্লাহ্‌র বাণী সম্বন্ধে ভেবে দেখে না?.....(২৩:৬৮)
.....যদি তোমাদের প্রজ্ঞা থেকে থাকে। (৩:১১৮)

ইত্যাদি বলে তাকে নাড়া দিলে, সে ভাবতে শুরু করবে, বুঝতে চেষ্টা করবে এবং একসময় অনুধাবন করতে পারবে যে, এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন – এই মহাবিশ্বকে এমনি এমনি সৃষ্টি করা হয়নি – অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে, যান্ত্রিক প্রযুক্তির উপর ভর করে সে তখনো (এখনকার মত) এমন নীচে নেমে যায়নি যে, সে নিজের বা নিজের তৈরী যন্ত্রের অহমিকায় অন্ধপ্রায় হয়ে যাবে – ভাবতে শুরু করবে যে তার উৎপত্তি হয়েছে বানর থেকে – স্বয়ংক্রিয়ভাবে!!

যারা ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের হোতা, তাদের বিশ্বাস মতে মানব সমাজের কল্যাণে যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগ শুরু হয়ে থাকলেও, এমন একটা পরিণতিতে সভ্যতা আজ উপনীত হয়েছে, যেখানে এখন মানুষের জন্য হয় যন্ত্র সচল রাখার জন্য– মানুষ ক্রমান্বয়ে বার্টান্ড রাসেলের বলা সেই "cog in a machine"[১১] এ পরিণত হয়েছে। গোটা উন্নত বিশ্বের মানুষ *'চিরতন হরতন ইস্কাবনের'* মত উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ১০টা-৫টা কর্মজীবনের ছন্দে নাচতে নাচতে নিঃশেষ হয়ে যাচেছ – তাদের যেন কোন চিন্তাশক্তি অবশিষ্ট নেই আর – তারা সবাই sleep walking এ ব্যস্ত – কিছু মানুষ যেমন somnambulism নামক অসুখের কারণে ঘুমের ঘোরে নানা কার্য সমাধা করে থাকে কোন সচেতনতা ছাড়াই, তেমন। আজ তাই ঐ সব দেশের পত্রিকা খুললে দেখা যায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা psychic দের বিজ্ঞাপন সমেত 1-900-xxx ফোন নাম্বার – নিজেকে নিয়ে, নিজের জীবনকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাটুকুও যেন মানুষ হারিয়ে ফেলেছে, তাই অন্যের কাছে ঐ দায়িত্বটুকুও সমর্পণ করতে চায়। আমাদের দুর্ভাগা দেশেও এখন একই ব্যাপার একটু ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা যায়: কোষ্ঠ-কাঠিন্য থেকে দাম্পত্যকলহ সহ, সকলকিছুর সমাধান দেয়া আধ্যাত্মিক সাধক/সাধিকার ছবি সমেত বিজ্ঞাপন এখন পত্রিকার দৈনন্দিন বিষয়।

---

[১১] মেশিনের দাঁত – যা নির্দিষ্ট সময় পরপর ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় ফিরে আসে। দেখুন:*The Impact of Science on Society* – Bertrand Russel.

www.amarboi.org

আমার তাই মনে হয় যে, আল্লাহ্ তাঁর Divine wisdom বা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাপ্রসূত সিদ্ধান্তবলে ৭ম শতাব্দীকে বেছে নিয়েছিলেন ইতিহাসের ঐ সন্ধিক্ষণ হিসেবে, যখন মানব সভ্যতার ইতিহাস, মানবিক বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে, peak এ উঠবে বা শীর্ষে অবস্থান করবে। হ্যাঁ, কুয়ালালামপুরে অবস্থিত KLCC Twin Towers, যা নিয়ে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে মুসলিম মালয়েশিয়া আজ গর্ববোধ করে থাকে, তা তখন ছিল না বটে; তবে উট খুঁজতে গিয়ে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়া বিশাল মানচিত্রের অধিপতির বিরল দৃষ্টান্ত কেবল ঐ সময়টুকুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন পিরামিড বা স্তম্ভ বা বিশাল দালান-কোঠা – ইট, পাথর, রড, সিমেন্ট এগুলো দিয়ে যা বানানো যায় – এসব আসবে-যাবে, ভাঙ্গবে-গড়বে – আর তাই কোরআনের কোথাও বলা হয়নি *"তোমরা একটা বিশাল দালান বানালে তোমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গণ্য করা হবে"*– বরং বলা হয়েছে ঠিক তার উল্টো কথা যে, তোমরা সত্যিকার মানুষ হও; এমন মানুষ যার মডেল তোমাদের কাছে মুহম্মদ (দঃ)-এর রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং ঐ সময়ে উপনীত হবে বলে, আল্লাহ্ পৃথিবীকে প্রস্তুত করেছেন সবদিক দিয়ে creative evolution বা উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনের মাধ্যমে। একদিকে যেমন মানুষের দেহ-মন evolve করেছে বা তৈরী হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিধি-নিষেধ, এমনকি কিতাবও evolve করেছে। তাওরাত-যাবুরের অনুশাসন যেমন ইঞ্জিলে থাকেনি, তেমনি ইঞ্জিলের অনুশাসনও হুবহু কোর'আনে থাকার কথা নয়। কারণ, সব কিছুর মত আল্লাহ্র ইচ্ছায় ধর্মও evolve করেছে চূড়ান্ত রূপ, বা শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীর ব্যাখ্যা দেয়া ইসলামের রূপ লাভ করতে – যদিও সকল নবী-পয়গাম্বরের মিশনে আল্লাহ্র দ্বীনের মৌলিক ধারণা একই ছিল। যে আল্লাহ্ নিজে কোর'আনের হেফাজতের অঙ্গীকার করেন[১২], তিনি চাইলে নিশ্চয়ই তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হতো না। কিন্তু আমার তো মনে হয় যে, আগের কিতাবগুলো যেহেতু বিবর্তনের ধারা ছিল, সেহেতু সেগুলো সংরক্ষণের জন্য ধার্য ছিল না–যদিও আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভালো জানেন। এভাবেই আমরা দেখবো যে, অনুশাসনও evolve করেছে বা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। একসময় মানুষ তার সহোদরাকে বিয়ে করতে পারতো – নিশ্চয়ই বিবর্তনের খাতিরে আল্লাহ্ তা permit করেছিলেন, কিন্তু এখন তা 'হারাম'। এভাবে আমরা যদি একটি একটি করে, মানবিক বিকাশের যেসব টার্গেট সমেত আল্লাহ্ মানুষকে তৈরী করেছেন, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখি, তবে দেখতে পাবো যে, তার প্রতিটিই বিবর্তনের ধারায় পূর্ণতা লাভ করেছে ৭ম শতাব্দীর ঐ সময়টায় – রাসূল (সঃ) এর নবুয়তের সমাপ্তিকে ঘিরে থাকা অধ্যায়ে। অর্থাৎ মানবতার চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল ঐ সময়টায় – হ্যাঁ, কেবলই মানবতার – **সত্যিকার বাস্তব মানবতার**।

[১২] দেখুন:পবিত্র কোরআন, ১৫:৯।

www.amarboi.org

সত্যিকার বাস্তব মানবতা আজকের electronic media সৃষ্ট virtual reality বা video game সদৃশ মিথ্যা মিথ্যা হাসি-কান্নার মানবতা নয়, বা বিশ্বায়নের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে ক্রীতদাস বানাতে চাওয়া কাফিরশ্রেষ্ঠদের দ্বারা engineered সুখ-দুঃখকে ঘিরে যে আচার-আচরণ, তার উপর ভিত্তি করা মানবতা নয়। আমি কথাটা হয়তো সঠিক বুঝাতে পারলাম না। এখানে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ধরুন ফুটবল খেলার কথা। ফুটবল খেলা কি অত্যাবশ্যকীয়? না মোটেও না – তা যদি হতো, তাহলে Papua New Gunea র আদিবাসীরা এতদিনে বিলুপ্ত হয়ে যেত। ফুটবল খেল্‌লে কি মানুষ খুব সৎ হয়ে যায় বা মানুষের মানবিক গুণাবলীর সমূহ বিকাশ ঘটে ? তেমন কোন পরিসংখ্যানও আমার জানা নেই। ফুটবল খেলা কি মানুষের জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় কোন বিষয়? – যা না হলে মানুষের জ্ঞান অপূর্ণ থেকে যাবে বা মানুষ বিদ্যাশিক্ষা লাভ করতে পারবে না? না তাও নয়!! তাহলে তা কি? ফুটবল খেলা হচ্ছে কোন একজন বা একদল মানুষ কর্তৃক devised একটা খেলা, যা দিয়ে মানুষকে আনন্দ(?) দেয়া যাবে, ব্যস্ত রাখা যাবে, ভুলিয়ে রাখা যাবে, মানুষকে প্রতিযোগিতায় নামানো যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাষান্তরে, ফুটবল খেলা হচ্ছে একটি "devised, manufactured, engineered pseudo reality" অর্থাৎ "*উদ্ভাবিত, বানানো, কৌশলে উপস্থাপিত এক মিথ্যা বাস্তবতা*"। অথচ এই খেলাকে ঘিরে মানব সভ্যতার কত কোটি কোটি 'man-hour'[১৩] নষ্ট হয়ে যায় – কত কোটি কোটি ডলার ড্রেনে বয়ে যায় – কত মানুষ আহত হয় – Liverpool বনাম Manchester United এর খেলা শেষে কত অঘটন ঘটে – দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত জনগণের আমাদের এই দেশেও, মানুষ তার প্রিয় দল হেরে গেলে হার্টফেল করে মারা যায়!! – আর্জেন্টিনা/ব্রাজিলের পক্ষ হয়ে মিছিল করে মানুষ – লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভিনদেশের পতাকা বানিয়ে সমর্থকরা পথে-ঘাটে বা বাড়ীর ছাদে সেগুলো প্রদর্শন করে থাকে বিশ্বকাপ মৌসুমে, অথচ ঐ পরিমাণ কাপড় দিয়ে রাতের ঢাকা নগরীর ফুটপাতে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুমন্ত মানুষের গা ঢেকে দেয়ার সম্ভাবনার কথা তাদের মনে জাগে না। তাহলে একটু ভেবে দেখুন – আপনি যদি এই system এর বাইরে থেকে একটি বার সমকালীন সভ্যতাকে (!) দেখতে পারতেন, তবে আপনারও হয়তো মনে হতো: "This world has gone crazy"!! আপনিই বলুন, যে মানুষ ফুটবলের মাঝে ডুবে থাকবে বা ডুবে থাকতে পারবে, তার পক্ষে জীবনের reality বা সত্যিকার বাস্তবতা অনুধাবন করা কি কখনো সম্ভব?? আমি বিশেষ ভাবে ফুটবল বিদ্বেষী নই – তবে আপাত দৃষ্টিতে সবার কাছে নিতান্তই নির্দোষ মনে হওয়া একটা ব্যাপারকে random selection হিসেবে বেছে নিলাম।

---

[১৩] (মানুষ x ঘন্টা); উদাহরণ স্বরূপ ১০জন মানুষ যদি ২ ঘন্টা সময় কাজ করে, তাহলে আমরা বলবো (১০x২)=২০ man-hour কাজ হলো।

www.amarboi.org

মাননীয় পাঠক, এবার আরেকটি দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। এটা একটা বাস্তব পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য যে, দেশে কোন ভালো খেলাধূলার (যেমন কোন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট) আয়োজন হলে বা বিশ্বকাপের মৌসুমে, পথে ঘাটে ছিনতাই/রাহাজানি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাও নাকি কমে যায় – মিছিল মিটিং জমে না। প্রকারান্তরে বলা যায় যে, ঐ সময়ে মানুষ অনেক কিছু **"ভুলে"** থাকে। এখানেই নিহিত রয়েছে খেলাধূলা বা বিনোদন যারা আয়োজন করেন বা devise করেন, তাদের উদ্দেশ্য ও অভীষ্টের মর্মকথা। উপরের উদাহরণে আমি যদিও একটা নির্দিষ্ট দিকেই কেবল আলোকপাত করেছি, কিন্তু বিষয়টা অনেক ব্যাপক এবং এর ব্যাপ্তি মানব সভ্যতা ও মানবকুলের জীবন ধারার এক বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে। তাহলে চলুন আরেকটু গভীরে যাওয়া যাক – আমরা এই আলোচনার জন্য একটা গোটা অধ্যায় ব্যয় করবো ইনশাল্লাহ্। বিনোদনের আওতায় সাধারণভাবে যা কিছু আসে, তার সবই, আপনাকে পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যাপারগুলোর একটি বা কয়েকটির সমষ্টিকে ভুলিয়ে রাখতে উদ্ভাবিত বা তৈরী করা হয়েছে।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়
বিনোদন মানুষকে কি কি ভুলিয়ে রাখে?

১। **মানুষের ক্ষুদ্রতা ও অসহায়ত্বঃ** বিনোদনের মাধ্যমে মানুষকে তার ক্ষুদ্রতা ও অসহায়ত্ব ভুলিয়ে রাখা হয়।

বিনোদনে ডুবে থাকলে মানুষ নিজেকে নিয়ে এবং মহাবিশ্বের সাথে নিজের সম্বন্ধ ও সমন্বয় নিয়ে ভাববার মত কোন অবসর পায় না (মাননীয় পাঠক! আপনি যদি ঢাকা শহরের বাসিন্দা হয়ে থাকেন, তাহলে একবার ভেবে দেখুন তো শেষ কবে আপনি রাতের তারাভরা আকাশের দিকে ২ মিনিট চেয়েছিলেন? আরেকটু মনে করে দেখতে চেষ্টা করুন – খুব সম্ভবত রাতের তারাভরা আকাশের দৃশ্যটা আপনি শেষ টেলিভিশনের পর্দায় 'মিথ্যা মিথ্যা' দেখেছিলেন, কোন সিনেমার দৃশ্য হিসেবে!)। বরং সে জল্পনা-কল্পনার এক বায়বীয় ও তাত্ত্বিক জগতে বসবাস করে – বাকচাতুর্যের এক ছায়াময় জগতে তার আধিপত্যবলে সে নানা রকম তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে শুরু করে। আজকালকার সাইন্স ফিকশনের যুগে তো কল্পকাহিনী, কল্পনা আর বাস্তবতা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আর তাই 'স্ট্রিং থিওরি' থেকে 'ওমেগা পয়েন্ট' এর মত কত বিচিত্র সব 'থিওরির' উদ্ভব ঘটছে এবং ঘটবে। একজন মুসলিমকে মনে রাখতে হবে যে এসব তত্ত্ব কোন প্রতিষ্ঠিত সত্য নয় – suggestion বা সুপারিশ মাত্র। তাই 'থিওরি' আসবে এবং 'থিওরি' যাবে, এরই মাঝে আমাদের অবিচল ভাবে এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা কোন থিওরির variable নন বরং এই মহাবিশ্বের সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী – আর তিনি যে সত্য আপনাকে জানিয়েছেন, তাই একমাত্র অপরিবর্তনীয় ধ্রুব সত্য। Big Bang বা Black Hole নিয়ে চিন্তা করে নিজেকে বিশাল একটা কিছু মনে করা মানুষ, আসলে, কত অসহায় যে নিজের পিঠটাও প্রয়োজনে সে ঠিক মত চুলকাতে পারে না – আর এসব নিয়ে সবচেয়ে বেশী যারা ভেবেছেন তাদের অন্যতম Stephen Hawking এর কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ তিনি তো প্রতিবন্ধী, স্বাভাবিক মানুষও নন, নিজের কথা নিজে বলতেও পারেন না। অথচ, আমাদের দেশের virtual kafir আঁতেল মানুষজন থেকে শুরু করে, পৃথিবীর তাবত সন্দেহবাদী মানুষ Stephen Hawking এর মত "বিশাল" বিজ্ঞানীদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন আল্লাহ্ সত্যি আছেন কিনা সেটা নিশ্চিত করার জন্য।

www.amarboi.org

২। **মানুষের মৃত্যুপথযাত্রা:** বিনোদনের মাধ্যমে মানুষকে তার মৃত্যুপথযাত্রা ভুলিয়ে রাখা হয়।

জন্মের পরমুহূর্ত থেকে মানুষ যে মৃত্যুপথযাত্রী সেটা ভুলিয়ে রাখার জন্যই মূলত পৃথিবীর সব বিনোদনের আয়োজন। ধরুন আপনি অনেক আয়োজন করে, বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-পরিজনকে সাথে নিয়ে ছুটি কাটাবেন বলে একটা গাড়ীতে করে রওয়ানা দিয়েছেন। আপনি কোন একটা হাইওয়েতে গাড়ী ছুটিয়ে চলেছেন – আপনার মন খুব প্রফুল্ল, আপনি ক্যাসেট প্লেয়ারে চড়া ভল্যুমে গান শুনছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে মাত্র কয়েক গজ দূরে গিয়ে – কয়েকশ ফুট নীচে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। খুব ভয়ঙ্কর দিবা-স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন তাই না? আপনার কাছে তখন আপনার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের চিন্তা, তাদের নিয়ে আনন্দ-ফূর্তি করার কল্পনা বা পরিকল্পনা সব একেবারে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আপনি জানেন *Death comes as the end* – মরণের যাত্রাটা একমুখী, কেউ কখনো জীবনের ঐ সীমারেখা পার হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। মাননীয় পাঠক! ব্যাপারটাকে যতই দুঃস্বপ্ন বা দিবাস্বপ্ন মনে হোক না কেন, আমরা, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, আসলে জীবনের বাহনে এরকম একেক জন যাত্রী, যাদের জীবনে যে কোন মুহূর্তে রাস্তাটা হঠাৎ করে অসীমের মাঝে শেষ হয়ে যাবে। সেই পথের প্রান্ত কার জন্য কত দূরে তা কেউ জানে না – জানলে কি John Denver বা Kennedy Junior কেউ তাদের নিজ নিজ উড়োজাহাজে ঐ নির্দিষ্ট দিনে চড়তেন? চড়তেন না নিশ্চয়ই!

সে যাহোক পথ কখন শেষ হয়ে যাবে, তা না হয় না জানতে পারি আমরা; কিন্তু ধরুন একটু আগে আপনাকে যে গাড়ীর চালক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতে বলেছিলাম, সেই গাড়ীতে আপনি যখন যাত্রা শুরু করলেন তখনই যদি জানতেন যে, ঐ যাত্রার স্থায়িত্ব কতটুকু তা না জানলেও ঐ যাত্রাই আপনার শেষ যাত্রা, তাহলে আপনার কেমন লাগতো? পৃথিবীর কোন প্রলোভন, লোভ বা মোহ কি আপনাকে seduce করতে পারতো? তেমনি মৃত্যুর অনিবার্যতা কেবল ভাসা ভাসা ভাবে মনে জন্মালেও, সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে, একটা পর্দার সামনে বসে, সময় এবং পয়সা ব্যয় করে manufactured, devised ও engineered সব "মন-পসন্দ" বা *'মন যারে চায়'* মার্কা TV প্রোগ্রাম দেখে আপনি, আপনার জীবনের reality বা অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতা: মৃত্যুকে, ভুলে থাকতেন না। আপনার অহেতুক ফূর্তি লাগতো না এবং আপনি বুঝতেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রবল গতিতে সাঁই সাঁই করে আপনাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে Rudyard Kipling এর From a Railway Carriage এর দৃশ্যাবলীর মত। আপনি তখন বুঝতেন, জীবনকে সুসংহত করা দরকার, প্রস্তুত করা দরকার ঐ অনিবার্যতার জন্য। আপনি বুঝতেন জীবনে আসলে ফূর্তির যা আনন্দের বিশেষ কিছু নেই। বরং ভাববার রয়েছে অনেক কিছু – করার রয়েছে অনেক কিছু – অথচ পরীক্ষার হলে 'শ্লথ-হাতের-লেখা-সম্পন্ন' ছাত্রের মত, আপনার জীবনে সময় অত্যন্ত সীমিত। আপনার মন বিষন্ন হয়ে যেতো – আপনি কেবলই ভাবতেন আপনার

www.amarboi.org

পথের প্রান্ত কতদূরে? কখন জানি পরীক্ষার খাতায় লেখা বন্ধ করার ঘন্টাটা বেজে ওঠে? আর তাই আপনাকে ঐ বাস্তবতা ভুলিয়ে রাখতে পৃথিবীতে যত খেলাধূলা, ছায়াছবি, নাটক, টিভি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্যাবারে, স্ট্রিপটিজ ইত্যাদি সব কিছুর আয়োজন।

৩। **মানব জনমের সার্থকতা:** বিনোদনের মাধ্যমে মানব জনমের পূর্ণতা ও সার্থকতা কিসে তা ভুলিয়ে রাখা হয়।

কতকটা আপনি চান বলেও হয়তোবা, কিন্তু মূলত আপনাকে যেন "cog in a machine" বানানো যায় সেজন্য বিনোদনের প্রয়োজন – আপনাকে একটা ঘোরের ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য, যে অবস্থায় sleep walker দের মত আপনি ঘুমিয়ে থেকেও অনেক কিছু করতে পারবেন সচেতন না হয়েও। আপনি কোন প্রশ্ন না করে কাফিরদের ভোগ সুখের যোগান দিতে কেবল কিছু মাসোহারার বিনিময়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবেন। পশ্চিমা বিশাল শিল্পনগরীগুলোর কর্মজীবী মানুষদের জীবন কেমন হয়? কাজ, ফিরে এসে বিয়ার নিয়ে টিভির সামনে বসা, খাওয়া, ঘুমানো তারপর আবার কাজ। কোন চিন্তা ভাবনা বা মনে কোন প্রশ্ন জাগার অবকাশ বা সুযোগ নেই। এই অবস্থাকেই রাসেল 'cog in a machine' বলেছেন। মেশিনের একটা দাঁত যেমন নির্দিষ্ট সময় পরে পরে একটা বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে একই স্থান অতিক্রম করে, মানুষও তেমন একটা ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা জীবনযাপন করছে আজকের "উন্নত বিশ্বে"। সুতরাং আপনাকে আপনার মানবিক ও মানবসুলভ অস্তিত্ব ভুলিয়ে রাখার জন্য বিনোদনের প্রয়োজন –যেন আপনার মনে সমাজপতিদের নিয়ে কোন প্রশ্ন না জাগে, system নিয়ে কোন প্রশ্ন না জাগে, বরং আপনি যেন system-এ গা ভাসিয়ে দিয়ে বিশ্বের মুষ্টিমেয় লোভী রাক্ষসের 'ভোগ-সুখের' যোগান দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "চিরতন হরতন ইস্কাবনের" অতি সনাতন ছন্দে যেন সব কিছু চলে। আপনি কি জানেন যে, কোটি কোটি ডলারের মালিক Drug lord বা Drug king-দের ছেলেমেয়েরা ধূমপান পর্যন্ত করে না বরং Harvard Law School বা MIT তে লেখাপড়া করে – আপনার আমার ছেলেমেয়েরা, আমাদের যন্ত্রসুলভ জীবনধারার জন্য মাদকাসক্ত হয়ে তাদের লক্ষ-কোটি ডলারের তহবিলের যোগান দিয়ে থাকে।

বিনোদনে আপনাকে এমনভাবে ডুবিয়ে রাখা হবে, যাতে আপনার স্বাভাবিক বোধশক্তিই না থাকে – Australia-তে যেমন কিছু অঞ্চলে aborigine-দের যেন অথর্ব করে রাখা যায় সারাজীবন, তারা যেন কখনো মাথা তুলতে না পারে, সে জন্য তাদের বসতিপূর্ণ এলাকায় মদ্যপানকে সহজতর করে দেয়া হয় এবং এটা একটা official policy হিসেবে করা হয়। আমি খবরের কাগজে পড়েছি যে, একটা আদিবাসী অঞ্চলে মেয়েরা সংগ্রাম করছিল যেন তাদের এলাকায় মদের সহজলভ্যতা রোধ করে, তাদের পুরুষদের অথর্ব হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়। আমাদের দেশের চা বাগানগুলোর "কুলি"দের অবস্থা অনেকটা এ ধরনের ছিল বা প্রায় ক্ষেত্রে এখনো

www.amarboi.org

আছে। একদিকে অত্যন্ত নিম্নমজুরী বেঁধে দিয়ে তাদের জীবনে অভাবকে স্থায়ী আসন দেয়া হয়, আবার একই সময় মদ্যপান ও নাচগানের মাধ্যমে হাল্কা বিনোদনের প্রশ্রয় দেয়া হয়। তাতে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম যে, অভাবী ও দুঃখী বলে সব ভুলে থাকতে(?) মানুষগুলো মদ্যপান ও ফূর্তি করতে গিয়ে সামান্য রোজগারটুকুও হারায় এবং তাদের দুঃখও কখনো ঘোচে না – **দুঃখী বলে তারা মদ্যপান করে, আর মদ্যপানে সব হারিয়ে তারা চিরতরে দুঃখীই থেকে যায়**। Exploitation এর নিমিত্তে সৃষ্ট cause and effect বা কার্যকারণের কি অদ্ভুত এক 'পাপচক্র' !! এভাবে পৃথিবীর কাফির সমাজপতিরা, যারা আমাদের বর্তমান পৃথিবীর পিরামিড বিন্যাসের চূড়ায় রয়েছে, তারা নিশ্চিত করতে চায় যে, তাদের "শ্রমিক পিঁপড়া" শ্রেণীর শোষণের লক্ষ্যবস্তুরা যেন চিরজীবন বিনোদনের নেশায় ডুবে থেকে বাস্তবতা ভুলে থাকে – তারা যেন কোন বিপজ্জনক প্রশ্ন না করে – তারা যেন এতটুকু সচেতন কখনোই না হতে পারে, যতটুকু হলে রুখে দাঁড়াতে পারে। এখানে ছোট্ট একটা কথা বলে রাখি – কোন সমাজ বিজ্ঞানী যদি ইসলাম সম্বন্ধে জানতে চেয়ে কোন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করেন যে, *"মুহম্মদ (দঃ) এর মিশনে কি এমন ছিল যে, মক্কার সমাজপতিরা তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করতে চাইলো? অথচ, প্রচলিত ধারণা মতে তো ইসলাম শান্তির ধর্ম!"* মাননীয় পাঠক, আপনার কাঙ্খিত ও সঙ্গত জবাব কি হবে? আমার জবাব হবে *"মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের অবসান বা মানুষের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়া ছিল তার মিশনের প্রধান ও ব্যাপক লক্ষ্য।"*

৪। **অস্তিত্বের বাস্তবতা** : বিনোদন অস্তিত্বের বাস্তবতা ভুলিয়ে রাখে।

মাননীয় পাঠক! আপনি কখনো অন্ধকার রাতের পরিস্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? অসংখ্য তারার বিশাল মহাকাশের দিকে তাকিয়ে আপনার কি অনুভূতি হয়? আমার তো মনে হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে (পাশে কেউ থাকলেও) বেশীর ভাগ মানুষই একটা নিঃসঙ্গতা বোধ করবে – এই নিঃসঙ্গবোধের মূলে রয়েছে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অনুল্লেখযোগ্যতার একটা অনুভূতি। মানুষ আসে একা পৃথিবীতে কিন্তু সেটা সে অতটা মনে রাখে না বা রাখতে পারে না। তবে যেতে হবে একদমই একা, এই বাস্তবতাটা তাকে এক ধরনের নিঃসঙ্গ ও বিষন্ন বোধ করতে বাধ্য করে এবং এটাই স্বাভাবিক। এই নিঃসঙ্গতা থেকে মানুষের মুক্তি লাভের উপায় কি? সারাক্ষণ এই সত্যটা উপলব্ধি করা যে, সে আসলে নিঃসঙ্গ নয়, বরং সে তার সৃষ্টিকর্তার সর্বময় উপস্থিতিতে বা জ্ঞান ও ক্ষমতার আওতায় রয়েছে – রাসূল (সঃ) যেমন হিজরতের সময় অন্ধকার গুহায় ভীত হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, *"বিচলিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথেই আছেন।"* অথবা, *"হে আবু বকর, তুমি কি করে এমন দুজন মানুষের ব্যাপারে (তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে) ভীত হতে পারো, যাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্?"*

www.amarboi.org

যারা বিশ্বাসী এবং তাকওয়া সম্পন্ন, তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একথাটা অনুভব করেন। আর যে উপায় আল্লাহ্ দেখিয়ে দিয়েছেন নিঃসঙ্গতা দূর করার, সে উপায় অবলম্বন করত নিঃসঙ্গতা দূর করতে হবে। আল্লাহ্ যে সাথীকে *'হালাল'* করেছেন, সেই সাথীকে জীবনে গ্রহণ করে, *'আল্লাহ্-অনুমোদিত'* উপায়ে নিঃসঙ্গতা দূর করতে হবে। এছাড়া ভালো মুসলিম হতে হলে সমাজবদ্ধতা বা জামাতবদ্ধতার যে প্রয়োজন, তাতেও আপনাআপনি নিঃসঙ্গতা দূর হবে। কিন্তু তা না করে ব্যক্তিগত "ফূর্তি" আহরণের পশ্চিমা দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে, কোন সমাজবদ্ধতা তো থাকবেই না বরং একটা দেশ বা জাতি কিছু স্বেচ্ছাচারী 'ব্যক্তির' সমষ্টিতে রূপান্তরিত হবে – শত কোলাহলের মধ্যেও সত্যিকার অর্থে ঘর সংসারের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক এই মানুষগুলো যেমন যৌবনে নিঃসঙ্গই থেকে যায়, বার্ধক্যে বিভিন্ন হোমে বা আশ্রমে স্থানান্তরিত হয়ে নিঃসঙ্গই নয় কেবল, বরং তার সাথে প্রত্যাখ্যাত হবার অনুভূতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

৫। **আপনার মগজ ধোলাই প্রক্রিয়াঃ** আপনার যে মগজ ধোলাই হচ্ছে, বিনোদন তা ভুলিয়ে রাখে।

বিনোদনের আড়ালে যখন আপনার মগজ ধোলাই করা হয়, তখন আপনি সেটা টেরই পান না – বিনোদন সামগ্রী গিলতে গিয়ে মানুষের চেতনা ও বিচারবুদ্ধি এমনভাবে লোপ পায় যে, বিনোদনের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে যে কোন নির্দিষ্ট 'গভীর মর্মবাণী' প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে, তা সে টেরই পায় না। একটা উদাহরণ দিইঃ ছোটরা তো বটেই, "আজে বাজে" জিনিস না দেখে, অনেক অভিভাবকরাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'Tom & Jerry'-র মত 'নিষ্পাপ' কার্টুন দেখে তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গদান করে কৃতার্থ করে থাকেন। সম্মানিত পাঠক! আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন যে Tom & Jerry- র অন্তর্নিহিত বক্তব্য কি? Reversal of authority বা denial of authority বা reversal of order নিশ্চয়ই! প্রচলিত যে ব্যবস্থা, বিন্যাস বা বাস্তবতা তা হচ্ছে বিড়াল বড় বা শক্তিশালী –ইঁদুরের উপর তার কর্তৃত্ব থাকবে এবং ইঁদুর তাকে ভয় পাবে। ঠাট্টার ছলে ব্যাপারটাকে উল্টে দিয়ে আসলে শিশু মস্তিষ্কে বাবার বিরুদ্ধে সন্তানকে অবাধ্য হবার এবং স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অবাধ্য করে তোলার প্রথম বীজ বপন করা হয়। অর্থাৎ প্রচলিত বা traditional (এবং ইসলামীও বটে) মূল্যবোধের অবসানের প্রয়াস।

৬। **জ্ঞানার্জন থেকে বিচ্যুতিঃ** বিনোদনের নামে আপনাকে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের প্রয়াস থেকে ভুলিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।

আপনার অজান্তেই আপনাকে জ্ঞানার্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা বা জ্ঞান বিমুখ করা গেল। গবেষণার ফলাফল বলে যে, যারা সারাক্ষণ TV র সামনে বসে থাকেন তারা কোন কিছুতেই মনোযোগী হতে পারেন না বিধায় তাদের দিয়ে কোন serious

www.amarboi.org

পড়াশোনা সম্ভব নয়।[১৪] তাগুত বা কাফির সমাজপতিরা জানে, আপনার জ্ঞানার্জন তাদের জন্য কতটুকু বিপজ্জনক!! তাই, তারা চায় যে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে আপনি তাদের হয়ে কাজ করবেন, কেবল ততটুকু জ্ঞানই যেন আপনার থাকে– উন্নত বিশ্বের সাধারণ মানুষরা একদিকে যেমন কাফির সমাজপতিদের লাভবান করতে junk food খেয়ে পেট ভরে, অন্যদিকে তেমনি junk পত্রিকা পড়ে তাদের চিত্ত-বিনোদন ঘটে। বৃটেনে যেমন Sun বা Mirror শ্রেণীর পত্রিকা পড়ে তাদের সাধারণ মানুষ, আমেরিকাতে তেমনি People শ্রেণীর সাময়িকী চলে । Economist এর নাম প্রতি তিনজনে একজন জানলেও (!!) সেটা সৌভাগ্যের ব্যাপার হতো। আপনাকে সত্য থেকে সরিয়ে রাখা বা সত্য অনুসন্ধান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা বা ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে, বিনোদনের মিডিয়া টাইকুনদের আরেকটা মহান ব্রত। 'খবর' নামক পণ্য সব সময়ই engineerd এবং fabricated– এখনকার বিশ্বের প্রধান সংবাদ উপস্থাপনকারী সংস্থাগুলো যেহেতু কাফিরদের নিয়ন্ত্রণে (বা আরও সঠিকভাবে বললে ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে), সেহেতু তারা আপনাকে যা বিশ্বাস করাতে চাইবে, তাই দেখাবে, এবং আপনিও তাই বিশ্বাস করবেন। দুর্ভাগ্যবশত আপনার মনে হবে যে, আপনার সময়, সঙ্গতি, সামর্থ বা সাহস কোনটাই অতটুকু পর্যাপ্ত নয়, যতটুকু হলে আপনি এসবের বাইরে গিয়ে সত্য অনুসন্ধান করতে পারতেন।

---

[১৪]দেখুন:*Strangers in Our Homes: TV and Our Children's Minds* – Susan R. Johnson,M.D. with comments by Hamza Yusuf Hanson.

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়
মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অধ্যায়

প্রিয় পাঠক! পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি যেভাবে সমকালীন মানব জীবনে engineered, manufactured এবং devised বিনোদনের প্রভাব আলোচনা করলাম, তার আলোকে আপনিই বলুন, কোনটা ঠিক ও কোনটা ভুল অথবা কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা – এসব যাচাই করার judgement কি এখনকার এই যান্ত্রিক দুঃসময়ে সঠিক হবার সম্ভাবনা বেশী, না ৭ম শতাব্দীর ঐ নির্ভেজাল, প্রাকৃতিক ও অকৃত্রিম মানবিক অধ্যায়ে সঠিক হবার সম্ভাবনা বেশী ? এছাড়া ভেবে দেখুন আজকের আমরা তো সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ মানুষও নই। আমরা হচ্ছি নানা ধরনের aid সম্বলিত একদল aided মানুষ বা sub-human beings । আমি ১৯৮৬ যখন পড়াশোনার জন্য ইংল্যান্ডে ছিলাম, আমাদের প্রতিবেশী একটা মাধ্যমিক স্কুল পড়ুয়া মেয়ে কি কথায় হঠাৎ একদিন বলে বসলো, "I bet ten thousand pounds"। আমি বেশ বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে বললাম, "তুমি যদি তৎক্ষণাৎ বলতে পারো যে, *'দশ হাজার'* লিখতে কয়টা শূন্য বসাতে হয়, তাহলে তোমাকে ২০ পাউন্ড মূল্যের একটা gift দেয়া হবে, তোমার আর bet ধরে কাজ নেই"। পাঠক বিশ্বাস করুন, সে পারলোনা একবারে বলতে! আজ আপনি আমাদের দেশের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন ১৩x১৭ কত? মোটামুটি অবধারিত ভাবে বলা যায় যে, সে ক্যালকুলেটরের দিকে হাত বাড়াবে (যদি তার তা থেকে থাকে অবশ্য)। নকল ভ্রু, নকল চুল, বক্ষের নকল স্ফীতি, এগুলো তেমন কোন ব্যাপারই নয় এখন; পা কেটে মাঝখানে হাড় জোড়া দিয়ে উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে গণচীনের মেয়েদের সবচেয়ে সাম্প্রতিক "carrier aid" – আপনি ২ ইঞ্চি উচ্চতা বাড়াতে পারলেই, একজন আদর্শ মেয়ে হিসেবে, আপনার জন্য বহুবিধ ক্যারিয়ারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ক্যালকুলেটর aided মেধা, ভায়াগ্রা aided সক্ষমতা, চশমা aided দৃষ্টি, surgery aided উচচতা এভাবে ভাবতে শুরু করলে আপনি বুঝবেন যে, ৭ম শতাব্দীর মানুষের তুলনায় আমরা এখন sub-human বা humanoid বলে বিবেচিত হতে পারি। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী webএর বদৌলতে আমরা আসলে মগজ-ধোলাইয়ের spider-web বা মাকড়সার জালে আটকে পড়া ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত অসহায় ও বিলুপ্তির মুহূর্তের অপেক্ষায় রয়েছি। সুতরাং আমাদের বিচার-বিবেচনা কি করে পরিচ্ছন্ন হবে? আর, কি করেই বা value neutral হবে? সে জন্যই বলছিলাম

www.amarboi.org

'সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি', নবী (দঃ)-কে আল্লাহ্ তা'লা কোন মুহূর্তে পাঠাবেন, সেটা ছিল একটা চুলচেরা হিসেব – আক্ষরিক অর্থেই **"চুলচেরা"** ।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের ঐ মুহূর্তের জন্য মানুষকে creative evolution এর মাধ্যমে বিকশিত করা হয়েছে – একের পর এক অনুশাসন, কিতাব ইত্যাদির মাধ্যমে ভৌগলিকভাবে, সামাজিক ও anthropological বা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ে প্রস্তুতি চলেছে – আরবী ভাষাকে একদিকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে, অপর দিকে বেদুঈনদের মুখে তার বাকচাতুর্যকে বিস্ময়কর পর্যায়ে nurture বা পরিচর্যা করা হয়েছে, কারণ, আল্লাহ তাঁর divine wisdom বলে জানতেন যে, ঐ সময়টাই হচ্ছে পৃথিবীর ৪.৫ বিলিয়ন বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপযুক্ত সময়। না, কয়টি বিল্ডিং তৈরি হয়েছিল তখন, সেই নিরিখে নয় বা কত তলা সর্বোচ্চ বিল্ডিং হয়েছে সে নিরিখে নয় অথবা, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বোমা আনুমানিক কত মানুষ এক নিমিষে হত্যা করতে পারবে সে নিরিখেও নয়। কিন্তু পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতির মাঝে, সৃষ্টির সেরা সৃষ্টিকে প্রেরণ করে, ঐ জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতিতে রূপান্তরিত করার যে unique ঘটনা সেই নিরিখে, **মানবতার চূড়ান্ত বিকাশ তথা মানবিকতার চূড়ান্ত বিকাশ, রাসূল (দঃ)-কে ঘিরে গড়ে উঠা সাহাবাদের মদীনার সম্প্রদায়ে ঐ সময়ে ঘটেছে**। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো: **"Humanity passed its peak in the 7th century" – "সপ্তম শতাব্দীতে মানব সভ্যতা তার উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছিল"**। মাউন্ট এভারেষ্টই হিমালয়ের একমাত্র চূড়া নয় – আরো অনেক চূড়া রয়েছে ঐ পর্বতমালায়। কিন্তু উচ্চতায় মাউন্ট এভারেষ্টই সবচেয়ে বেশী, আর তাই বিশেষ বা unique। তেমনি রাসূল (সঃ) এবং প্রথম দুই খলিফার সময় মনুষ্যত্বের ও মানবিকতার যে বিকাশ ঘটেছিল, তা আর কখনো হবার নয়। তবে হ্যাঁ revival ও renewal এর প্রচেষ্টা চলেছে, চলছে এবং চলবে এবং তা কখনো peak বা চূড়ায়ও উঠবে। তবে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠার সম্ভাবনা আর নেই।

অনেকে বলেন মুহাম্মদ (দঃ)-কে সৃষ্টি না করলে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি হতো না – আক্ষরিক অর্থে একথার যে মানে দাঁড়ায়, তা অনেক আলেম বা scholar মানতে চান না। কিন্তু এটার implied meaning বা নিহিতার্থ প্রায় সবাই গ্রহণ করেন। মহাবিশ্বকে ঐ অধ্যায়ের জন্যই যদি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা তো এমনই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্র শখের সৃষ্টি মানুষের উৎকৃষ্টতার চরম বিকাশ ও প্রকাশ ঐ অধ্যায়ে ঘটবে বলেই এত আয়োজন, আর ঐ perfection-এর মডেল যদি রাসূল (দঃ) হয়ে থাকেন, তবে তো ব্যাপারটা এমনই হচ্ছে যে তাকে উপস্থাপন করার জন্যই ৪.৫ বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীকে একটু একটু করে প্রস্তুত করা হয়েছে!!

মাননীয় পাঠক! এত কথা বলার পেছনে আমার যে উদ্দেশ্য তা হচ্ছে এই যে, মুসলিম হিসেবে আপনি, আমি যেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে ধর্ম বা দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, মনুষ্যত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, মানবিক মূল্যবোধের বিচারে, নৈতিকতার বিচারে

www.amarboi.org

ঐ সময়ের চেয়ে আদর্শ কোন সময় হতে পারে না। সুতরাং, আপনার/আমার জন্য যেন মদীনার প্রথম তিন প্রজন্মের যে সম্প্রদায় (সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন), তাদের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, জীবনের ধরন ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বা paradigm বলে বিবেচিত হয়। হ্যাঁ, রাসূল (দঃ) বা হযরত ওমর (রাঃ) প্লেনে চড়েন নি – আপনি "উন্নত" বিশ্বে জন্মগ্রহণ করে প্লেনে চড়ছেন এবং এটা এক ধরনের "প্রযুক্তিগত অগ্রগতি" আমি সেটা মানবো – যদিও এর অত্যাবশ্যকীয়তা নিয়ে আমার বিতর্কে যাবার অবকাশ রইলো। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আপনি রাসূল (সাঃ) এর চেয়ে পরহেজগার – কারণ তিনি তস্‌বী পাঠের জন্য 'মালা' ব্যবহার করেন নি কখনো[১৫], কিন্তু আপনি (খৃষ্টানদের অনুকরণে) তস্‌বীর মালা হাতে জপ করেন – আমি বলবো আপনি ভ্রান্ত এবং আপনি মিথ্যা বলছেন – একই ভাবে আপনি যদি বলেন যে, আপনি রাসূল (দঃ)-কে সাহাবাগণের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন বিধায় তাঁরা কখনোই মিলাদ না পড়লেও[১৬] আপনি নিয়মিত পড়ে থাকেন – আমি বলবো আপনি মিথ্যাচারী ও বিদ'আতে নিয়োজিত। সুতরাং আমরা যখনই দ্বীন-ধর্ম বা আদর্শ নিয়ে কথা বলবো, তখন আমাদের কাছে আদর্শ হবেন প্রাথমিক ভাবে রাসূল (দঃ), তারপরে প্রথম দিকের নব্য মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমরা।

এখানেই আরেকটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার: অনেকেই বলে থাকেন, *"সেই ৭ম শতাব্দীতেই তারা কত উন্নত ধ্যান-ধারণার ছিলেন বা তখনি তারা এভাবে (সুন্দরভাবে বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করেছেন"* বা, অনেকে এমনও বলেন *"সেই কবে ১৪০০ বৎসর আগে কোরআনে অমুক বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে"* ইত্যাদি। এধরনের বক্তব্য আসলে অর্বাচীনের ও মূর্খের কাজ, যা জ্ঞানবিহীন আংশিক বিশ্বাসসৃষ্ট হীনমন্যতা থেকে উদ্ভূত। পৃথিবীর বা মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে সব চিন্তা-ভাবনা, জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণালব্ধ ধ্যান-ধারণার কথা আমরা জানি, তার মাঝে, Big Bang এর মাধ্যমে সৃষ্টির এই পর্বের সূত্রপাত হয়েছে, অর্থাৎ, আমাদের এই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে– এমন ধারণাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেই মতে এই মহাবিশ্বের সবকিছু প্রথমে একটি বিন্দু হিসেবে সৃষ্ট হয়েছে এবং সেই বিন্দুতে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু অসীম ঘনত্বের পদার্থ হিসেবে একত্রিত ছিল। Big Bang বা এক বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে ঐ বিন্দুটি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে তার অংশ সমূহ বিভিন্ন দিকে প্রবল বেগে ছড়িয়ে পড়লো – সেই থেকে এ পর্যন্ত মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটেই চলেছে, আর বির্বতন তো বটেই। যাহোক, (আমি আল্লাহ্‌কে define করার মহাপাপ ও তার শাস্তি থেকে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি) একটা

---

[১৫] দেখুন:page#58, *The Fundamentals of Tawheed* – Abu Ameenah Bilal Philips

[১৬] দেখুন:page#58, *The Fundamentals of Tawheed* – Abu Ameenah Bilal Philips

www.amarboi.org

ব্যাপার খেয়াল করতে হবে যে, আমাদের পরিচিত এই space-time ঐ Big Bang এর মুহূর্তে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়। সুতরাং একদম সাদামাটা যুক্তিতেই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা এই space-time নির্ভর কোন সত্তা নন – অর্থাৎ তিনি Independent of space-time, তিনি এসব দ্বারা সীমিত নন। আর তাই, আমরা ব্যাপারটা আমাদের মানবিক মগজে অনুধাবন করতে না পারলেও, তাঁর কাছে past, present ও future একই সঙ্গে exist করে। সেজন্যই বলছিলাম, আমরা বিশ্বাসই যদি করি যে আল্লাহ্ বলে কেউ আছেন, তাহলে ১৪০০ বছর না ১৪০০ কোটি বছর আগে তিনি বলেছেন যে "সময় আপেক্ষিক"[১৭], সেটা নিয়ে বিস্মিত হওয়া যেমন হাস্যকর, তেমনি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা এখনো, এই post-modern যুগেও কাজ করবে কিনা তা নিয়ে সামান্য সংশয়ও কুফ্‌রীর নামান্তর। যারা একটু মনোযোগ দিয়ে কোর'আন অর্থ সহকারে পড়েছেন, তারা জেনে থাকবেন যে, আল্লাহ্ কিয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে past tense ব্যবহার করেছেন[১৮]। আগে ব্যাপারটা খুব puzzling মনে হলেও, এখন বুঝি যে, আল্লাহ্‌র কাছে বা eternal time এ কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে বলেই তিনি এমন বলতে পারেন। (কিন্তু তার মানে এই না যে, তিনি আমাদের ভালোমন্দ কাজ সব নির্ধারিত করে দিয়েছেন – আমাদের কোন choice না থাকলে শাস্তির কোন প্রশ্ন আসেনা)। তাই যারা ভাবেন যে, DNA এর রহস্য জেনে বুঝি তারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকেও অবাক করে দেয়ার মত কাজ করেছেন, তারা অতি অবশ্যই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কথা ভাবেন না – তাদের ঐ *"সৃষ্টিকর্তা"* আসলে তাদের মনগড়া ও নিজস্ব *'সৃষ্টি'*।

প্রিয় পাঠক! আমি বা আপনি যদি মুসলিম হই, যদি আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করি, যদি কোর'আনকে আল্লাহ্‌র বাণী মনে করি, তবে আসুন সকল সংকোচ, সংশয় ও হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে এ ব্যাপারটাতে আমরা নিশ্চিত হই যে, রাসূল (দঃ) এর দেখানো জীবনের মডেলই সমগ্র পৃথিবীর জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থার মডেল – কোন সমাজ বিজ্ঞানী কখনোই তার চেয়ে ভালো কিছুর উদ্ভব করতে পারবেন না। আমাদের পাড়ায় একটা দোতলা মসজিদে আমরা নামাজ পড়ি; যেটার নীচ তলার অর্ধেকও পূর্ণ হয় না সাধারণ দিনের মাগরিবের সময়ও। হঠাৎ একদিন দেখলাম ঐ মসজিদের কোণার পিলারগুলো বরাবর দেয়াল ভাঙ্গা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, মসজিদের ফাউন্ডেশন ২/৩ তলার যোগ্য, কিন্তু যেহেতু পাড়ায় অনেক এপার্টমেন্ট তৈরী হচ্ছে, সেহেতু আগামীতে বর্ধিত মুসল্লির সংখ্যা anticipate করে, মসজিদের কমিটি pillar গুলোকে শক্ত করছে, যাতে ৬ তলা পর্যন্ত raise করা যায়। আমরা যেন আমাদের জীবন গঠিত হবার পরে, দেয়াল ভেঙ্গে ভিত খুঁজে দেখার

[১৭] দেখুন: কোর'আন, ২২:৪৭।

[১৮] দেখুন: কোর'আন, ১৮:৪৮, ১৮:৯৯, ২৬:৯১ এবং ৬৯:১৬ ইত্যাদি।

www.amarboi.org

বা তা শক্ত কিনা পরীক্ষা করার মত বোকামী না করি। আমাদের যদি দেরী হয়েও গিয়ে থাকে, তবে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা যেন জীবনের structure খাড়া করার আগেই সে জীবনের ভিত্তির নির্ভরযোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে জেনে নেয় এবং সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নেয় – আমরা যেন সেদিকে খেয়াল রাখি। তাহলে জীবনের অপরাহ্ন বেলায় পৌঁছে, আমাদের প্রজন্মের মত, কুফরীর গাঁথুনী ভেঙ্গে জোড়া তালি মার্কা ঈমানের pillar গড়ার করুণ চেষ্টা করতে হবে না ইনশাল্লাহ্।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবৃত্তির স্বাভাবিক নিবৃত্তি

প্রিয় পাঠক! আমরা লেখার মূল বিষয়বস্তু থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি বলতে পারেন – এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত অক্ষমতা। একথাটা আমি আগেও অন্য লেখায় উল্লেখ করেছি – আমি কেতাবী নিয়মে লিখতে পারি না, রচনা লিখতে বসে পাঠকের সাথে অনেকটা গল্পে মেতে উঠি। আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। আমি লিখতে চেয়েছিলাম মানুষের সবচেয়ে মৌলিক দু'টো প্রবৃত্তির একটি নিয়ে। এ দুটোর ভিতর নিঃসন্দেহে ক্ষুধা আগে আসে সত্যি, কিন্তু অশান্তি, অস্থিরতা, অবিচার, অনিয়ম ইত্যাদি সৃষ্টিতে বা ইসলামিক পরিভাষায় *'ফিত্‌না'* সৃষ্টিতে, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, সেটা ভেবে দেখার বিষয়। প্রথমে একটা ব্যাপার সবার কাছে পরিস্কার হওয়া দরকার, দু'টো প্রবৃত্তিই আল্লাহ্ প্রদত্ত natural phenomena বা অতি স্বাভাবিক ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাপার। দু'টোর কোনটিরই আল্লাহ্ অনুমোদিত "স্বাভাবিক নিবৃত্তিতে" লজ্জার, ঘৃণার বা হীনমন্যতার কোন কারণ নেই। কিন্তু এই *"আল্লাহ্ অনুমোদিত স্বাভবিক নিবৃত্তি"* কোনটাকে বলবো আমরা – প্রতিটি মুসলিমের তো বটেই, আর সামগ্রিক ভাবে বিশ্বের কল্যাণের জন্য, পৃথিবীর সব মানুষেরই জানা উচিত। খাবার ব্যাপারে বা খাদ্য দ্রব্যের ব্যাপারে, হালাল হারামের বিধান নিয়ে বেশ বিস্তারিত আলাপ করার রয়েছে – যা আমি ইনকিলাবে (২৪.১০.০২) প্রকাশিত *"খাদ্য দ্রব্যের হালাল হারাম নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গ"* নামক একটা প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি । বর্তমান রচনায় যেহেতু আলোচ্য বিষয়ের সাথে মূলত দ্বিতীয় প্রবৃত্তি, অর্থাৎ যৌনস্পৃহাই সংশ্লিষ্ট, সুতরাং এ পর্যায়ে আমরা কেবল এই মৌলিক প্রবৃত্তিটি নিয়েই আলাপ করবো। তবে খুঁটিনাটিতে না গিয়ে, যদি একটি বাক্যেই ইসলামের দৃষ্টিতে, যৌন বাসনার নিবৃত্তির অনুশাসনকে প্রকাশ করতে চাই আমরা, তবে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে **"সকল যৌনস্পৃহার নিবৃত্তি কেবল বিবাহ বন্ধনের মাঝেই ঘটতে হবে"** – অন্যভাবে বলি – **"বিয়ের বাইরে কোন ধরনের যৌন আচরণ অনুমোদিত নয়"** ব্যস as simple as that । কিন্তু এই কথাটা বাস্তবায়ন করতে গেলে, আজকের পৃথিবীর devised, engineered এবং manufactured বিনোদন শিল্পের সব বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে। থাইল্যান্ডের Bangkok এর Patpong বা Pataya beach, New York এর 42nd street, Las Vegas-এর রাতকে দিন করা কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে ব্যবস্থা করা আলোকসজ্জা, সব নিমেষে নিভে গিয়ে মৃত নগরীতে পরিণত হবে।

www.amarboi.org

পৃথিবীর মানুষ sub-human বা humanoid হবার বদৌলতে ভুলেই গিয়েছে যে, ঐ প্রবৃত্তি সত্যিই একদিন আল্লাহ্-প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামতের একটি বলে গণ্য হতো – যার মাধ্যমে (বা যার নিবৃত্তির ফলে) মানুষ tranquillity বা সাকিনাহ্ লাভ করে – যার সঠিক ও সময় উপযোগী নিবৃত্তি মানব সমাজের স্থিতিশীলতা, শান্তি, প্রগতি, উন্নতি ও বিকাশের জন্য pivotal বা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সৃষ্ট ভাত বা গমকে পচানোর পরে *'চোলাই'* করে, তা থেকে অস্বাভাবিক পন্থায় তৈরী দুর্গন্ধযুক্ত, বিস্বাদ, বিষাক্ত তরল পানে পাগলামী, মাতলামী (বা ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুবরণ) করে মানুষ যেমন আল্লাহ্র নিয়ামতের চরম অবমাননা করে নিজেকে আক্ষরিক অর্থে *'কাফির'* বা অকৃতজ্ঞ বলে প্রতীয়মান করে এবং সেই সুবাদে যেমন নিজেকে কোর'আনে বর্ণিত **'নিকৃষ্টের মাঝে নিকৃষ্টতম'**(৯৫:৫) বলে প্রমাণ করে– ঠিক তেমনি *'যৌনতার'* মত পবিত্র একটা নিয়ামতকে, সঠিক পন্থায়, বিয়ের মাধ্যমে উপভোগ না করে, তার থেকে *'চোলাই'* করে ঘৃণ্য বিকৃতি উদ্ভাবন করে – সে নিজেকে, নিজের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে অস্থিরচিত্ততা, অনিশ্চয়তা, অতৃপ্তি, অবিশ্বাস, অস্থিতিশীলতা, অসুস্থতার পথে পরিচালিত করছে। "কাফির" সাম্রাজ্যগুলো বিকৃত ও অস্বাভাবিক যৌনাচারের কোন পর্যায়ে নেমে গেছে, সে নিয়ে থিসিস লেখা গেলেও আমি তাতে আগ্রহী নই - আমি জানি আল্লাহ্ কোর'আনে বলেছেন যে, বহু মানুষের ও জ্বিনের সৃষ্টি হয়েছে নরকের আগুনের জন্য[১৯]। সুতরাং; কাফিরদের ব্যাপারে আমার মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু কাফিরদের পদাংক অনুসরণ করতে গিয়ে, বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের আমার ভাই ও বোনেরা যে আজ Hell Bound, সে ব্যাপারটা আমাকে সাধারণভাবে ব্যাপক পীড়া দেয়, আর বিশেষভাবে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মহলে ক্রমান্বয়ে কুৎসিৎ বা অসুন্দর ও অপবিত্র হবার যে প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়, তাতে, রাগে-দুঃখে আমার নিজের আঙ্গুল কামড়ানোর উপক্রম হয়।

পৃথিবীর সব মুখ্য ধর্মের মাঝে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা যৌন প্রবৃত্তির সঠিক নিবৃত্তিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আসন বরাদ্দ করে, আর, সকল মুখ্য ধর্ম তথা *সমাজব্যবস্থার* মাঝে, ইসলামই একমাত্র প্রধান *সমাজব্যবস্থা* যা female sexuality কে সম্মানও করে এবং স্বীকৃতিও দেয় – এই বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশে, ধর্মের সাথে *সমাজব্যবস্থা* আমি এ জন্য জুড়লাম যে, আজকের secular platform থেকে কথা বলতে গিয়ে, অনেকে একটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু দৃশ্যত কোন নির্দিষ্ট ধর্মের নয়, যদিও ধর্মের পটভূমি অবচেতন বা উহ্য ভাবে হলেও থেকেই যায়। উদাহরণ স্বরূপ এক কালের বিশ্ব-বরেণ্য তথাকথিত বিশেষজ্ঞ Sigmund Freud এর কথাই ধরুন – ফরাসি বিপ্লবোত্তর ইউরোপে তাকে ইহুদী বা খৃস্টানসমাজের মুখপাত্র বলা যাবে না, যদিও আমরা জানি যে, জন্মগতভাবে তিনি ইহুদী ছিলেন ।

[১৯] দেখুন:কোর'আন, ৭:১৭৯, ১১:১১৯।

www.amarboi.org

কিছু আদিবাসী সমাজে নারীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু নারীর যৌনতার স্বীকৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক পর্যায়ে ইসলাম যেভাবে দিয়েছে, সেটা unique বা অদ্বিতীয়। ইসলামের চরম শত্রু নিউইয়র্ক টাইমসের জুডিথ মিলারও রাসূল (দঃ) নারী জাতির যে অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন সেটাকে যুগান্তকারী বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হয়েছেন[২০] – একই ভাবে Nine Parts of Desire বইতে Geraldine Brooks ইহুদী-বধূ হয়েও, ৭ম শতাব্দীর মুসলিম মেয়েরা তাদের যৌনতার যে অধিকার ও সম্মান লাভ করতো, তাতে প্রশংসাসূচক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন[২১]। আজকের নামসর্বস্ব মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমি কতগুলো পয়েন্ট তুলে ধরতে চাই, যা হয়তো অনেকের জানা থাকতে পারে, তবু সেগুলো এই আলোচনার জন্য সহায়ক:

১. ৭ম শতাব্দীর মুসলিম সম্প্রদায়ে একজন মেয়ে, হেঁটে গিয়ে একজন পুরুষকে বলতে পারতো "আমি আপনাকে বিয়ে করতে আগ্রহী, আপনি কি আমাকে বিয়ে করবেন?"

২. কেবল মাত্র যৌন অতৃপ্তির অভিযোগে একজন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী ও আদায় করতে পারত।

৩. পরিণত বা প্রাপ্তবয়স্ক নারীর, নিজের বিবাহের ব্যাপারে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকার ইসলাম তথাকথিত "কবুলের" মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে, সেটা অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত গোটা বিশ্বেই বিরল ছিল। কোন নারীকে জোর করে "কবুল" বলানো হলে, সে যদি পরে ঘোষণা করে যে তাকে বলপূর্বক "কবুল" বলানো হয়েছে, তবে তার বিয়ে automatic ভেঙ্গে যায়।

৪. ইহুদী ও খৃস্টধর্মে ধরেই নেয়া হতো যে, মেয়েদের কোন যৌন চাহিদা নেই – তারা কেবলই পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য ও সন্তান পালনের জন্য সৃষ্ট জীব। সেজন্য মেয়েদের যৌনতাকে ঘিরে সব আজগুবি গল্প প্রচলিত রয়েছে সারা বিশ্বে যে, উত্যক্ত বা উদ্দীপ্ত না করলে একজন নারী সারা জীবন যৌন বাসনা ছাড়াই কাটিয়ে দিতে পারবে। খৃষ্টধর্মের 'নান' সংস্কৃতির উৎপত্তি এসব ভ্রান্ত ধারণা থেকেই। আর খ্রীষ্টান ইউরোপে জন্মগ্রহণ করা ইহুদী বিশেষজ্ঞ Sigmund Freud, যদিও মায়ের স্তন্যপান থেকে শুরু করে যাবতীয় কর্মকান্ডকে যৌনকর্ম বলে দেখাতে চেয়ে মানুষকে যে কোন চতুষ্পদ জীবের চেয়েও নীচে নামিয়ে দিয়েছেন (ভুল করে হলেও, কারণ তার মতবাদ এখন সেকেলে ধরা হয়), তবুও নারী যৌনতার fridgidity বা অসাড়তার তথা যৌনজড়তার মতবাদ প্রচার করে, তিনি নারীকে আরও এক ধাপ নীচে

---

[২০] দেখুন:*God has Ninety-Nine Names* – Judith Miller

[২১] দেখুন:*Nine Parts of Desire* - Geraldine Brooks

www.amarboi.org

নামিয়ে vegetable বা শাক-সবজির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। অথচ, আজকের নারীবাদী Naomi Wolfe বলার ১৪০০ বৎসর আগেই, আমরা সেই স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের কাছে জেনেছি যে, নারীরা *"very much capable of getting and giving pleasure"*। আর সেজন্যই ইসলামে segregation of sex এর, পর্দাপ্রথার, আলাদা বিচরণ ক্ষেত্রের বা মাহ্‌রাম/গায়ের-মাহ্‌রাম সমাচারের এত প্রাধান্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু ধর্মেও মেয়েদের কেবলই পুরুষের নিমিত্তে সৃষ্ট বলে ধরে নেয়া হয় – সেজন্যই সেবাদাসী প্রথা চালু রয়েছে হিন্দুদের মাঝে, ধর্মীয় শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে সহমরণে প্ররোচিত করা হয় বিধবাদের (এমন কি সদ্য কৈশোর পেরুনো যুবতী হলেও) এবং বিধবাদের কোন স্পৃহা থাকতে নেই বলে ধরে নিয়ে, তাদের পুনরায় বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ করে, সমাজে সমূহ অনাচারের পথ প্রশস্ত করা হয়। ইসলাম শুরু থেকেই এর ব্যতিক্রম – সাবালক/সাবালিকার স্বাভাবিক জীবনের জন্য বিয়ের ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দেয়া, বিপত্নীক ও বিধবাদের পুনরায় বিয়েতে উৎসাহিত করা এবং স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দানে স্বামীকে তাগিদ দেয়া – এসবই ৭ম শতাব্দীর স্বর্ণযুগের ধর্মীয় ও সামাজিক করণীয়।

৫. স্বামীর বিরহে কাতর এক মহিলা আক্ষেপ করে ঐ সংক্রান্ত কবিতা/গান গাইছিলেন। শুনে হযরত ওমর (রাঃ) তার মেয়ে হাফ্‌সাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, একজন বিবাহিতা মেয়ের কাছে, কত দিন পরে তার স্বামীর অনুপস্থিতি অসহ্য মনে হতে পারে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন ৪ মাস। এর পর থেকেই এই আইন চালু হয় যে, স্ত্রীর অমতে বা পূর্ব অনুমতি না নিয়ে কোন স্বামী যদি ৪ মাসের বেশী ঘর ছেড়ে বাইরে থাকেন তবে স্ত্রী একতরফা ভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করতে পারেন এবং অন্যত্র বিয়ে করতে পারেন। নারীর যৌনতাকে কি ভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এই ঘটনায়! শুধু তাই নয়, ভয়ঙ্কর কঠোর এক পিতা তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছেন নারীর যৌন স্পৃহা সম্পর্কে – কারণ এটা আল্লাহ্-প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি – ছ্যা ছ্যা করা কোন dirty ব্যাপার নয়।

৬. যৌনবোধ বা স্পৃহাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয় বলেই, স্বামীর অনিচ্ছায় নফল ইবাদত (রোজা রাখা যেমন) করতে স্ত্রীকে বারণ করা হয়েছে। একজন স্ত্রী নফল নামাজ পড়ছেন – এমত অবস্থায় স্বামী যদি তাকে কেবল জৈবিক তাড়নাবশতও ডাকেন, তবু তাকে নামাজ ভেঙ্গে স্বামীর কাছে যেতে হবে।

৭. একমাত্র হজ্জ ছাড়া, কোন অবস্থায়ই দাম্পত্য সংসর্গকে নিষিদ্ধ করা হয়নি – এমনকি রমজান মাসের রাতেও নয়। তখন বরং উৎসাহিতই করা হয়েছে[২২]।

---

[২২] দেখুনঃ কোর'আন, ২:১৮৭।

www.amarboi.org

৮. এক সাহাবী নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে বাইরে কোথাও রাত্রি যাপন করছিলেন, রাসূল (সঃ) তাকে তিরস্কার করে স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার হক আদায় করতে বলেছেন।

আমি এ পয়েন্টগুলো এজন্য উল্লেখ করলাম যে, আমরা যে সময়টাকে আমাদের জন্য সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ও আদর্শ মনে করবো, সেই সময়টাতে, অর্থাৎ মদীনার স্বর্ণযুগে যৌনস্পৃহা, দাম্পত্য সম্পর্ক, দাম্পত্য সুখ, স্ত্রী জাতির যৌনতা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে কি চোখে দেখা হতো বা এসব নিয়ে কি ধ্যান-ধারণা ছিল – সে সবকে চোখের ও হাতের সামনে reference এর জন্য প্রস্তুত রাখতে বা মনে রাখতে।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক প্রবাহ ও নিবৃত্তি

একটু আগে আমি বলেছি যে, *"বিয়ের বাইরে কোন ধরনের যৌন আচরণ অনুমোদিত নয়"* একথাটা বাস্তবায়িত করতে গেলে, পৃথিবীর night entertainment বা *"আলো ঝলমল নারী মাংসের বিপণী"* জগতের সব আলো নিভে যাবে। এখানে অনেকের মনে হতে পারে যে, যারা Vegas এ যায়, তাদের সকলেই তো আর এক একজন করে বারবণিতা সাথে করে হোটেলে check-in করে না, বরং কেউ কেউ তো কেবলই তামাশা দেখতেই যায়! কিন্তু *"যৌন আচরণ"* বলতে কেবল দৈহিক সংযুক্তি বোঝায় না – বরং 'সংযুক্তি' বা 'সংসর্গের' 'দুধের স্বাদ', অন্য 'যত ঘোলে' মেটানো হয়, তার সবকিছুকেই বোঝায়। ইসলামের পরিভাষায় ব্যভিচার কে *"যিনা"* বলা হয়। আর এও বলা হয় যে, মুসলিমকে চোখের ব্যভিচার, কানের ব্যভিচার ও মনের ব্যভিচার সব কিছু থেকেই দূরে থাকতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব *"সংসর্গ"* বা দৈহিক *"সংযুক্তি"* ছাড়াও মানুষ *"যিনায়"* লিপ্ত হতে পারে।

আমি ভুল করে একদা, লায়লা আহমেদ বলে আলোকপ্রাপ্তা এক মিশরীয় নারীবাদীর একটা বই কিনেছিলাম এবং খুব কষ্টে পড়ে শেষও করেছিলাম। নাম ছাড়া, আর কোন কিছুতে তাকে মুসলিম বলার দুঃসাহস আমার নেই – তার নিজের বর্ণনায় তার জীবনের কোথাও ইসলামের কোন প্রভাব নেই। উদারতার দিক দিয়ে তিনি মরক্কোয় জন্মগ্রহণকারী feminist ফাতিমা মেরনিসির চেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে। ফাতিমা যদিও কোরআন নিয়ে কোন সংশয় প্রকাশ করেননি, লায়লা তাও করেছেন। সূরা লাহাবে, "আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় দড়ি" এমন একটা নিষ্ঠুর কথা (মেয়েদের বিরুদ্ধে) সত্যিই নবী (দঃ)-এর মুখ নিঃসৃত কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন[২৩]। যাহোক, তার কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু শিখেছি, যার অন্যতম হচ্ছে মিশরের বিশাল প্রকল্প "আসওয়ান বাঁধ" সম্বন্ধে। তার প্রকৌশলী পিতা নাকি "আসওয়ান বাঁধ" প্রকল্পের বিরোধিতা করে নাসের প্রশাসনের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তার বাবার যুক্তি ছিল – নীল নদের স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং নীল নদের অববাহিকায় নানারকম স্থায়ী অথচ অনিষ্টকর প্রভাব পড়বে। লায়লা অনেক বছর পর, মিশরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, তার বাবার কথা মত আসওয়ান প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যেসব বিপর্যয় ঘটেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বদ্ধ জলাশয়ে জন্মগ্রহণকারী অগণিত শামুক এবং সেসব বাহিত রোগ-শোক। লায়লা

---

[২৩] দেখুন: *A Border Passage* – Leila Ahmed

www.amarboi.org

নদীর গতি রোধ করার আরো যেসব ক্ষতিকর প্রভাব দেখিয়েছেন, সেসব ছাড়াও অতি সাম্প্রতিক কালে একটা প্রস্তাবনা এসেছে উন্নত বিশ্বে – মানুষের লোভের যোগান দিতে এবং রাতারাতি "উন্নতি"র দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে, পৃথিবীতে যেসব Mega-dam তৈরী করা হয়েছে, Ozone এর স্তর ধ্বংস করার কাজে সেগুলোর অবদানই নাকি সবচেয়ে বেশী। সে তুলনায় CFC [২৪] দ্বারা সৃষ্ট অনিষ্ট নাকি নগণ্য। এসবের বিস্তারিত আলোচনার উপায় নেই এখানে। তবু, আমি এসবের অবতারণা করার একটা কারণ তো নিশ্চয়ই আছে। মানুষের এই basic instinct: যৌনস্পৃহাকে, যখনই অস্বাভাবিক ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ উপায়ে বাধা দেয়া হবে, বা, এর স্বাভাবিক গতিধারাকে রোধ করা হবে, তখনই সেই বদ্ধ-জলাশয়-সম অবরুদ্ধ প্রবৃত্তি, মানব চিত্তকে অসুস্থ, বিষাক্ত ও বিকৃত করে তুলবে – মানুষের চিত্তে তখন নানা ধরনের রোগশোক দেখা দেবে। ইসলাম একদিকে যেমন এই প্রবৃত্তির স্বাভাবিক নিবৃত্তি নিশ্চিত করতে বিয়ে করার তাগিদ দেয়, তেমনি স্বাভাবিক নিবৃত্তি না হলে এমনিতেও, যে সমস্ত ছিদ্র পথে মানুষের জীবনে এসব বিকৃতি বা বিচ্যুতি প্রবেশ করতে পারে, সেগুলোকে সীল-গালা দিয়ে স্থায়ীভাবে বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে।

অষ্টম শতাব্দীতে উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের পর থেকে, গোটা উপমহাদেশের নিরিখে, মুসলিমরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী হিন্দুদের lax বা আমোদ-ফূর্তিপূর্ণ সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় কাটিয়েছে প্রায় ১৩০০ বছর। সেই সুবাদে তাদের ইসলামী ঐতিহ্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এখন একপ্রকার *"চালু ইসলামে"* পরিণত হয়েছে – আর আলোকপ্রাপ্তরা তো কয়েকযুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েও মূলত নমশূদ্র থেকে ধর্মান্তরিত, এদেশের বেশীর ভাগ মুসলিমের 'চেতনা' সঠিক মাত্রায় জাগ্রত করতে না পেরে, *'একদিন হিন্দু ছিলাম রে'* বলে *'নালন্দা'* যুগে ফিরে যেতে চাইছেন!! 'Islamic tradition' এর বদলে এখন এসেছে 'traditional Islam' – আমি যাকে "চালু ইসলাম" বললাম – যা দেখলে প্রথম প্রজন্মের মুসলমানরা হয়তো shockএ এবং শোকে মূর্ছা যেতেন। এই প্রচলিত ইসলামে অসংখ্য, অগণিত হিন্দু সংস্কার, কুসংস্কার আচার-আচরণ এসে সন্তর্পণে জড়ো হয়ে সেগুলোর ইসলামীকরণ ঘটেছে। যে কারণে আমার বক্তব্য হয়তো অনেকের কাছেই, জীবনের স্বভাববিরুদ্ধ বলে মনে হতে পারে – আমি সেজন্য দুঃখিত। কিন্তু নিজেকে মুসলিম বলতে চাইলে, এগুলোকে অবজ্ঞা করার বা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

আমি না হয় একটু কঠোর একটা উদাহরণ দিয়েই শুরু করি। হিন্দুদের অনুকরণে, আমাদের দেশের মুসলিম জনসংখ্যার মাঝে, কাউকে *'ধর্মের মেয়ে'* বা *'ধর্মের বোন'* বানানো বেশ প্রচলিত একটা ব্যাপার। সকলের অবগতির জন্য বলছি যে, আপনি চাইলে আপনার ধর্মের মেয়েকে, ধর্মের মাকে বা ধর্মের বোনকে বিয়ে করতে পারেন–

[২৪] Chloro-Flouro-Carbon.

www.amarboi.org

এটাই ইসলামের বিধান। সুতরাং, ধর্মের মেয়ে বা বোন মার্কা কোন relation-এ বা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিতে আসলে কোন "মেয়েত্ব" বা "বোনত্ব" নেই বরং আর দশজন নারীর বেলায় যেমন পর্দা সহ নানাবিধ বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য, এখানেও তাই। কাজেই এসব মানুষগড়া ও মনগড়া সম্পর্ক বানিয়ে, এসবের আড়ালে নানা রকমের পাপাচার ও বিকৃত যৌনাচারকে লোক সম্মুখে বৈধ করার যে প্রচেষ্টা, তা হিন্দু সামাজিকতার প্রভাব-বলয়ে জীবন-যাপন করা কারো কাছে পবিত্র ও নিষ্পাপ মনে হলেও, ইসলামের সাথে ঐ ধরনের বোধ বা অনুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। যারা পশ্চিমা সভ্যতার পরিসংখ্যান জানেন, তারা জেনে থাকবেন যে, ঐ সভ্যতায় উঠতি বয়সের কিশোরীরা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুমারীত্ব হারায় তাদের সৎ বাবাদের কাছে (অথবা, মায়েদের সাথে একত্রে বসবাসরত, মায়েদের *'বয়ফ্রেন্ডদের'* কাছে)। *'সৎ বাবা'* কোন মনগড়া সম্পর্ক নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যিকার বাবার মতই একটা সম্পর্ক – যেখানে কঠোর পর্দা না করলেও চলে। অথচ সামাজিক ব্যাধির কারণে সে সম্পর্কেরও কি করুণ অবস্থা। সেখানে *'ধর্মের বাবা'* ও *'ধর্মের ভাই'* শ্রেণীর কিছুকে নিকটাত্মীয়ের মর্যাদা না দেয়াটা কত দূরদর্শিতার ও প্রজ্ঞার বিষয় তা সহজেই অনুমেয়। ঠিক তেমনি কাউকে একদম কোলের শিশু অবস্থা থেকেও লালন-পালন করে বড় করলেও, সে আপনার নিজের ছেলে হয়ে যায় না। তার বাবা বা মায়ের নামের 'কলামে', আপনি নিজের নাম কিছুতেই বসাতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, দুধ-মাকে ইসলাম নিজের মায়ের মত একটা আসন দেয় সঙ্গত কারণেই – আর দুধ মা তাই আপনার জন্য বিবাহের সম্ভাবনার উর্ধ্বে বা তাকে বিয়ে করা যে কোন পুরুষের জন্য হারাম। শুধু তাই নয়, দুধ-মায়ের ঘরে জন্ম নেয়া ভাইবোন যারা, তারাও আপনার নিজের ভাইবোনের মত – আপনার জন্য বিবাহের সম্পর্কের উর্ধ্বে বা হারাম – যাকে আমরা ইসলামী পরিভাষায় মাহ্‌রাম বলে থাকি।

আমি ১৯৯৪ সালে আমার হজ্জ শেষে যখন দেশে ফিরছিলাম, তখন আমার ফ্লাইটে এক ভন্ড-পীর তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে হজ্জ থেকে ফিরছিল। আমি তাকে চিনতাম না (নাম বা পরিচয় কিছুই জানতাম না)। জেদ্দা বিমানবন্দরে, বিধি বহির্ভূত ভাবে অন্য শত শত মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে, তাকে Boarding Pass দেয়াতে আমি প্রতিবাদ করি – সেজন্যই হোক বা অন্য কোন কিছু আঁচ করেই হোক; সে আমার সাথে একটি কথা বলার চেষ্টাও করেনি। এছাড়া গোটা ফ্লাইটের প্রায় সব যাত্রীরাই যেন তার চেনা, এমন একটা ভাব করছিলো সে এবং আরো আশ্চর্যের বিষয় যে ঐ বিমানের flight attendant-রা পারলে তার পদলেহন করে, এমন একটা অবস্থা। যাহোক যে জন্য এই গল্প বলা তা হলো, আনুমানিক ৪৫/৫০ বছর বয়স্ক ঐ ভন্ড, নির্বিচারে এয়ার হোস্টেস্ সহ কত মহিলাদের গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের আশীর্বাদ করে ধন্য করলো তার হিসেব নেই। আমাদের দেশে পাপাচার অনাচারের এটা হচেছ আরেকটা outlet বা নির্গমনী । রাসূল (দঃ) কখনো কোন পরনারীকে স্পর্শ করেছেন বলে কোন দলিল নেই – এমনকি বাইয়াত নেয়ার জন্য যে হাতের

www.amarboi.org

উপর হাত রাখা হয় তাও নয়। অথচ, এসব ভন্ডরা সমানে তাদের মহিলা ভক্তদের স্পর্শ ও সঙ্গ সুখ অনুভব করে থাকে তাদের তথাকথিত "পীরত্বের" ছত্রছায়ায়। আমার গল্পের এই কথিত ভন্ডের কর্মকান্ড সম্বন্ধে পরে জেনেছি যে, তার অজস্র যুবতী "মুরিদানদের" যে সমাবেশ ঘটতো, তাদেরকে হুজুরের মর্জিমত ভেট দেয়া হতো বিভিন্ন গুণিজনদের। শুধু তাই নয়, তার আশ্রম নাকি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মিলনকুঞ্জ হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।

আমাদের দেশে পীরতন্ত্রের অধিকাংশের সাথে বিকৃত যৌনাচারের একটা সম্পর্ক রয়েছে – মানুষের দুর্বলতার ও কুসংস্কার-নির্ভরতার তথা জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার সুযোগ নিয়ে, এরা সন্তানহীনার গর্ভধারণ থেকে শুরু করে, যাবতীয় তদবিরের বদলে মানুষকে পাপাচার, অনাচার, ব্যভিচার ও শির্কের মাঝে টেনে নিয়ে যায়। বেশ ক'বছর আগে, সম্ভবত আশির দশকে, পাবনায় হোমিও/ভেষজ বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এক ভন্ডপীরের কর্মকান্ড নিয়ে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলে, দেশে হৈ চৈ পড়ে যায় – সে নিজেকে অবতার বলেই দাবী করেছিল। তার আশ্রমে সে একই পরিবারের "মুরিদ" ভাবী ও ননদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বলে খবরে প্রকাশ। কত অগণিত মহিলার সে সর্বনাশ করেছে তা আল্লাহ্ই জানেন। এসবের পেছনেও সেবাদাসী সংস্কৃতি, বিভিন্ন সাধুর আশ্রম, বাউল সংস্কৃতির নামে নানাবিধ যৌনবিকার, পুরোহিততন্ত্র ইত্যাদির প্রভাব কাজ করে। আমাদের দেশের নামসর্বস্ব মুসলিমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়লেও, পীরের পায়ে তৈল মর্দন করে বেহেশতের টিকেট কিনতে চান short cut পন্থায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কাদের সঙ্গে স্বাভাবিক শালীনতার সীমা-রেখার ভিতরে গল্প-গুজব বা দৈনন্দিন মেলা-মেশা ও ওঠা-বসা করা যাবে তা স্বয়ং আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন কোরআনে[২৫] – অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার – যাদের সাথে কোন অবস্থায়ই বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না, কেবল তাদের সঙ্গেই মেলা মেশার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু তবু কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেও, হুট করে মায়ের শোবার ঘরে ঢুকে পড়তে পারে না – ইসলাম তা অনুমোদন করে না। তাকে জিজ্ঞেস করে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে– বিশেষত সেটা যদি বিশ্রামের সময় হয়। একইভাবে একই চাদরের নীচে বিবস্ত্র অবস্থায় মা-মেয়ের শোওয়াকেও ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানব চরিত্রে যৌন বিকৃতি অনুপ্রবেশের সকল ছিদ্র ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে – অবশ্য আমরা যদি মুসলমান হই এবং ইসলামকে আমাদের জীবন বিধান মনে করি, তবেই না এসবের প্রয়োগ ঘটবে এবং তার প্রভাবে আমাদের জীবন নির্মল, পরিচ্ছন্ন, নিষ্কলঙ্ক, কন্টকমুক্ত ও সুন্দর হয়ে উঠবে। তা নাহলে আমরা জীবনের ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করবো, তেমনি ফসল ঘরে তুলবো।

---

[২৫] দেখুন:কোর'আন, ৪:২৩-২৪।

www.amarboi.org

এখানে একটু অবকাশ নিয়ে *'যৌনাচার'* বলতে কি বুঝবো আমরা, আর *'যৌন বিকৃতি'* বলতেই বা কি বোঝাবো আমরা, সেটা একটু পরিস্কার করে নেয়া দরকার। প্রথমে চলুন, যৌনাচারের ধারণাটা একটু আলোচনা করা যাক। মাননীয় পাঠক! আপনি বয়ঃসন্ধি পার হয়ে যখন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ/নারী হিসেবে গণ্য হন – ইসলামী পরিভাষায় যাকে বালেগ/বালেগা বলা হয়, তখনই আপনার চিত্তে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি নানাবিধ আকর্ষণ, আগ্রহ, কৌতূহল বা ভালোলাগার আবির্ভাব ঘটতে পারে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মেই। এই *'প্রাপ্তবয়স্ক'* অবস্থাটা হচ্ছে অনেকাংশেই biological – এর সাথে ভোটার লিস্টের *"প্রাপ্ত বয়স্ক"* ধারণার কোন সম্পর্ক নেই। কোন মেয়ে যদি ১২ বছরে অন্তঃসত্ত্বা হয়, তবে বুঝতে হবে সে তখনই (অর্থাৎ গর্ভধারণের পূর্বেই) biologically প্রাপ্তবয়স্ক বিধায়, সংসর্গ ও গর্ভধারণের উপযোগী ছিল। যাহোক, এই বালেগ হবার মুহূর্ত থেকেই ইসলাম মানব-মানবীর উপর "segregation of sexes" বা *"নারী-পুরুষের বিচরণক্ষেত্র পৃথকীকরণের"* আদেশ দেয়। এই সময় থেকেই একজন বাড়ন্ত পুরুষ (আমাদের বিবেচনায় সে বালক বা কিশোর হলেও) নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য, তার অবয়বের সৌন্দর্য্য, তার স্পর্শ, তার গন্ধ, তার কণ্ঠস্বর, তার বাচনভঙ্গি, তার হাঁটা চলার সুললিত ভঙ্গিসমূহ, তার চেয়ে দেখা বা দৃষ্টি, তার অভিব্যক্তি বা expression ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, এবং এসব কিছুর উপস্থিতি সে উপভোগ করতে শুরু করে – আর এটাই স্বাভাবিক। একইভাবে, একই কথা বয়ঃসন্ধি পার হওয়া একজন বাড়ন্ত নারীর বেলায়ও প্রযোজ্য (আমরা তাকে বালিকা বা কিশোরী মনে করলেও) – তবে লিঙ্গান্তরে হয়তো আকর্ষণের বিষয়গুলোর order বা বিন্যাস বদলাতে পারে। আমি সেসব পরিসংখ্যানে যাচ্ছি না। এই প্রবল আকর্ষণ থেকে, আকর্ষণীয় বিষয়গুলোকে লাভ করার বা নিজের কাছে পাবার যে প্রবৃত্তি, সেটাকেই আমরা যৌন প্রবৃত্তি বা যৌনস্পৃহা বলি।

এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তিকল্পে যা কিছু করা হবে, তাকেই আমরা *'যৌনাচার'* বলবো, যদি বা তা সংসর্গ বা সংযুক্তি পর্যন্ত নাও গড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ একজন পুরুষ যৌন আকর্ষণের বশবর্তী হয়ে কোন নারীকে স্পর্শ করলো – এই কাজটা নিঃসন্দেহে একটা যৌনাচার। যখনই আমরা বলি যে, **"ইসলাম বিয়ের বাইরে কোন যৌনাচার অনুমোদন করে না"** – তার মানে দাঁড়ায় এই যে, আপনার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীর দৈহিক সৌন্দর্য, অবয়বের সৌন্দর্য, স্পর্শসুখ, মোহনীয় গন্ধ, কণ্ঠসুধা ইত্যাদি সহ যে কোন আকর্ষণীয় ব্যাপার আপনার জন্য নিষিদ্ধ এবং এই সমস্ত সুখ আপনাকে, কেবল আপনার জন্য আল্লাহ্-অনুমোদিত যে নারী, অর্থাৎ **'আপনার স্ত্রী'** – তার কাছে থেকেই আস্বাদন করতে হবে। ব্যস as simple as that । একই কথা একজন নারীর ব্যাপারেও প্রযোজ্য – তার কাছেও যা কিছু যৌন অভিলাষ বলে কাঙ্খিত, তার সব কিছুই কেবল মাত্র তার জন্য আল্লাহ্-অনুমোদিত যে পুরুষ অর্থাৎ **'তার স্বামী'** – তার কাছ থেকেই আস্বাদন করতে হবে।

www.amarboi.org

এখন দেখা যাক *'যৌন বিকৃতি'* তাহলে কাকে বলবো আমরা – এখানে অবশ্যই reference বা কাঠামো বা নিরিখের প্রশ্ন আসবে, অর্থাৎ কোন মানদন্ডে আমরা স্বাভাবিক যৌনাচার এবং বিকৃত যৌনাচার বিচার করবো? –ইসলামের মানদন্ডে অবশ্যই!! উদাহরণ স্বরূপ সারা পৃথিবীতে মূল্যবোধের বিবর্তন ঘটেছে, আর সেই সুবাদে মানদন্ডেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এমন একটা সময় ছিল, এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও, যখন ইউরোপে কোন নারী পায়ের গোড়ালীর খানিকটা উপরে উঠানো স্কার্ট পরলে তাকে *'অশালীন পোষাক পরিহিতা'* বলে মনে করা হতো – আজ যদিও ইউরোপের মানদন্ডে সমকামীদের একত্রে বসবাস, সহবাস এমনকি বিয়েও তেমন গর্হিত কোন কাজ বা বিকৃতি নয়। অন্যসব মানদন্ড বদলালেও, 'ইসলামের মানদন্ড' আল্লাহ্‌র বিধান বলেই, আল্লাহ্-নির্ধারিত ব্যাপারসমূহে, অর্থাৎ হালাল-হারামের ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই বদলাতে পারে না এবং বলতে গেলে তা independent of space and time – স্থান ও কাল ভেদে অপরিবর্তনীয় – কিয়ামত পর্যন্ত এর পরিবর্তন বা বিবর্তন হবার নয় আর। উদাহরণ স্বরূপ রাসূল (দঃ) এর নবুয়তের ২৩ বৎসর কালে, মদ ধাপে ধাপে নিষিদ্ধ হয়েছে – একবারে হয়নি। কিন্তু এখন আর সে ধরনের কোন অবকাশ নেই। তাঁর জীবদ্দশায় মদ যে দিন চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে যতদিন এই পৃথিবী থাকছে, ততদিন সব কালে ও সব স্থানে মুসলিমদের জন্য মদ নিষিদ্ধই থাকবে। সেজন্য reference বা মানদন্ডটা খুবই জরুরী বিষয়।

ইসলামের মানদন্ডে যখনই আমরা বিচার করবো, তখনই *"দাম্পত্য জীবনের বাইরে"* যে কোন ধরনের যৌনাচারকেই, সাধারণ ভাবে আমরা যৌন বিকৃতি ও বিচ্যুতি বলতে পারি, আর দাম্পত্য জীবনের ভিতরেও এমন কিছু ব্যাপার আছে যে গুলোকে বিকৃতি বলতে হবে – কারণ ইসলাম সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম যদিও দাম্পত্য জীবনের গন্ডির মাঝে যৌনসুখকে চূড়ান্ত রূপে উপভোগ করতে স্বামী-স্ত্রীকে উৎসাহিত করেছে এবং এ ব্যাপারে প্রায় যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু তবু কিছু বিকৃতিকে অলঙ্ঘনীয়ভাবে নিষিদ্ধ করেছে - sodomy বা সঙ্গমে [স্ত্রীর] গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা এবং ঋতুকালীন সময়ে সহবাস – এ দু'টো হচেছ উপর্যুক্ত নিষিদ্ধ ব্যাপারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে প্রফুল্লচিত্তে স্বামী-স্ত্রীর সফল ও পূর্ণ সংসর্গকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করে ইসলাম – কারণটাও খুব সহজ: একটা দম্পতির মাঝে যদি তৃপ্তিকর ও পরিপূর্ণ যৌনসম্পর্ক বিরাজমান থাকে, তবে তা উভয়কে বাইরের জগতের যাবতীয় প্রলোভন বা seduction থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার শক্তি, সাহস, স্থিরতা, ধৈর্য্য ও সর্বোপরি, উপযুক্ত যুক্তি ও কারণ যোগাবে। মানুষ তখন সহজেই মনের ব্যভিচার ও চোখের ব্যভিচারের মত (বা আজকালকার সর্বসাম্প্রতিক বিকৃতি– বিভিন্ন 'রক মিউজিকের' নামে কানের ব্যভিচারের মত) সংসর্গ বিহীন ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকতে পারবে অতি সহজেই। মাননীয় পাঠক! এখানে আমার আগে উল্লেখ করা একটা অনুসিদ্ধান্তের কথা আবার আসছে প্রাসঙ্গিক ভাবেই –

www.amarboi.org

"বিয়ের বাইরে কোন যৌনাচার অনুমোদিত নয়" । একথা মানতে গেলেই পৃথিবীর সব তথাকথিত বিনোদন বন্ধ ও স্তব্ধ হয়ে যাবে। আপনি একটা একটা করে, যত কিছুকে বিনোদন মনে করে থাকেন, সেগুলো বিবেচনা করুন! দেখবেন পৃথিবীতে শুদ্ধ বা নিষ্পাপ বিনোদন বলতে আপনার দাম্পত্য জীবনের বাইরে, প্রায় কিছুই নেই- আর বিনোদন শিল্প বলতে যা বোঝায়, তার তো সবটাই অতৃপ্ত যৌনবাসনার *"দুধের স্বাদ, ঘোলে মেটানোর আয়োজন"*। আসুন আমরা দুই-একটা একটু বিচার করে দেখি।

আজকের অলিম্পিক খেলাধূলা বলতে যা বোঝায়, তার উৎস পুরানো দিনের গ্রেকো-রোমান শরীর পূজার বা শারীরিক সৌন্দর্যের প্রদর্শনের ঐতিহ্যে। তখন যেমন, এখনো তেমনি বিভিন্ন কসরৎ করে বিভিন্ন নামে আসলে শরীরই দেখানো হয়। পুরুষ উট পাখিরা তাদের যৌনসঙ্গিনীকে এক ধরনের নাচ নেচে, শারীরিক কস্‌রত দেখিয়ে সঙ্গমে প্রলুব্ধ করে। একটা উট পাখি যেহেতু কেবল তার একান্ত সঙ্গিনীকে (যাকে নিয়ে তার 'জোড়া' বাঁধা তাকেই) প্ররোচিত করে, সেখানে একধরনের বিশ্বস্ততা বিরাজমান – কিন্তু আজকের মানবসভ্যতার, মূলত পশুসুলভ শারীরিক কসরতসমূহ একই সময়ে বহুজনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলে, একই ধরনের ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও, তা পশুকুলের অনেক দৃষ্টি আকর্ষণী কসরতের চেয়েও অনৈতিক – কেবল, মানুষের বেলায় তা হয়তো সংসর্গ পর্যন্ত গড়ায় না 'সব ক্ষেত্রে' – এটুকুই। 'সব ক্ষেত্রে' কথাটা এজন্য বলছি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তো তা সংসর্গ পর্যন্ত অবশ্যই গড়ায় – মার্কিন বাস্কেটবল তারকা Magic Johnson এর AIDS তো আর এমনি এমনি হয়নি, তেমনি হিন্দুস্থানের টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা তো বলেছেনই যে, তার বিবাহ বহির্ভূত সন্তানটি Vivian Richards এর। এছাড়াও ফুটবল মৌসুমে বৃটেনের ট্যাবলয়েডগুলোর পাতা জুড়ে যে সব গল্প থাকে, তার অধিকাংশ জুড়েই যে – কোন্ তারকার বিছানায় এক রাতের সঙ্গিনী কতজন তরুণী হামাগুড়ি দিয়ে গেল – এধরনের কাহিনী থাকে, তা যারা 'ইংলন্ড অরণ্যের' খবর রাখেন তারা নিশ্চয় জেনে থাকবেন। তবে কাঙ্খিত চূড়ান্ত ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত না গেলেও বা যেতে না পারলেও, *"দুধের স্বাদ নানা রকম ঘোলে তো মেটানো"* হয়ই।

৮৭% মুসলমানের আমাদের এই দেশে ৭০ এর দশকের শেষেই, ঢাকার ফুটবল খেলার মাঠে, ইরাকী খেলোয়াড় নাদিম শাকিরকে, খোলাখুলি ভাবেই এক ষ্টেডিয়াম মানুষের সামনে চুমু খেয়েছিলেন জনৈক বঙ্গ-ললনা। আর যে কোন আন্তর্জাতিক খেলা হলে, নামী দামী খেলোয়াড়েরা যে সব অভিজাত হোটেলে থাকেন, সেগুলোতে যে আমাদের "উচ্চ শ্রেণীর" গৃহিণী, তরুণীসহ অনেক বঙ্গ-ললনাই অতৃপ্ত যৌনবাসনা সমেত হাজির হন, তার খবর আমার মত সাধারণ মানুষের কাছেও দেরীতে হলেও এসে পৌঁছায় – তবে যারা ঐ সব হোটেলে যাতায়াত করার মত *"অভিজাত"*, তারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষও করে থাকবেন। আজকের মুষ্টিযুদ্ধের রিং, আর অতৃপ্ত বিকৃত যৌনবাসনা চরিতার্থ করতে আয়োজিত রোমান সাম্রাজ্যের Gladiatorদের লড়াইর ভিতরে আসলে কোন তফাৎ আছে কি? টেনিস তারকা ষ্টেফি গ্রাফ বা কুর্নিকোভার ছবি

www.amarboi.org

অথবা সেরেনা উইলিয়ামের দেহ সৌন্দর্যের ছবি যে ভাবে পত্রিকাগুলো ছাপে, তাতে চিত্র জগতের ঋতু পর্ণারা বুঝি লজ্জাই পান – হয়তো মনে মনে বলেন, "এদের কথা কেউ লেখে না, যত দোষ সব আমাদের – আমরা কাপড় খুললেই সব হৈ চৈ পড়ে যায়"। যাহোক, চিত্ত বিনোদনের মাঝে *'নিষ্পাপ'* বলে মনে করা হয় যেটা, অর্থাৎ সাধারণভাবে খেলাধূলা বলতে যা বোঝায়, আমি সেটাকেই প্রথমে বিবেচনা করলাম। গান-বাজনা, নাটক, সিনেমা এগুলোর কথা আর আলাদা করে বলার দরকার নেই বোধ হয় – সবাই নিশ্চয়ই একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন যে, *'সংসর্গবিহীন মনের, চোখের ও কানের ব্যভিচারই হচ্ছে এসব বিনোদনের উপজীব্য'*।

"বিবাহের বাইরে কোন যৌনাচার নয়" বা **"বিবাহের বাইরে কোন যৌন সুখ (আংশিক বা অপরিতৃপ্ত হলেও) লাভ করা যাবে না"** – এটুকু বল্‌লেই, উপরে আলোচিত সব তথাকথিত বিনোদনের আর কোন scope বা অবকাশ থাকবে না। কথা থেকে যায় – মুসলিমের জন্য তাহলে বিনোদন কি? আসলে মুসলিম জীবনে এধরনের অস্থির চিত্ততাপূর্ণ পণ্যসুলভ বিনোদনের কোন অবকাশ নেই। আমি যা বুঝি, প্রচলিত অর্থে আমরা যেটুকুকে বিনোদন বলি, মুসলিমদের জন্য তার প্রায় সবটাই নিহিত থাকবে নিজের স্ত্রী বা স্বামী নামক *"ব্যক্তির"* মাঝে।

এছাড়া বিনোদনকে যদি ভালোলাগার ব্যাপার বলে আরো প্রশস্ত একটা মাত্রা দেয়া যায়, তবে বলবো আপনি প্রকৃতির নিষ্পাপ সৌন্দর্যের ভিতর থেকে আনন্দ বা প্রশান্তি বা ভালো লাগা আহরণ করতে পারেন, তাতে দোষের কিছু নেই – আপনি, কথার কথা, bird watcher হতে পারেন – দূরবীনের সাহায্যে পাখি দেখা বা পর্যবেক্ষণ করা যদি আপনাকে আনন্দ দেয়, তবে তাতে দোষের কিছু দেখিনা যতক্ষণ তা আপনাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিরত না রাখছে। অথবা, আপনার পরিবার নিয়ে আপনি কোথাও ক্যাম্পিং-এ যেতে পারেন বা কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ স্থানে বেড়াতে যেতে পারেন – এধরনের কিছুর সাথে ইসলামের বিরোধ থাকার কথা নয় – যতক্ষণ তা অন্যের অধিকার হরণ করবে না বা তা আপনাকে (অর্থাৎ নিজেকেও) বিনষ্ট করবে না। *(তবে আপনাকে সাবধান হতে হবে; পত্রিকার ভাষায় আজকাল যাকে "মিলন মেলা" বলা হয়, অর্থাৎ নারী-পুরুষের মেলামেশা বা flirting-এর সুযোগ যেখানে সৃষ্টি করা হয়, সে ধরনের স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিরিখে যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, মুসলিমদের জন্য তা এড়িয়ে চলার বিষয়)*। এছাড়া বাকী আনন্দ পাবার জিনিস গুলো হবে সম্প্রদায় ভিত্তিক বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান। ধরুন, ঈদের দিন আপনি আত্মীয় স্বজনের বাসায় গেলেন, তাদের কিছু একটা উপহার দিলেন বা vice-versa – অথবা ধরুন আপনার কোন আত্মীয়ের ওয়ালিমাতে গেলেন – শরীয়তের বিধানের ভিতরে থেকে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায়, তাতে তো বাধা নেই। অবশ্য কে কিসে আনন্দ পাবেন, সেটা নির্ভর করবে একজন মানুষ কিভাবে গড়ে উঠেছেন তার উপর। যারা হিন্দুস্থানী বিনোদন সামগ্রীর মাঝে ডুবে থেকে মনের, চোখের ও কানের ব্যভিচার করতে করতে বড় হয়েছেন – স্যাটেলাইট চ্যানেলে সুপার

www.amarboi.org

হিট কোন সিরিয়ালের বিশেষ ক্ষণটিতে যখন কোন *'অবুঝ'* বা *'কমন-সেন্স বিহীন* নিকটাত্মীয় এসে কলিং বেল চাপেন, তখন তাকে অনাহুত মনে হতেই পারে এবং আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে বিরক্তির উদ্রেকও হতে পারে । একই ধরনের ঘটনায় একজন ভালো মুসলিম, তার কোন নিকটাত্মীয় তার সাথে দেখা করতে এসেছেন বলে এবং তার সাথে বাক্য বিনিময় হলো বলে আনন্দিত বোধ করতে পারেন – ঐ একই ক্ষণে যে কোথাও এমন একটা সিরিয়াল চলছে, যা দেখতে না পারলে অনেকের মানব জনম বৃথা হয়ে যেতে পারে, ভালো মুসলিম হবার সুবাদে তিনি হয়তো সে খবরও রাখেন না।

যাহোক, বিকৃত যৌনাচারের একটা ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হলো – অর্থাৎ বিনোদন শিল্পের আওতায় যা কিছু আসে। এবার আসুন সামাজিকতার মাঝে বা আত্মীয়তার মাঝে যে বিকৃত যৌনাচার নিহিত থাকে তা নিয়ে একটু আলাপ করা যাক। আমাদের দেশে অনেক আচার/অনুষ্ঠান ও উৎসবই আজকাল এমনভাবে আয়োজন করা হয় যা অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে বিকৃত যৌনাচারের আয়োজনের নামান্তর মাত্র। আমাদের দেশে এসব ব্যাপারও এসেছে অনেক হিন্দু প্রথার ইসলামীকরণের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ আজকালকার বিয়েতে যে সব অনুষ্ঠান devised, manufactured এবং engineered করা হয়, তার প্রায় সবকটিই ইসলামের স্বর্ণযুগের মানুষের কাছে অজানা ছিল। একমাত্র ওয়ালিমা ছাড়া, আসলে ইসলামী বিয়ের আর কোন *"অনুষ্ঠান"* থাকার কথা নয়। গায়ে হলুদ ধাঁচের অনুষ্ঠানে, হলুদ মাখা-মাখি নিয়ে যা হয়, তা একটা অনুষ্ঠানের নামের আড়ালে বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। চোখের, মনের ও কানের ব্যভিচারের সাথে ক্ষণিকের স্পর্শসুখ – অতৃপ্ত, অস্থির, অসুস্থ আত্মার তৃপ্তি লাভের নিষ্ফল প্রয়াস। বিয়েকে কেন্দ্র করে হাসি-ঠাট্টা, ধাক্কা-ধাক্কি, আয়না দেখা, গেট ধরা ইত্যাদি যা কিছু হয় তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই – বরং একটু চিন্তা করলেই যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, ইসলামী বিয়ের মত একটা simple ব্যাপারকে টেনেহিঁচড়ে লম্বা করে, এখানে কেবল ছেলে-মেয়েদের mingling বা মাখা-মাখির সুযোগ বাড়ানোর প্রয়াস চলে। এছাড়া ধরুন আজকাল বিয়ের কনে তার সর্বাঙ্গ সজ্জিত অবস্থায় এবং সম্পূর্ণ বেপর্দা অবস্থায় একটা স্টেজে বসে থাকে – আর পৃথিবীর সবার জন্য তার রূপ অন্তত মনের ও চোখের ব্যভিচারের জন্য উন্মুক্ত থাকে। অথচ, হবার কথা ছিল ঠিক উল্টো। এত দিন হয়তো যে কারো শরীয়তসম্মত বিয়ের প্রস্তাবের জন্য সে available ছিল, কিন্তু ঐ দিনের পরে তাও তো বন্ধ হয়ে গেলো – কারণ সে এক জনের জন্য নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

এতো গেল অনুষ্ঠানের কথা। এছাড়া কিছু সম্পর্ক আছে যেগুলো আমাদের দেশে স্বীকৃত হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক, যেমন ধরুন দেবর-ভাবী, শালী-দুলাভাই, বেয়াই-বেয়াইন ইত্যাদি– যার প্রতিটিই ইসলামী শরীয়তে কঠোর পর্দার সম্পর্ক। অথচ, এসব সম্পর্কের হাসি-ঠাট্টার ছলে আদি রসাত্মক কথাবার্তা থেকে শুরু করে, বিবিধ বিকৃত

www.amarboi.org

যৌনাচার চলে লোকচক্ষুর সামনে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ও সুযোগ সাপেক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালেও। কিভাবে মানুষ নানা আত্মীয়তার ছলে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গসুখ উপভোগ করে থাকে, এভাবে একে একে তার অগণিত উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাবে।

কি করা যাবে, আর কি করা যাবে না – তার ধারণা নিতে, তার চেয়ে বরং উল্টো পথ ধরাটা আমাদের জন্য সহজ – পবিত্র কোর'আনের ৪ নম্বর সূরার(অর্থাৎ সূরা নিসার) ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াতে, আল্লাহ্ যাদেরকে বিয়ের জন্য 'হারাম' বলে ঘোষণা করেছেন, আমরা কেবল তাদের সঙ্গেই চলাফেরা, ওঠাবসা করতে পারি (এদেরই ইসলামী পরিভাষায় *'মাহ্‌রাম'* বলে) – বাকী যে কারো বেলায় আমাদের অবশ্যই পর্দা প্রথা মেনে চলতে হবে – একজন নারীর জন্য, যার ন্যূনতম হচ্ছে – হাতের কব্জি পর্যন্ত, পায়ের পাতা ও মুখমন্ডল ছাড়া বাকী সব ঢেকে রাখতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই একজন *'গায়ের মাহ্‌রাম'* (যাদের মেলামেশা অনুমোদিত নয়) পুরুষের সাথে একজন নারী যেন একাকী কোথাও অবস্থান না করে – এটাই হচ্ছে rule of thumb বা মৌলিক একটা নীতি। এছাড়া আরো কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলোকে বিজাতীয় মূল্যবোধের প্রভাবে অত্যন্ত হালকা ভাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন ধরুন সম্পর্কে খালা বা মায়ের বান্ধবী - বয়সে অনেক বড় কিন্তু, বিগতযৌবনা বা বৃদ্ধা নন – এমন কাউকে বাড়ী পৌছে দিতে, হয়তো একটা যুবক ছেলেকে অনায়াসে একাকী পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে – হয়তো এক রিক্সাতেই সে যাচ্ছে তার তথাকথিত *"খালাম্মাকে"* নিয়ে। এই যে ঘটনা – এখানে আল্লাহ্‌র অনুশাসনকে পরিষ্কার লংঘন করা হলো কিসের বিনিময়ে? নিছক সামাজিকতার কারণে বা সমাজে প্রচলিত আচার-আচরণের প্রভাবে!!

অনেকের সাথে ধর্ম নিয়ে কথা হয় আমার, কেউ কেউ নামাজের অনেক গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেনঃ *'অমুক-অমুক কারণে নামাজ পড়া উচিত'*। আমি তখন বলিঃ *"ভাই; দেখুন আমি নামাজ পড়ি প্রথমত ও প্রধানত আল্লাহ্ আদেশ করেছেন বলে। তার বহু পরে আসবে এতে আমার ব্যায়াম হয় কিনা বা আমার মাথায় সৃষ্ট স্থির-বিদ্যুৎ earthed হচ্ছে কিনা ইত্যাদি"*। একই ভাবে এক মালয়েশিয়ান মুসলিম সহকর্মী, কোন অনুশাসন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করত আমাকে বলছিলেনঃ "I think....."; আমি তাকে বলেছিলামঃ "It does not matter what you think. If Allah has spoken about something, that is final. What Allah thinks is all that matters." আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করলে, আমাদের সর্বাগ্রে তাঁর আদেশকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং তা কিছুতেই সামাজিকতার মত মানুষ-সৃষ্ট জিনিস বা অন্য কোন কিছুর জন্যই অমান্য করা যাবে না। অনেকে হয়তো না জেনেই অনেক কিছু করে থাকেন – কিন্তু নিজেকে মুসলিম দাবী করতে চাইলে তো জানার চেষ্টাটুকুও করতে হবে!! আগেই বলছি *"মায়ের মত"*, *"বাবার*

www.amarboi.org

মত" ইত্যাদি বায়বীয় কথার কোন অস্তিত্ব ইসলামে নেই।[২৬] ফিরোজা বেগম বয়সে তো তার বর্তমান স্বামীর *'মায়ের মত'* ছিলেন – তবু *'ছেলের মত'* কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন (তিনি যদি সমস্ত ব্যাপারটা শরীয়তসম্মত উপায়ে করে থাকেন– অর্থাৎ সঠিক ইসলামী মতে বিয়ে করে থাকেন, তাহলে আমাদের কিছুই বলার নেই, বরং ইসলামী মূল্যবোধের নিরিখে এই পয়েন্টে তিনি সঠিক কাজটিই করেছেন, অন্য অনেকের মত ডুবে ডুবে জল না খেয়ে)। আবার এরশাদের জীবনে সাম্প্রতিকতম নারী যিনি – যাকে তিনি বিয়ে করেছেন, তিনি তার মেয়ের বয়সী নন বরং নাতনীর বয়সীই হয়তো বা (এখানেও শরীয়তসম্মত বিয়ে হয়ে থাকলে আমাদের বলার কিছুই নেই)। কিন্তু এই দু'টো উদাহরণ এটাই প্রমাণ করে যে, বয়সের বিরাট তফাৎ, (বিবাহ-বহির্ভূত) অবাধ মেলামেশাকে কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে পারে না। বয়সের বিরাট তফাৎ থাকলেও, মানুষ মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে এবং সেজন্য ইসলামের বিধান মোতাবেক সব ক্ষেত্রেই (*গায়ের মাহ্‌রাম*) নারী-পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র পৃথক হতে হবে এবং পর্দার বিধি-নিষেধ অবশ্যই প্রযোজ্য হতে হবে। তবে, যতটুকু বৃদ্ধা হলে আল্লাহ্ বলেছেন পর্দার প্রয়োজন নেই, সেই পর্যায়ের বৃদ্ধা হলে অবশ্য অন্য কথা[২৭] – আমি চট্ করে ঐ শ্রেণীর বৃদ্ধা বলতে এখন কেবল মাদার তেরেসার জীবনের শেষ দিকের ছবিগুলোই মনে করতে পারছি ।

[২৬] দেখুন:কোর'আন, ৩৩:৪-৫ ।
[২৭] দেখুন:কোর'আন, ২৪:৬০।

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায়

বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হবার সম্ভাব্য কারণসমূহ

মানুষ কেন বিকৃত যৌনাচার ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারে লিপ্ত হয়? এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। তবে নিম্নলিখিত কারণগুলোই মৌলিক ও প্রধান:

১। সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার অবহেলা:

প্রতিদিন মানুষের মানসে/চিত্তে, জীবন সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই একটা image বা ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে – যত দিন যায় এবং একজন মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হবার পথে যত বেশী এগিয়ে যায়, ততই তার মানসের এই image সুসংহত হয়ে একটা স্থায়ী আকার বা রূপ ধারণ করে। জীবনের এই image গঠিত হয় মূলত তার বাবা-মা তাকে কিভাবে বড় করেছেন তার উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ: সে যদি দেখে যে, তার মা সারা জীবন পর্দার ভিতর থেকেছেন, পর-পুরুষের সাথে মেলা-মেশা বা ঢলাঢলি করেননি, তবে ঐ ছেলের অবচেতন মনে ঐ ধরনের একজন জীবনসঙ্গিনীকে আদর্শ মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্য দিকে, ঘরের পরিবেশ যদি এমন হয় যে, সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ আড্ডা চলে – বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাবা-মা পার্টি বা বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে মেতে থাকেন – তবে সচেতন ভাবে কিছু বোঝার আগেই, সে মনের, চোখের ও কানের ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে আত্মীয়া বা বান্ধবী শ্রেণীর নারীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে করতেই সে বড় হবে। জীবনটা – বিশেষভাবে যৌন-জীবনটা – একজন 'কারো' জন্য সংরক্ষিত রাখার কোন তাড়নাও তার থাকবে না। বরং সে ভাববে যে, অনেক দেখে এবং সম্ভব হলে চেখে, সে একজন সঙ্গিনী পছন্দ করবে। সে হয়তো কারো হাসি, কারো শারীরিক সৌন্দর্য, কারো চাহনী, কারো কান্না পছন্দ করে বড় হবে – সেক্ষেত্রে জীবনে কোন 'একজনকে' নিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করাটা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। এছাড়া ধরুন ঘরে যদি স্যাটেলাইট ডিশ্ বা ঐ ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে, তবে তার মনে স্ত্রীর ইমেজ এক বা একাধিক নায়িকার সম্মিলিত যোগফলের ইমেজ হতে পারে। সেক্ষেত্রে, তার জন্য কোন 'একজন' মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে মনস্থির করাই কঠিন হবে। যাহোক, এ ধরনের পরিবেশ থেকে বড় হওয়া কারো *"দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে"* (অর্থাৎ বিকল্প ও বিকৃত যৌনাচার) বেশ ভালই লাগতে পারে এবং অতি স্বাভাবিক ভাবেই তার জীবন অস্থিরচিত্ততা, অতৃপ্তি, অশান্তি এবং অপূর্ণতার পথে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

www.amarboi.org

এখানে আরেকটা দিক আলাপ না করলেই নয়, সেটা হচ্ছে child abuse বা molestation – শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানি। পরিণত বয়সে নানা রকমের যৌন বিকৃতি, অস্বাভাবিকতা ও ভীতির পেছনে এটা একটা উল্লেখযোগ্য কারণ। শিশুর জীবনে এধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার একমাত্র প্রধান কারণই বলতে গেলে, *'সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার অবহেলা'*। এধরনের ব্যাপার সব যুগেই কমবেশী ঘটে থাকলেও, পৃথিবী 'উন্নত' হওয়ার সাথে সাথে, মায়েরা যত বেশী বেশী বাইরে থাকছেন, ছেলেমেয়েদেরও বাধ্য হয়ে তত বেশী বেশী, কাজের মানুষ বা আত্মীয় পরিজনের কাছে রেখে যাচ্ছেন – আরো একধাপ বেশী আলোকপ্রাপ্তা যারা, তারা হয়তো দেশে বা বিদেশে কোন বোর্ডিং স্কুলেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদের – এ সবকিছুই অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের হার ও সম্ভাবনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করেছে।

২। যৌনতার স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না ঘটলে :

তর্কের খাতিরে ধরা যাক্ যে, কোন একটা ছেলেকে তার বাবা-মা সঠিক ইসলামী শিক্ষা দিয়েই বড় করলেন এবং ঘরের পরিবেশও সবসময় শরীয়তসম্মতই ছিল – কিন্তু ছেলে যখন biologically প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার ভিতর যে প্রবল যৌন কৌতূহল এবং স্পৃহার উন্মেষ ঘটে, তার নিবৃত্তি কেবল অতীত জীবনের সুশিক্ষা দ্বারা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, অতীত জীবনের সু-শিক্ষা তাকে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী ধৈর্য্যশীল ও সংযত হতে সাহায্য করবে সত্যি, কিন্তু তবু, তার মনে একজন নারী বা বিপরীত লিঙ্গের সাথীর বাসনা থেকেই যাবে। এক্ষেত্রে বাবা-মার উচিত হলো, দেখেও না দেখার ভান না করে, ছেলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করা। সাধ্যমত স্বল্প সময়ের ভিতরে তার জন্য একজন উপযুক্ত সঙ্গিনী খুঁজে বের করার আশ্বাস দিয়ে, এটা বুঝিয়ে দেয়া যে তার স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাকে তারা সম্মান করেন। কি ধরনের জীবনধারা অবলম্বন করলে, অহেতুক যৌন সুড়সুড়ি (যা বলতে গেলে আজ জনজীবনের সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান) এড়িয়ে ধৈর্য্য ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, নিজ অভিজ্ঞতাবলে তারা ছেলে-মেয়েকে সেভাবে guide করতে পারেন – ছেলে-মেয়ের বন্ধু হিসেবে মতামত জানতে ও পর্যালোচনা করতে পারেন। তা না করে যদি তাদের ছেলেমেয়ে *"কচি খোকা-খুকুই রয়ে গেছে – তারা কিইবা বোঝে? অমন এই বয়সে একটু আধটু সবাই ইতি-উতি চেয়ে থাকে বা এই সময়টায় সবাই এমন উল্টাপাল্টা কাজ করে"* – এমন খোঁড়া যুক্তির আড়ালে মূল সমস্যাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন, তবে ছেলেমেয়ের জীবনে নানা ধরনের বিকৃত যৌনাচার ও বিচ্যুতি সন্তর্পণে অনুপ্রবেশ করবে।

প্রথমে আশেপাশের বাড়ীগুলোতে বিপরীত লিঙ্গের "উপযুক্ত" পাত্র-পাত্রী কে আছে তার জরিপ দিয়েই হয়তো অতৃপ্ত প্রবৃত্তির জীবন পথে যাত্রা শুরু হয় – ধীরে ধীরে ঘরে হয়তো নানা ধরনের পোস্টার শোভা পাবে – সিনেমা টিভির প্রেমঘন বিষয়বস্তুর

www.amarboi.org

প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। তারপর পাশের বাড়ীর ভাবী, যিনি বেশ হেসে হেসে কথা বলেন, তার সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগবে বা তার ফাই-ফরমাশ খাটতেও কেমন আনন্দ অনুভূতি হবে – প্রিয় বন্ধুর বাড়ীতে গেলে, তার মায়াবী চেহারার বোনটি যখন দরজা খুলে দেয়, তখন যে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, সেটার স্মৃতি চিত্তে ধারণ করেই হয়তো দিনের পর দিন দিবাস্বপ্নের ঘোরে কেটে যাবে – এভাবে আমি on and on and on যেতে পারি, কিন্তু সেটা আমার উদ্দেশ্য নয় (এসবই অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় লেখা সেকেলে গল্প/উপন্যাসের উপজীব্য – এখনকার কথা না হয় বাদই দিলাম)। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া যে, **বাবা-মার উদাসীনতার কারণে, কিভাবে তাদের ছেলে-মেয়েরা "দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে" এমন সব ক্রিয়াকলাপে বাবা-মার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, ইসলামের দৃষ্টিতে যা নিষিদ্ধ এবং বিকৃত যৌনাচারের পর্যায়ে পড়ে।** এভাবে স্থান, কাল, পাত্র ও চাহিদার তীব্রতা ভেদে একেক জন মানুষ, জীবনে একেক ধরনের বিকৃত ও স্বাভাবিকতা-বিচ্যুত আচরণে জড়িয়ে পড়বে, যার পরিণতি যে কোন অঘটনে (ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় পর্যায়ে) গিয়ে ঠেকতে পারে। অথচ, কোন অযাচিত ঘটনা যখন সত্যিই ঘটে যায়, তখন বাবা-মা যেন আকাশ থেকে পড়েন – *"আমার ছেলে-মেয়ে কক্ষনো এমন হতে পারে না"* বলে চিৎকার করেন, হা-হুতাশ করেন। কিন্তু সমস্যার root টা কোথায়, সেটা যদি আগেই মনোযোগ সহকারে বুঝতে চেষ্টা করতেন, তাহলে কোন অনাকাঙ্খিত পরিণতিতে হয়তো পৌছাতে হতো না। *'ছেলে-মেয়ের বিয়ের এখনই কি ভাবনা'* – ভেবে হয়তো চেয়েছেন যে, ছেলে বা মেয়ে প্রথমে ক্যারিয়ার গড়ুক – *"দুধ দেয় গরু"* হোক – কিন্তু তা হতে গিয়ে *"লাথি মারলে"* তখন আর ভালো লাগেনি।

আমার মতে ছেলে হোক বা মেয়েই হোক, তারা biologically প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে, বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকলে, যেমন – ক্ষীণকায়, দুর্বল, মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী বা অপরিণত – এধরনের কিছু না হলে, যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। এখানে বাবা-মায়ের মনে দু'টো প্রশ্ন আসবে:

(i) *বিয়ে করলে বৌকে (ছেলে) খাওয়াবে কি?*

(ii) *ছেলের ক্যারিয়ারের কি হবে? – গোল্লায় যাবে হয়তো বা সব কিছু – পড়া লেখা, ক্যারিয়ার সবই বুঝি ভেসে চলে যাবে বিবাহোত্তর উন্মাদনার তোড়ে।*

(i) প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে মেয়েটা তো কোথাও কারো (অর্থাৎ তার বাবার) ঘরে খাচ্ছে এখন? না হয় (তর্কের খাতিরে বলছি) সেখান থেকে তার আহারটুকুর যে খরচ তা এনে নতুন পরিবারে (স্বামীর পরিবারে) জুড়ে দিলেন সবাই মিলে। আসলে এসব কিছুই না। Traditional বৌ এর যে image তা মনে আমল না দিলেই হলো – সবাই তো ভাবেন বৌ মানে বিশাল ব্যয়বহুল একটা ব্যাপার – শাড়ী ও গয়নার ভারে চলতে ফিরতে পারে না এমন এক পাটরাণী। কিন্তু আপনার ঘরে যদি একটা মেয়ে

www.amarboi.org

থেকে থাকে, তার মতই ভাবুন না হয় ছেলের বউকে – ভাবুন আপনার একটি মেয়ে বেশী থাকলে, তার যেভাবে অন্ন সংস্থান হতো, আল্লাহ্ এর অন্নের ব্যবস্থা একই ভাবে করে দেবেন। কথার পিঠে কথা এসে যাচেছ – এখানেও মুসলিম নামধারী অধিকাংশ মানব সন্তানের একটা মৌলিক বিশ্বাস যেন কিছুতেই হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে না– রিযিক যে আল্লাহ্র কাছ থেকেই আসে কেবল – তিনি নির্ধারণ না করলে IMF/World Bank কেউ পারবে না এক অণু পরিমাণ খাবারও আপনার মুখে তুলে দিতে। পবিত্র কোর'আনে বহুবার আল্লাহ্ এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, তিনি যাকে ইচছা তাকে অতিরিক্ত রিযিক দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছ । তাকে নিয়ন্ত্রিত বা হ্রাসকৃতভাবে রিযিক্ দান করেন। রিযিক্ নিয়ে বহু আয়াত আছে কোর'আনে, তার মাঝে ১১:৬, ২৯:৬০, ২৯:৬২, ৪২:১২, ৪২:১৯, ৬৭:২১ উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে দু'টো আয়াত ভেবে দেখবো ১১:৬ এবং ২৯:৬০:

There is no moving creature on earth but its sustenance depends on Allah: He knows the time and place of its definite abode and its temporary deposit: all is in a clear Record.[Qur'an, 11:6, *Meaning of the Holy Qur'an* – A.Yusuf Ali]

অর্থাৎ, *পৃথিবী পৃষ্ঠে বিচরণ করা এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিকের জন্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে না: তিনি জানেন তারা কখন ও কোথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং স্বল্পসময়ের জন্য অবস্থান করে: এসবই এক পরিষ্কার নথিভুক্ত রয়েছে।*

How many are the creatures that do not carry their own sustenance? It is Allah Who feeds (both) them and you: for He hears and knows (all things).[Qur'an, 29:60, *Meaning of the Holy Qur'an* – A.Yusuf Ali]

অর্থাৎ, *পৃথিবীতে এমন কত সৃষ্ট জীব রয়েছে যারা নিজের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না? কিন্তু আল্লাহ্ই তাদের এবং তোমাদের রিযিক দান করেন: তিনি সব শোনেন এবং সব জানেন।*

এখানে আল্লাহ্ দু'টো ব্যাপার বলছেন – প্রত্যেক প্রাণীই আল্লাহ্র উপর তার রিযিকের জন্য নির্ভরশীল। এছাড়া কত আপাত অসহায় প্রাণী আছে, যারা নিজের খাবার জমা করে রাখেনা বা রাখতে পারে না – আল্লাহ্ তো তাদের খাবারেরও ব্যবস্থা করেন।

আমার কথা হচেছ, এই মৌলিক বিশ্বাসটুকু থাকলে ছেলের মা-বাবা বা মেয়ের মা-বাবা কেউ ভাবতেন না – *এরা খাবে কি?* সম্মানিত পাঠক! আপনি কি জানেন যে, রাসূল (দঃ) এর কাছে কেউ অভাবের কথা বল্লে তিনি তাকে বিয়ে করতে বলতেন? যুক্তি ছিল যে, আরেকজন মানুষের রিযিক্ তার পরিবারে এসে জুড়বে এবং তাতে

www.amarboi.org

হয়তো তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে – আজকের আমাদের ধারণার ঠিক বিপরীত ধ্যান-ধারণা তাই না? হবেও বা, কারণ, তিনি মনে করতেন রিযিকের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্, আর আমরা, বিশেষত আমাদের দেশের মত হতভাগ্য দরিদ্র দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা মনে করেন যে, রিযিকের চাবি-কাঠি হচ্ছে IMF বা World Bank-এর হাতে অথবা সেগুলোর নিয়ন্ত্রক কাফির মহাশক্তির হাতে। সুতরাং আমরা তো ভাববোই যে, কাফির যদি ভিক্ষা না দেয় তবে, আমরা মুসলিমরা খাব কি – বা – ঘরে একটা প্লেট বেশী পড়লে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবো!

যাহোক মূল বক্তব্যে ফিরে আসি – বিয়ের পর কি খাবে সেটা ছাড়াও, আরো কিছু অত্যন্ত ঠুনকো জিনিস কাজ করে অভিভাবকদের মনে। সেটা হচ্ছে বিয়ে নিয়ে তাদের মনে কত গুলো preset image বা পূর্ব-নির্ধারিত বদ্ধমূল ধারণা থাকে – ধুমধাম করে পৃথিবীর সবাইকে জানিয়ে তবে, ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দেবেন। প্রিয় পাঠক! যে ছেলে বা মেয়ের জীবনের নিঃসঙ্গতা কাটাতে আমরা বিয়ের চিন্তা করছি, তার সুখ, শান্তি, তৃপ্তি বা পূর্ণতায় এসব মেকী জিনিসের বা ভাবনার কোন মূল্য আছে? প্রিন্সেস ডায়নার বিয়ের চেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ক'টা বিয়ে হয় পৃথিবীতে? কিন্তু হীরার মুকুট বা রাজ সিংহাসন কিছুই তার/তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ নিশ্চিত করতে পারেনি – আমরা সবাই তার করুণ পরিণতি সম্বন্ধে অবগত। যে সব গুণাগুণ কোন দাম্পত্য সম্পর্ককে পরিপূর্ণতা দান করে, সে গুলো কোন পার্থিব বা বৈষয়িক বিষয় নয় – বরং আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়ায় কোন দম্পতির উভয়ে যখন একে অপরের "চাদর" স্বরূপ বিবেচিত হয়[২৮] – অর্থাৎ, *একে অপরের জন্য লজ্জা, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদি ঢাকার পরিচ্ছদ* এবং *পৃথিবীর সকল খরতাপ, প্রতিকূলতা ও অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার নিমিত্তে ব্যবহৃত আবরণ স্বরূপ কাজ করে* – তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ দাম্পত্যসুখ নেমে আসে। মানবশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (দঃ)-এঁর প্রাণপ্রিয় কন্যার বিয়ে, ভীষণ রকম দরিদ্র হয়রত আলী (রাঃ)-এর সাথে কি ভাবে, কত অনাড়ম্বর ভাবে সমাধা হয়েছিল, সে গল্প বলতে গিয়ে এবং তার সাথে আজকের আমাদের মুসলিমদের বিয়ে-শাদীর জটিল ও ব্যয়বহুল আনুষঙ্গিকতা ও আনুষ্ঠানিকতার তুলনা করতে গিয়ে, একদিন মসজিদে বয়ানরত আমাদের এক দ্বীনী ভাই কেঁদেই ফেললেন। ইসলামে বিয়ে কত সহজ, কত স্বল্পব্যয় একটা ব্যাপার ছিল, অথচ নিজেদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরেই বুঝি, হিন্দুদের অনুকরণে রং বেরং-এর অনুষ্ঠান সংযোজন করে আমরা বিয়েকে কত কঠিন আর ব্যয়বহুল একটা ব্যাপারে পরিণত করেছি। আজ তাই, আমরা মুসলিমরাও, একটা কন্যা সন্তান জন্ম নিলে জন্ম সংবাদে, শরৎচন্দ্রের "পরিণীতার" শুরুতে যেমন বর্ণনা রয়েছে, তেমনি ব্যথায় নীল হয়ে যাই – আজ মুসলিমরাও নির্ভেজাল 'হারাম' যৌতুকের দাবী বা বিনিময় করে থাকে বিয়ে-

[২৮] দেখুন কোরআন, ২:১৮৭।

www.amarboi.org

শাদীর সময়ে। আমাদের মত মুসলিমরা যে কাফির-মুশরিক বা হিন্দুদের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াবো এটাই তো স্বাভাবিক – তাই না?

(ii) দ্বিতীয় যে কারণটা বাবা-মার মনে ভয়ের জন্ম দেয় তা হচ্ছে, ছেলে-মেয়ের ক্যারিয়ারের অনিশ্চয়তা। এখানেও ক্যারিয়ার যে বাবা-মার প্ল্যান অনুযায়ী ছকে বাঁধা নিয়মে গঠিত হবে, সেটা ভাবাই একধরনের অন্যায়। আমি অগণিত ছেলেমেয়ের কথা জানি, যারা কেবল তাদের বাবা মাকে খুশী করতে, পড়া শোনার efficient machine বা 'কার্যকরী যন্ত্র' হিসেবে perform করতে গিয়ে, অতি অল্পবয়সেই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগের কথা। আমাদের এক বন্ধু, তার বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে ডাক্তারীতে ভর্তি হয় – পাশও করে বের হয়, কিন্তু পেশাগত জীবনে সে একজন ঠিকাদার – কারণ, সে কখনো ডাক্তার হতে চায়নি। এটা ঠিক যে বাবা-মাই ছেলেমেয়েদেরকে জীবনের পথে সবচেয়ে ভালো দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন – কারণ, যে কোন সন্তানের জন্যই স্বাভাবিক ভাবে, তার মাতা-পিতার চেয়ে বড় শুভাকাঙ্খী আর কেউ হবার কথা নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, জীবনে নিজেরা যা হতে পারেন নি বা পরীক্ষায় যে ধরনের ফলাফল লাভ করতে পারেননি, ছেলে-মেয়েকে তেমনটা 'হওয়াতে' গিয়ে, তাদের ওপর তাদের বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী ভারী বোঝা চাপিয়ে দেন – যার ফলাফল শেষ অবধি কখনোই ভালো হতে পারে না। অথচ এঁরা তো ছেলে-মেয়েকে ভালোবাসেন সত্যিই! কিন্তু ছেলে মেয়ের জন্য কোনটা ভাল, সেটা ভাবতে গিয়ে, ছেলে-মেয়ের কোনটা ভালো লাগে অথবা তারা কতটুকু বোঝা বহন করতে সক্ষম, তা ভেবে দেখার অবকাশ পান না। ছেলেমেয়েদের যে বয়সে তাঁরা, BUET[২৯] বা DMC[৩০] -তে অবশ্যই একটা স্থান করে নিতে হবে বলে সন্তানদের তাগিদ দেন, সেই বয়সে আসলে তাদের সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় হতো জীবনে একজন সাথী লাভ করা বা তাদের প্রবল যৌন স্পৃহার একটা বৈধ, স্থায়ী, সুন্দর ও তৃপ্তিকর পরিণতি। তাতে তাদের ক্যারিয়ার গঠনও সহজ হতো।

যারা মেলামেশা করে, পরে পরস্পরকে বিয়ে করেছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, কেবল লুকোচুরি মার্কা দেখা সাক্ষাৎ arrange করতেই জীবনের কত মূল্যবান সময় অপচয় হয়ে যায়। অথচ দিন শেষে নিজের কাঙ্খিত মানুষের সাথে এবং মানুষের মাঝে যে মিলিত হওয়া যাবে, এতটুকু নিশ্চয়তা যখন স্বীকৃত নিয়মে কারো থাকে, তখন সে গোটা দিনটা মনোযোগ সহকারে একটা কাজে ব্যয় করতে পারে – বনে-বাদাড়ে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চোরের মত মিলিত হবার "ধান্দায়" জীবন কাটাতে হয় না। এছাড়া ছাত্রজীবনে বিয়ে করা দম্পতি, একে অপরের সত্যিকার বন্ধু রূপে একসঙ্গে

---

[২৯] Bangladesh University of Engineering and Technology

[৩০] Dhaka Medical College

www.amarboi.org

বড় হতে পারে বা পরিণতি লাভ করতে পারে। অথচ, আমাদের অধিকাংশ বাবা-মায়েরাই এদিকটা কখনো ধর্তব্যের ভিতর-ই আনেন না। সাধারণ বাবা-মার কথা বাদই দিলাম – যাদের আমরা ইসলামপন্থী বলি তাদের বেলায়ও দেখেছি, ১০ জনের ভিতর ৯ জনই, ছাত্র জীবনে ছেলে-মেয়ের (বিশেষত ছেলের) বিয়ের কথা শুনলে, চমকে ওঠেন । আমার ছেলেকে ছাত্র অবস্থায় বিয়ে দিতে চাইলে, যখনই এ বিষয়ে কোন সুহৃদের সাথে আলাপ করেছি তখনই *"এখনই কি?"* শ্রেণীর expression ছিল নিত্য নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা। চোখের এবং মনের উপর কোন কারণবশত যেন একটা পর্দার আবরণ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের – বস্তুবাদের পর্দাই বুঝিবা – যা আমাদের এই বাস্তবতাটি ভুলিয়ে রাখে যে, ক্যারিয়ার, প্রাচুর্য্য, প্রতিষ্ঠা এগুলো বিয়ের কোন শর্ত নয়– সত্যিকার অর্থে একজন ছেলে বা মেয়েকে *"বিবাহ উপযুক্ত"* মনে করার necessary and sufficient condition আসলে একটাই:বয়স বা আরো সঠিকভাবে biological বয়স। আর তাই আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে, biologically উপযুক্ত হবার পর যখন যৌন সাহচর্যের জন্য উন্মুখ নবীনদের জীবনের প্রতিটি দিন নিঃসঙ্গতার পথে গড়িয়ে গড়িয়ে পার হতে থাকে, তখন অবুঝ ভাবে হলেও, তারা খুব সহজেই যে সব কবীরা গুনাহ্‌র আবর্তে তলিয়ে যায়, তার প্রতিটি ঘটনার দায়-দায়িত্বের (বা শাস্তির?) একটা অংশ তো বাবা-মার উপরও বর্তায়? অবস্থা দৃষ্টে এটা বল্‌লে কি ভুল হবে যে, *কেবলমাত্র কিছু বৈষয়িক লাভের জন্য বা সুবিধার জন্য তাঁরা ছেলে-মেয়েকে চোখের, মনের ও কানের ব্যভিচারের পথে পরিচালিত করছেন?* অথবা, *কেবল অর্থনৈতিক উন্নতির হিসাব নিকাশ করে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ও স্বভাবসুলভ জীবনের গতিরোধ করে তারা Aswan dam তৈরীর মতই পরিবেশের ও প্রতিবেশের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী একটা কাজ করছেন??*

এই পর্যায়ে, এই বইয়ের পাঠককুলের মাঝে, বয়ঃসন্ধি পার হওয়া ছেলে-মেয়েদের মা-বাবা যারা রয়েছেন, বিশ্বাসী দ্বীনী ভাই-বোন হিসেবে আমি তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, একটু অবকাশ নিয়ে বুকে হাত দিয়ে একবার ভাবতে যে: **তারা কি সত্যিই জানেন যে, তাদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের নিয়ে কি ভাবে? তাদের অনুপস্থিতিতে কি ভেবে, কি করে, কি নিয়ে কথা বলে তাদের অবসর কাটে? বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটে বা মেডিকেল কলেজের মত উচ্চতর শিক্ষা লাভে যারা ঘরের বাইরে যায় বা থাকে, তারা সত্যিই কোথায় যায় এবং কি করে?**

[সম্মানিত পাঠক! আমি প্রথম উপরের অধ্যায় লেখার বৎসরখানিক পরে, এই লেখার সম্পাদনা পর্বে, পত্রিকান্তরে (১৫/১৬ই মার্চ ২০০৪) প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাবা-মা-র অজান্তে তো বটেই, বিশ্ববিদ্যালয় বা হল কর্তৃপক্ষেরও অজ্ঞাতসারে, বিলাসবহুল নৌযান ভাড়া করে ৯৮ জনের একদল *'মেধাবী'* **ছাত্র ও ছাত্রী প্রমোদবিহারে যায় – যাদের ভিতর ৩৫ জন ছাত্রী (!!) ছিল** – দুর্ঘটনায় তাদের এগারো জন মারা গেলেই কেবল সবাই ব্যাপারটা জানতে পারেন।

www.amarboi.org

মাননীয় পাঠক! আপনার একটা 'মেধাবী' ছেলে বা মেয়ে যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে থেকে 'মানুষ' হবার প্রক্রিয়ায় অধ্যয়নরত অবস্থায় থেকে থাকে – আপনি কি নিশ্চিত জানেন যে, সে ঐ ধরনের কোন ব্যভিচার সংকুল প্রমোদ বিহারে যাচ্ছে কি না??]

৩। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সামঞ্জস্য ও সমঝোতা না থাকলে:

বিবাহিত জীবনে বা বিয়ে করার পর থেকে স্বামী বা স্ত্রীর একে অপরকে ঐ সময় পছন্দ নাও হতে পারে – যে মাত্রার পছন্দ হলে একে অপরের ভিতর absorbed থাকা যায় বা একে অপরকে নিয়ে "মেতে" থাকা যায়। এই অপছন্দের কারণ সত্যি সত্যি বাস্তব যেমন হতে পারে, তেমনি বায়বীয় ও preset মানসিক ধ্যান-ধারণা বা বিকৃত যৌনতাবোধ থেকে উদ্ভূতও হতে পারে। আগেই যেমন বলেছি, কাফিরদের বাজারজাত করা বিনোদন সামগ্রী ভোগ করতে করতে, যে কারো মনে একধরনের image সৃষ্টি হতে পারে নিজের জীবনের সঙ্গী/সঙ্গিনী কেমন হবে সে সম্বন্ধে এবং তার range ও বিশাল হতে পারে – কারণ কল্পনার ও বিকৃতির জগতে তো কোন কিছুতেই বাধা নেই। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ব্যভিচারের যত প্রকার আছে, তার মাঝে মনের ব্যভিচারই সবচেয়ে নির্বিঘ্নে গোপনে ও সন্তর্পণে সমাধা করা যায়। এই ধরনের image এর বন্ধনে আবদ্ধ অভিশপ্ত আত্মার, রক্ত-মাংসের বাস্তব কাউকে নিয়ে সুখী হওয়া দুরূহ। সুতরাং, সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও, সবসময় তার অতৃপ্তি নিরসন করতে নানা রকম বিকৃতির আশ্রয় নেবে। সমাজে এমন অনেক মানুষ দেখা যায় যারা কোন আপা, ভাবী, খালাম্মা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ আসক্ত বা obsessed – শারীরিক কোন সংসর্গ ছাড়াই একধরনের যৌন flavour-এর মাঝে এসব বিশেষ মানুষদের পরিবেশে জীবন যাপনকে এরা উপভোগ করেন। কোন ন্যূনতম মুসলিমও এধরনের জীবনে অভ্যস্ত হতে পারেন না। যাহোক, বিবাহিত মানুষের মাঝে সঙ্গত কারণেও অতৃপ্তি থাকতে পারে। বিয়েটাকে একটা পবিত্র 'চুক্তি' হিসেবে ভেবে অথবা আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে কাঁধে নেয়া একটা দায়িত্ব হিসেবে চিন্তা করে, চেষ্টা করা উচিত বিয়েটা টিকিয়ে রাখা যায় কিনা – তার কারণ, অনুমোদন থাকলেও, বিবাহ-বিচ্ছেদ আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় একটা কাজ। কিন্তু নামমাত্র বিয়ে টিকিয়ে রেখে, নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে, নানা রকম সামাজিক সম্পর্ক থেকে (সংসর্গ বিহীন হলেও) যৌন সুখ আহরণ করার বিকৃত প্রচেষ্টার চেয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ অনেক শ্রেয় – আসলে তো বিবাহ বিচ্ছেদ রাখাই হয়েছে অনাচার/পাপাচার রোধে একটা safety device হিসাবে। পশ্চিমা কাফির সমাজে আদতে যদি এই safety device থাকতো, তাহলে উনবিংশ শতাব্দীতে D.H.Lawrenceকে, Lady Chatterley's Lover লিখতে হতো না।

আমরা বর্তমান যুগের পশ্চিমা ধাঁচের বিবাহ-বহির্ভূত কুকুর-সুলভ জীবন বা কথায় কথায় বিবাহ-বিচ্ছেদের যেমন ওকালতি করতে পারি না, তেমনি বিবাহের জোয়াল

www.amarboi.org

একবার কাঁধে নিলে কোন অবস্থাতেই তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না – এধরনের হিন্দু-সুলভ বা কতিপয় ক্যাথলিক ঐতিহ্যসুলভ মানসিকতাকেও সমর্থন করতে পারি না। সোজা কথা আল্লাহ্ যেহেতু বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন করেছেন, তখন তাকে কেউ নিষিদ্ধ বলতে বা মনে করতে পারে না – কিন্তু একই সময়ে মনে রাখতে হবে যে, অনুমোদিত কাজের ভিতর, এটাই আল্লাহ্র সবচেয়ে *অপছন্দনীয়* কাজ – সুতরাং "যথাসম্ভব" পরিত্যাজ্য। প্রিয় পাঠক! ধরুন একজন যুবতী বা তরুণী কুমারী মেয়ের এমন একজন মানুষের সাথে বিয়ে হলো যে অক্ষম। পৃথিবীর কোন বিচারে কি ঐ মেয়েটিকে সারাজীবন ঐ অক্ষম পুরুষের সাথে থাকতে "বাধ্য" করা সঠিক হবে? আর যদি বাধ্য করা হয়, তবে তো বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচারের দিকে তাকে অনেকটা ঠেলেই দেয়া হবে – অর্থাৎ সে যেন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, অনেকটা তার ব্যবস্থা করা হলো বলেই বলা যায় ব্যাপারটা। এর চেয়ে (যদি সে সংযমী হতে না পারে বা সংযমী হওয়ার বা সারাজীবন যৌন সংসর্গ বিহীন কাটানোর কোন কারণ বা ইচ্ছা না থাকে তার) কি এটাই স্বাভাবিক এবং সুন্দর নয় যে, সে ঐ মানুষটির কাছ থেকে মুক্তি লাভ করে পুনরায় বিয়ে করবে! মানুষ জোর করে কাউকে ভালোবাসতে পারে না। হ্যাঁ, মোটামুটি ভাবে ঘৃণা বা খুব খারাপ লাগার কোন কারণ না থাকলে, সহ অবস্থান থেকে হয়তো একটা সম্পর্কের ভিতর সমঝোতা, ভাল-লাগা এমনকি ভালোবাসাও গড়ে উঠতে পারে কালক্রমে – কিন্তু একজনকে অপরজনের যদি সহ্যই না হয়, তবে কি বিবাহবিচ্ছেদ শ্রেয় নয়? আমরা অনেকেই হয়তো জেনে থাকবো যে, জনৈক সাহাবীর সাথে বিবাহিতা এক মহিলা কেবল এই বলে রাসূল (দঃ) এর কাছে বিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন যে, তার স্বামী দেখতে কুৎসিৎ এবং তার মুখের দিকে তার তাকাতে ইচ্ছা করে না!! রাসূল (দঃ) সে আবেদন মঞ্জুরও করেছিলেন।

আমাদের দেশে সমাজের কিছু স্তরে, কিছু পরিবারে বা ব্যক্তি বিশেষের মাঝে এমন মনোভাব রয়েছে যে বিবাহ-বিচ্ছেদ একটা অত্যন্ত গর্হিত ও অসম্মানজনক ব্যাপার। কোন স্বামী হয়তো তার স্ত্রীকে অবহেলা করে রক্ষিতাকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, অথচ ঐ স্ত্রী নিজের তথাকথিত সম্মানের দিকে চেয়ে বা সামাজিক মর্যাদার খাতিরে, আসবাব পত্রের মতই একটা ক্লীব বা জড় বস্তুর মত ঘরের শোভা বর্ধন করে তার জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন – তা করতে গিয়ে একদিকে যেমন তিনি ঐ স্বামীর অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তেমনি অপর দিকে তিনি নিজেও নিজেকে সম্ভাব্য বিকৃত যৌনাচারের জন্য সম্ভাবনাময় করে তুলছেন। এধরনের অনেক স্ত্রীই কাউকে *'ভাই'* ডাকেন এবং *"ভাই-বোন"* সম্পর্কের সুবাদে এক সঙ্গে গল্প করে বা একে অপরের চিত্ত বিনোদন করে "সংসর্গ-বিহীন" বিকল্প যৌনসুখ লাভ করেন। আবার এমনও দেখা যায় যে, ঘরে যেহেতু আশা করার কিছু নেই, সেহেতু এই শ্রেণীর অতৃপ্ত আত্মা, তৃপ্তির সহজ পথ অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ লাভ করে নতুন সঙ্গীর সাথে ঘর না বেঁধে হয়তো হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপামর জনগণের চিত্ত বিনোদন করে – নিজের অবহেলিত ও পরিত্যক্ত রূপের বাণে পর-পুরুষকে নিষ্ফল আয়োজনে বিদ্ধ করে এক

www.amarboi.org

ধরনের বিকৃত আত্মতৃপ্তি লাভ করে। ইসলাম এধরনের যাবতীয় *"বদমায়েশী"* কে রোধ করার জন্য, সঙ্গত কারণেই বিবাহ-বিচ্ছেদ এর অবকাশ রাখে এবং তারপর পুনরায় বিবাহকে উৎসাহিত করে।

৪। জীবন সাথী বা জীবনসঙ্গীর অভাবঃ

কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে আক্ষরিক অর্থেই জীবন-সঙ্গীর অভাব দেখা দিতে পারে– অর্থাৎ সকল ইচছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, একজন নারী বা পুরুষ তার জীবন সঙ্গী খুঁজে পাচেছ না এমন একটা অবস্থা দেখা দিতে পারে – যেমন ধরুন কোন যুদ্ধাবস্থার পরে কোন জনসমষ্টিতে পুরুষ জনসংখ্যা আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যেতে পারে (ঠিক এই মুহূর্তে কাফির-স্বর্গ রাশিয়ার যে অবস্থা দেখা দিয়েছে)। এধরনের বিশেষ অবস্থার ইসলাম সম্মত সমাধান রয়েছে, যার আওতায় যে কোন মানব সমাজ বিপর্যয় এড়াতে পারে। অতি সাম্প্রতিক কালে চীনে মেয়েদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গিয়েছে – যার মূলে রয়েছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে tamper করা বা মানুষ কর্তৃক আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা, যা ইসলামের দৃষ্টিতে একটা গর্হিত অপরাধ। বিপ্লবের পরে কম্যুনিস্ট চীনে, জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, সেখানকার বিপ্লবী সরকার পরিবার প্রতি মাত্র একটি সন্তানের কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। scanning কালে গর্ভস্থ ভ্রূণ মেয়ে বলে বোঝা গেলে, অনেক দম্পতিই সে ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলতো (বা এখনো করে থাকে) – তাদের কোটার সন্তানটি ছেলে হবে সেই অভিপ্রায় নিয়ে। সেখান থেকে সংগত কারণেই বর্তমান সংকটের সূচনা হয়। তবে স্বাভাবিক কারণে অন্যান্য সমাজব্যবস্থায় সব সময় মেয়েদের জন্মহার বেশী হতে দেখা গেছে (আরেকটি ব্যতিক্রম হচ্ছে হালের হিন্দুস্থান – যৌতুক যাতে না দিতে হয় সেজন্য, কন্যা সন্তানকে ভ্রূণ পর্যায়ে হত্যা করাটা এখন হিন্দুস্থানের সর্বসাম্প্রতিক আধুনিকতা)। তার কারণ দু'ধরনের বলে মনে করা হয়: (ক) আলাহ্‌র সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী একটি ভ্রূণ মেয়ে হওয়াটাই স্বাভাবিক[৩১] – ছেলে হতে হলে কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে হয় – বুঝিবা সে কারণেই স্বাভাবিক ভাবে পৃথিবীতে মেয়েদের সংখ্যা বেশী হতে দেখা যায়। (খ) দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে স্বভাবজাত – খুব স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষ যেহেতু ঘরের বাইরের কর্মকান্ডে অপেক্ষাকৃত বেশী সম্পৃক্ত, সেহেতু যুদ্ধ সহ যে কোন পেশাগত কারণে মৃত্যুর সম্ভাবনা পুরুষেরই বেশী (যেমন ধরুন কয়লা খনিতে ধ্বসের জন্য বা সমুদ্রে জাহাজ ডুবির কারণে যে সব মৃত্যু হয়)। এমতাবস্থায় পৃথিবীর মানব সমাজগুলোতে, বিভিন্ন সময়ে পুরুষের তুলনায় নারীর আধিক্য দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। এর ইসলামী সমাধান হচেছ, একজন পুরুষের চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ অনুমোদন করে যে বিধান রয়েছে। কিন্তু যে সব সমাজে এই বিধান স্বীকৃতি না দিয়ে কেবল একজন বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বীকৃতি দেয়া হয়, সেসব সমাজে প্রকারান্তরে যৌন

---

[৩১] দেখুন:*Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

বিকৃতি ও ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ইসলামের কেবল এই একটি বিধানকে যথাযথ মনে করলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-উত্তর ইউরোপে সামাজিক কাঠামো তথা নৈতিক মূল্যবোধের ধ্বস নামতো না এবং ফলশ্রুতিতে পিতৃপরিচয়হীন জারজ সন্তানের বিশাল প্রজন্মের উদ্ভব ঘটতো না।

বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম বিশ্বে, ইচছা থাকা সত্ত্বেও জীবনসঙ্গীর অভাবে বিয়ে করতে না পারার সমস্যাটা খুব প্রকট ও উদ্ভট পর্যায়ে পৌছেছে ইন্দোনেশীয়ায়। মুসলিম বিশ্বের আর কোথাও পুরুষের তুলনায় নারীর আধিক্য এবং সহজলভ্যতা এমন দৃষ্টিকটু ভাবে চোখে পড়ে না। রাসূল (দঃ) যেমন বলে গিয়েছেন যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা তাদের পিছনে পিছনে সরীসৃপের গর্তে পর্যন্ত ঢুকে পড়বো, তেমনি তাদের অনুসরণে আজ আমরা একাধিক বিয়েকে লজ্জার বিষয় মনে করি – অথচ, সঙ্গতিপূর্ণ পুরুষের দশজন রক্ষিতা প্রতিপালনকে আভিজাত্য মনে করি। ইন্দোনেশীয়ার সমাজে অবিবাহিতা মেয়েদের এক বিশাল জনসংখ্যা সেখানে সামাজিক বিপর্যয় এবং নানা ধরনের যৌন বিকৃতি বা অনাচারের পরিবেশের ও পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে আমার কর্মস্থলে বেশ কিছু ইন্দোনেশীয় সহকর্মী ছিলেন, যদিও তাদের অধিকাংশকে নাম সর্বস্ব মুসলিমও বলা যায় না (কারণ তাদের কারো কারো নাম হরি এবং ইন্দ্র ইত্যাদি ছিল) । আমি তাদের সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করে তাদের অনুরোধ করেছিলাম যে, তাদের মাঝে যাদের সঙ্গতি রয়েছে, তারা যেন একাধিক বিয়ে করেন – বিশেষত আল্লাহ্‌ভীরু মুসলিমাহ্‌দের, যারা সেখানকার সমাজে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন।

আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থাও এই নিরিখে এমন ভালো কিছু নয় এবং ইন্দোনেশীয়ার মত পরিণতির দিকেই ধাবমান। সেজন্য আমাদের উচিত রক্ষিতা প্রতিপালনসহ যাবতীয় সামাজিক যৌন বিকৃতি ও অনাচারকে রোধ করতে, আল্লাহ্‌ অনুমোদিত পুরুষের একাধিক বিয়ের পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা – বিশেষত ভালো মুসলিম যারা, তাদের মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর কোন "তাগুত" শক্তিই আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিবর্তন করার বা বিকৃত করার অধিকার রাখে না এবং আমরা যদি তাগুতের ঐ ধরনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিই, তবে আমরা নিজেরাই বাস্তবিক ভাবে "কুফ্‌রে" লিপ্ত হব। যারা বিয়ের বাইরে, পুরুষের চিত্ত বিনোদন তথা সংসর্গকে খারাপ কিছু মনে করেন না, সে সব নারীদের কথা আলাদা। কিন্তু রক্ষিতার জীবনের চেয়ে বা কুকুর-বিড়ালের মত কেবল বিপরীত লিঙ্গের ভোগের সামগ্রী হবার চেয়ে, যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বিবাহিত জীবন যাপনকে শ্রেয় মনে করেন, সে সব মুসলিমাহ্‌দের উচিত ভালো কোন মুসলিমের ঘরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষ হিসেবে শরীয়তসম্মত জীবন যাপন করার ব্যাপারে অন্তত মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা।

পাঠক হয়তো জেনে থাকবেন যে, মুসলিম বা মুসলিমাহ্‌ এবং "কাফিরে" বিয়ে হয় না – আবার বিবাহিত অবস্থায় যদি দম্পতির কোন একজন "কাফির" বা "মুরতাদ" হয়ে যান, তবে তাদের ইসলামসম্মত বিয়ে স্বয়ংক্রিয় বা automatic

www.amarboi.org

ভাবেই ভেঙ্গে যায়। কিছুদিন আগে একজন হিজাবী ও ভালো অনুশীলনরত মুসলিমাহ্ তরুণী আমার স্ত্রীকে তার সমস্যা জানাতে গিয়ে বলেন যে, তার বাবা-মা তার জন্য এমন এক ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসেন, যে একজন নাস্তিক। প্রাথমিক আলাপ পর্বে ছেলেটি ঐ মেয়েকে বলে যে, সে তার ইসলামী জীবন যাপনে বাধা দেবে না (হিজাব বা নামাজ ইত্যাদি) সত্যি, তবে সে নিজে একজন অবিশ্বাসী। মাননীয় পাঠক! ইসলামী মতে এদের বিয়ে হতে পারে না। ঐ মুসলিমাহ্ বোন বা তার মত আরো যারা রয়েছেন, তাদের মনে রাখা উচিত যে, ঐ রকম "কাফির" বা "কার্যত-কাফির" কোন ছেলের একমাত্র স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে ঘর করার চেয়ে (যা অবশ্য ইসলামী মতে ঘর করা হবে না বরং living together হবে), যে কোন ভালো মুসলিমের ২য়, ৩য় বা ৪র্থ স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে ঘর করা অতি অবশ্য শ্রেয় এবং করণীয় – দুনিয়া এবং আখেরাত দু'টোর জন্যই। সুতরাং হিন্দুদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মানসিকতা বা পশ্চিমা কাফিরদের "কুফ্‌রী" মতবাদে প্রভাবিত না হয়ে, আমাদের উচিত আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী নিজের এবং সামাজিক জীবনধারাকে পরিচালিত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। একই কথা বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মুসলিমাহ্‌দের বেলায়ও প্রযোজ্য। মুসলিমদের উচিত যে কোন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মুসলিমাহ্‌কে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী পূর্ণ মর্যাদা সহকারে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার মন-মানসিকতা গড়ে তোলা – হিন্দু বা অন্যান্য "কাফির" মূল্যবোধ থেকে নিজেদের মুক্ত করে, ৭ম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানবদের অনুকরণে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে পরিচালিত করা। তবেই এখানকার সমাজের অনাবশ্যক, অনাকাঙ্খিত ও অযাচিত অনেক *"মিথ্যা সমস্যার"* অবসান ঘটবে।

মাননীয় পাঠক! এ পর্যায়ে আমরা যা নিয়ে আলাপ করছি তা হচ্ছে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জীবনসঙ্গীর অভাব হেতু বিয়ে করতে না পারা এবং সেটা থেকে যৌন বিকৃতি বা বিকৃত যৌনাচারের ক্ষেত্র তৈরী হওয়া। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও জীবন সঙ্গী না পাওয়ার পরিস্থিতি, অনিবার্য বা কোন demographic (বা জনমিতিগত) কারণ ছাড়াও, কখনো কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হয়। আগে যেমন কিছুটা বলেছি- – বিয়ের জন্য, অহেতুক এবং সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কিছু condition fulfill করার যে রেওয়াজ আমরা তৈরী করেছি, তা থেকেও সমস্যা দেখা দেয়। খবরের কাগজে "পাত্র চাই" বা "পাত্রী চাই" বিজ্ঞাপনগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, মুসলিম শরীরে "কাফির" মগজ নিয়ে, আমরা আজ উন্নতি লাভ করতে করতে এমনই পর্যায়ে গিয়েছি যে, বিবাহের যোগ্যতা হিসেবে কোন "কাফির" দেশে "ইমিগ্র্যান্ট" মর্যাদা লাভ করার মত একটা হারাম কাজ তালিকায় শীর্ষে স্থান পায়। তারপরে আসে "ঢাকায় বাড়ী" বা 'চাকুরী' ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ মুহাম্মদ (দঃ)-এঁর তথাকথিত উম্মতদের বিবাহের যোগ্যতার তালিকার ১নং স্থান পাবার কথা যে গুণের, সেই "তাকওয়া" বা "আল্লাহ্ ভীরুতা" গত ২০ বৎসরে কোন বিয়ের বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হতে দেখেছি বলে মনে করতে পারি না– হয়ে থাকলেও হয়তো আমি miss করেছি। "কাফিরায়ন" পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত

www.amarboi.org

হয়ে, আমাদের মন মানসিকতা আজ যে পর্যায়ে পৌছেছে, সে জন্যই অনেক সময়ই, একজন ছেলে বা মেয়ে কাঙ্খিত *"যোগ্যতার"* অভাবে হয়তো জীবনসঙ্গী খুঁজে পায় না। দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা ও conviction থাকা সত্ত্বেও – চোখের, মনের ও কানের ব্যভিচার করা থেকে নিজেকে বাঁচানোর সামগ্রিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, একজন মানুষ হয়তো জীবনসঙ্গী খুঁজে পায় না, বা, আরো সঠিক ভাবে বলতে চাইলে, *'উপযুক্ত'* জীবনসঙ্গী খুঁজে পায় না । উপযুক্ত এজন্য বল্‌লাম যে, যিনি যত ভালো মুসলিম, তার জন্য বর্তমান সমাজে একজন উপযুক্ত জীবনসঙ্গী পাওয়া তত দুষ্কর – কোন বৈষয়িক গুণাগুণ বিচারে না আনলেও, কেবলমাত্র এমন একজন ভালো মুসলিম বা মুসলিমাহ্ খুঁজে পাওয়া বেশ দুরূহ একটা ব্যাপার, যিনি নিজে আর কোন কিছুকে প্রাধান্য না দিয়ে কেবলমাত্র একজন ভালো মুসলিমাহ্ বা মুসলিমকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করবেন।

৫। অতিরিক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব :

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতার কতগুলি সীমারেখা আছে। অবশ্যই সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে "হুদুদ আল্লাহ্" বা আল্লাহ্প্রদত্ত সীমারেখা যা কিছুতেই লংঘন করা যাবে না। মুসলিম দেশগুলোর সমাজ যেহেতু ইসলামী নয় বরং কাফিরদের অনুকরণে secular বা ধর্ম-নিরপেক্ষ, সেহেতু আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমারেখা প্রতিনিয়ত লংঘিত হচ্ছে "ব্যক্তি স্বাধীনতা" বা নানা রকম "অধিকারের" ছত্রছায়ায়। এসব থেকেই নানা রকম বিকৃতির অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে থাকে। ৮৭% মুসলিমের আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে *'জরায়ু স্বাধীনতার'* শ্লোগান বা ফরিদপুরে, জনৈকা কাফির ও তথাকথিত জনৈকা মুসলিম (?) মেয়ের সমকামী বিবাহের সংবাদ সেটাই প্রমাণ করে। ইসলামী সমাজে প্রথমত কোন অনাচারের উৎসই থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন একটি ইসলামী সমাজে মদের দোকান থাকবে এবং তারপর আশা করা হবে যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার লাগাম টেনে ধরে ঈমানদাররা কখনোই মদ্যপানে লিপ্ত হবেন না – এমনটি হবার অবকাশ নেই। বরং প্রাথমিকভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্র নিশ্চিত করবে যে, দেশে মদের দোকানই থাকবে না বা মদের source ই থাকবে না। তারপর আশা করা হবে যে, ঈমানদাররা মদ্যপান থেকে বিরত থাকবেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন ভাবা হবে, তখন সহজেই বোঝা যাবে যে, সমাজে যৌন বিকৃতি বা অনাচার রোধে প্রাথমিক ভাবে যৌন প্রবৃত্তিকে অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে জাগিয়ে তোলার বা incite ও excite করার source থাকাটা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এর আওতায় অর্থাৎ অনাচারের উৎসের আওতায়, অশ্লীল সাহিত্য, গান, সিনেমা, নাটক, ম্যাগাজিন ও অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট ব্যবহার সবই আসবে। "কি চমৎকার জংলা গাছে পাইকাছে ফল কে খাবে" – এরকম ইঙ্গিতবহ গান যেমন একাধারে অরুচিকর অশ্লীল ও বমনস্পৃহা উদ্রেককারী (যে কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষের জন্য অবশ্য), তেমনি এই গান যে ছবিতে স্থান পায়, তার দৃশ্য নিশ্চয়ই আরো ঘৃণ্য প্ররোচনার উদ্দেশ্যে

www.amarboi.org

নিবেদিত। এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে – মুসলিম সমাজে সব কিছুর মতই কোন ব্যাপারটাকে আমরা "অশ্লীল" বলবো, তার মাপকাঠি ঠিক করা হবে কেবল মাত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নিরিখে, অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশের ভিত্তিতে। এখানে অন্য কোন 'দর্শন' বা আপেক্ষিকতার কোন সুযোগ নেই। আগে যেমন বলেছি: মূল ইসলামী অনুশাসনগুলো কোন সময়-নির্ভর ব্যাপার নয় যে, সময়ের সাথে বদলে যাবে। বরং কিয়ামত পর্যন্ত একই রকম প্রযোজ্য ও শিরোধার্য থাকবে প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিমের কাছে – যারা "কাফিরের" কাছে নিজেদের বিশ্বাস বন্ধক রেখেছেন, তাদের কথা অবশ্য আলাদা। মূল অনুশাসনের উদাহরণ হিসেবে ধরুন মদ্যপান বা সুদ সম্বন্ধে ইসলামের যে অনুশাসন, তা মুহাম্মদ (দঃ)-এঁর নবুয়তের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল space ও time এ প্রযোজ্য থাকবে – সকল দেশে এবং সব সময়ে প্রযোজ্য থাকবে। যারা মনে করেন যে, ঐ সব অনুশাসন এখন space বা time এর variable, তারা নিজেদের আর যাই মনে করুন না কেন মুহাম্মদ (দঃ)-এঁর উম্মত "মুসলিম" মনে করার কোন কারণ নেই।

আরেকটা একটু ভিন্নতর উদাহরণ দিই। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১-এর পরে, কাফির বিশ্বে সর্বত্র ঐ ঘটনায় যে ১৯ জন মুসলিম আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন কাফির expert রা – যাতে, নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছি আমরা মুসলিমরাও। হ্যাঁ, যে সব মুসলিম ঐ ধরনের ঘটনায় অংশ নিয়েছেন, তাদের নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তারা যে কাজে অংশ নিয়েছেন, সে কাজটা ভুল না ঠিক, তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে বা ভৌগোলিক রাজনীতির বিষয়ে তাদের মানবিক সিদ্ধান্তের দোষ-ত্রুটি নিয়েও হয়তো কথা হতে পারে। কিন্তু মাননীয় পাঠক! বিশ্বাস হারানো পশ্চিমা কাফিররা একটা ব্যাপার নিয়ে যে ভাবে হাসি-ঠাট্টা বা বিদ্রুপের অবতারণা করেছে, তা চোখে পড়ার মত – তা হচ্ছে, ঐ মানুষগুলো যে পরকালের পুরস্কারে বিশ্বাস করে আত্মাহুতি দিয়েছেন এই ব্যাপারটা। আমি আবারো বলছি এখানেও একথা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেত যে, এমন একটা কাজে অংশ গ্রহণ করে পরকালে তারা কি পুরস্কৃত হবেন? না তিরস্কৃত হবেন? তা না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে: *'যারা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে যে, তাদের ধর্মের জন্য প্রাণ দিলে তারা বেহেশতে যাবে এবং সেখানে পুরস্কার স্বরূপ "হুর" লাভ করবে, এমন উন্মাদদের কি দিয়ে ঠেকানো যায়!'* কাফিরদের এধরনের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের সাথে একটা পর্যায়ে অনেক মুসলিমও না বুঝেই যোগ দিয়েছেন – কেউ ভয়ে, কেউ বা কিছু প্রাপ্তির লোভে। অথচ, একটু অবকাশ নিয়ে ভাবলেই বোঝা যেত যে, ঐ সমস্ত কাফিরের একটা খৃস্টান নাম থাকলেও, তারা আজ আর সেই পরকালে বিশ্বাসী *'আহ্‌লে কিতাব'* খৃস্টান নয় – আখেরাতে বিশ্বাস, বেহেশত-দোজখে বিশ্বাস বা পরকালে কোন পুরস্কার বা শাস্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসকে তারা সেকেলে পুরানো ও অবাস্তব ভাবতে শুরু করেছে। তাই এধরনের মন্তব্য যারা করবে, তাদের *'আহ্‌লে কিতাব'* বলার অবকাশ নেই বরং নির্ভেজাল "কাফির" বলতে হবে। আমরা মুসলিমরা

www.amarboi.org

কি তাদের ঐ ধরনের ধ্যান-ধারণার সাথে একাত্মতা বোধ করতে পারি? বেহেশত/দোজখ বা বেহেশতে হুর প্রাপ্তি "ঠাকুর মার ঝুলির" কোন গল্পের বিষয় নয়। বরং তা হচ্ছে পবিত্র কোর'আনে বহু আয়াতে বর্ণিত একটা ব্যাপার (উদাহরণ স্বরূপ ৫৫:৫৬) এবং মু'মিন বলে গণ্য হবার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এসব নিয়ে কারো সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকলে, তার উচিত কষ্ট করে মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামাজ না পড়ে, কোন ভালো gymnasium-এ দিনে একবার গিয়ে ভালো ভাবে ব্যায়াম সেরে নেয়া।

যাহোক, কথা হচ্ছিল আল্লাহ্‌র বিধান বা অনুশাসনগুলো যে পরিবর্তনীয় নয় সে সম্বন্ধে। আর কথা হচ্ছিল মাপকাঠি নিয়ে – কোনটা অশ্লীল, আমাদের সেটা বিচার করতে হবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশাবলীর আলোকে – অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে। পর্ণোগ্রাফী বা ইন্টারনেটে পর্ণোগ্রাফিক Web-Site এর কথা বাদই দিলাম – মাননীয় পাঠক! বাংলাদেশের ৮৭% মুসলিম অধ্যুষিত সমাজের গল্প, কবিতা, গান ও নাটকের উপজীব্য বিষয় কি? ৯৯% ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই *'ব্যভিচার'*।[*এবং তাতে আশ্চর্য হবারও কোন কারণ নেই – এই বইয়ের সম্পাদনা পর্বে তসলিমা নাসরিনের 'ক' বইখানি প্রকাশিত হলে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে জানতে পারি যে, এসব 'ব্যভিচার' ভিত্তিক শিল্প-সাহিত্যের নামী-দামী রচয়িতারাও মূলত 'ব্যভিচারী'।*] নারী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত কোন ধরনের সম্পর্ক (কেবল মাহ্‌রাম সম্পর্ক – যেমন বাবা ও মেয়ের মাঝে যে রক্ত সম্পর্ক, এধরনের সম্পর্ক ছাড়া) যেহেতু ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না, সেহেতু বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম, ভালোবাসা, সংসর্গ ইত্যাদি সবকিছুই চোখের, কানের, মনের বা শারীরিক (আক্ষরিক) ব্যাভিচারের সাথে সম্পৃক্ত। আর তাই সঙ্গত কারণেই, আমাদের এই কথাটা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সিনেমা, নাটক, গান ইত্যাদি সবই অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট এবং সেহেতু পরিত্যাজ্য। একটা ইসলামী সমাজে এগুলোর অস্তিত্ব প্রথমত থাকাটাই উচিত নয়। তারপর আসছে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা – ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তির চেয়ে সামাজিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের স্থিতিশীলতা ও পবিত্রতা অনেক বড়। ব্যক্তি স্বাধীনতা কখনোই আল্লাহ্‌র বেঁধে দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বিকৃত যৌনাচারের উন্মেষ ঘটতে দেয়া যাবে না বরং *'জরায়ু স্বাধীনতা'* বা *'সমকামী নারীদের সহবাস'* ইত্যাদিকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ এবং নির্মূল করতে হবে। বিকৃত যৌনাচার বা ব্যভিচারের কারণসমূহের ভিতর বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ও লাগামহীন ব্যক্তি স্বাধীনতা সত্যিই ভেবে দেখার মত দু'টো দিক।

৬। সামাজিক অবিচারের ধারাবাহিকতায় বিজাতীয় মতবাদের অনুপ্রবেশ এবং সেই সূত্রে বিকৃতির উদ্ভব :

মাননীয় পাঠক! এই বিষয়টা এতই জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ, ভয়াবহ বিপজ্জনক এবং insidious যে আমার ভয় হয় ঘুমন্ত নগরীতে দস্যু-তস্করের আক্রমণ যেমন

www.amarboi.org

সবকিছুকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে যেতে পারে, তেমনি আমাদের reptilian brain[৩২] সম্বলিত ইসলামপন্থীরা যখন 'তাসাউফের' উপর সেমিনার করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে ব্যস্ত, তখন আমাদের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর ইসলামী ঐতিহ্য ভিত্তিক সমাজের অস্তিত্ব "নারীবাদের" মত বিজাতীয় মতবাদের প্রভাবে এবং আক্রমণে একেবারে বিলীন হয়ে যেতে পারে – যদি না আমরা reactive reptilian চিন্তা ত্যাগ করে, proactive বা দূরদর্শিতা সম্পন্ন চিন্তা-ভাবনা করতে না শিখি। আমি এ বিষয়টার গুরুত্ব তুলে ধরতে একটা গোটা অধ্যায় নির্ধারিত করতে চাই। আসুন "পশ্চিমা নারীবাদের প্রকৃত রূপ ও আমাদের দেশে তার প্রভাব" নামের পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করি। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে নারীবাদের ছত্রছায়ায়, নারীদের সমকামিতা ও বিচিত্র সব যৌন বিকৃতিকে পশ্চিমে একধরনের বৈধতা দেয়া হয়েছে, যা সত্যিই যদি বিশ্বমানবকুলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ডাইনোসরের মত, মানুষ কেবল ফসিল পর্বে আলোচ্য এক দুর্লভ প্রাণী হতে বেশী দিন সময় লাগবে না।

মাননীয় পাঠক, উপরের অধ্যায়গুলোতে আমি যে ব্যাপারগুলো প্রতিষ্ঠিত বা উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি সেগুলোকে আবার একটু সংক্ষেপে বলি :

কক) সাধারণ ভাবে যে কোন সমাজ, আর বিশেষ ভাবে ইসলামী সমাজে, নারী-পুরুষের মাঝের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা Pivotal একটা বিষয় – ইসলামী সমাজে যা well defined বা unambiguous হওয়াটা অত্যাবশ্যক।
খখ) যৌনতার স্বাভাবিক বিকাশ ও যৌনস্পৃহার আল্লাহ্-অনুমোদিত নিবৃত্তি – সামাজিক শান্তি, স্থিতি, সুস্থতা ও শৃঙ্খলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য।
গগ)ইসলাম বিয়ের বাইরে *'গায়ের মাহ্‌রাম'* নারী-পুরুষের কোন ধরনের কোন *'সম্পর্কের'* স্বীকৃতি দেয় না।
ঘঘ)একটা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সঠিক বয়সে বিয়ের মাধ্যমে, বিকারহীন সুস্থ মানসিকতা তৈরীর বিকল্প নেই।

---

[৩২] কোন চিন্তাভাবনা ছাড়া কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে জানে যে মস্তিষ্ক বা প্রতিক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক।

www.amarboi.org

অষ্টম অধ্যায়

পশ্চিমা নারীবাদের প্রকৃত রূপ ও আমাদের দেশে তার প্রভাব

মাননীয় পাঠক! ধরুন যদি এমন হতো যে, পৃথিবীর সব মানুষ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে দেখতে একই রকম – গায়ের রং, উচচতা, চেহারা, গড়ন, কণ্ঠস্বর সবকিছু এক এবং অবিকল – আপনার কেমন লাগতো, এমন একটা পৃথিবীতে বাস করতে? আমি না হয় আরেকটু সহজ একটা অবস্থা কল্পনা করতে বলি আপনাকে। ধরুন, আপনার পরিবারের বাবা-মা, মামা-খালা, চাচা-ফুফু এরা সবাই দেখতে এক এবং অবিকল – আপনার কেমন লাগতো? আমি তো কল্পনাই করতে পারি না এমন একটা অবস্থা ! তবে বুঝি, তা অত্যন্ত দুর্বিষহ হতো। এখন আরেকটু ছোট এবং একান্ত ব্যক্তিগত পরিধিতে নেমে আসা যাক। ধরুন আপনার জীবনসঙ্গী (স্বামী বা স্ত্রী) যদি সব বৈশিষ্ট্য সমেত দেখতে অবিকল আপনার মত হতেন? অকল্পনীয় তাই না!? আমার তো মনে হয় (বর্তমান mind set নিয়ে) বেঁচে থাকার আগ্রহ কেবল বহুলাংশে নয়, হয়তো সম্পূর্ণরূপেই হারিয়ে যেত । আসলে অবস্থাটা কল্পনাই করতে পারি না এমন দুর্বিষহ কিছু বলে মনে হয় – অনেকটা আমার শিরচ্ছেদ করা হচ্ছে, সেটা যেমন কল্পনা করতে পারি না, ব্যাপারটা তেমনই। প্রতিটি বস্তু, যন্ত্রপাতি, বা মেশিনের designer, maker বা manufacturer যেমন জানেন যে, তার design করা মেশিনের running ও maintenance এর জন্য কি কি কাঙ্খিত বা করণীয় – আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া-তা'লাও জানেন, আমাদের এই অত্যন্ত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য কি শান্তিময়, কি সুস্থ, কি স্বস্তিকর আর কি কাঙ্খিত!! কোরআনে সূরা আর্-রুমে পর পর দুটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

And among His Signs is this, that he created for you mates from among yourselves, that you may dwell in tranquillity with them, and He put love and mercy between your (hearts): verily in that are Signs for those who reflect. [Qur'an, 30:21, *Meaning of the Holy Qur'an* – A.Yusuf Ali]

অর্থাৎ, ***আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মাঝে রয়েছে এটা যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য (জীবন)সাথী তৈরী করেছেন যেন তোমরা তাদের সাথে প্রশান্তিময় জীবন যাপন করতে পারো, এবং তিনি তোমাদের (হৃদয়ের) মাঝে ভালোবাসা ও করুণা ভরে দিয়েছেন: নিশ্চয়ই এর মাঝে তাদের জন্য নিদর্শন (বা শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে, যারা ভেবে দেখে।***

www.amarboi.org

And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the variation in your languages and your colours: verily in that are signs for those who know. [Qur'an, 30:22, *Meaning of the Holy Qur'an* – A.Yusuf Ali]

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শন সমূহের মাঝে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম, এবং তোমাদের মাঝে ভাষার ও বর্ণের পার্থক্যঃ নিশ্চয়ই এর মাঝে তাদের জন্য নিদর্শন(বা শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে, যারা জ্ঞাত।

আমি আয়াত দু'টোর কথা জানতাম বহু আগে থেকেই, কিন্তু মনে ছিল না যে, কোথায় বা কোন সূরায় সেগুলো সন্নিবেশিত রয়েছে। পবিত্র কোর'আনের একটা computer software এ খুঁজতে গিয়ে, আমি যেন এই প্রথম সচেতনভাবে খেয়াল করলাম যে, তারা একই সূরার পর পর দু'টি আয়াত এবং আরো একটু অবাক হয়ে খেয়াল করলাম যে, ঐ সূরাটি হচ্ছে সূরা আর্-রুম – যার নামকরণ হয়েছে খৃষ্টানদের নামে বা সাধারণভাবে আজকে আমরা যাকে পশ্চিমা জগত বলি তাদের উদ্দেশ্যে। অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, ঐ পশ্চিমা জগতেই এ দু'টো আয়াতের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। একটাতে (৩০:২২) আল্লাহ্ বলেছেন যে, মানুষের বর্ণ-গোত্র ইত্যাদির মাঝে আল্লাহ্র নিদর্শন রয়েছে – এই একই প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন যে, *এর প্রয়োজন এজন্য যে, আমরা যেন একে অপরকে জানতে পারি*[৩৩]- অথবা বলা যায়, যেন জানার আগ্রহ বোধ করি। আমাদের দেশে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ভিন্ন বর্ণের মানুষের পেছনে (সাদা বা কালো বা পিঙ্গল বর্ণ) কৌতূহলী বাচচাদের/ছেলে-মেয়েদের ভিড় থেকেই বোঝা যায় যে, ভিন্ন বর্ণ-বা জাতিগত পরিচয় কিভাবে কৌতূহলের জন্ম দেয়। আমি নিজে যখন আফ্রিকার কোন দেশে বা ২০/২৫ বছর আগে চীন-জাপান-কোরিয়ায় গিয়েছি, তখন সেসব জায়গায় একই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে।

অপর আয়াতটিতে (৩০:২১) আল্লাহ্ মানুষের জীবনসঙ্গীর কথা বলেছেন – জীবনসঙ্গী যে দেয়া হয়েছে মানুষকে, এটাও আল্লাহ্র একটা নিদর্শন (এবং একটা বিরাট নিয়ামত)। আমরা সাধারণ মানুষেরা এটা প্রতিনিয়ত অনুধাবন করি যে, জীবনসঙ্গী – প্রচলিত অর্থে বিপরীত লিঙ্গের জীবনসঙ্গী, যার সাথে আমরা সংসার জুড়ি এবং যার সাথে মিলে মিশে আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে লালন পালন করে, তাদের সমাজ সংসারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তুলি – আমাদের জীবনের জন্য সে কত অপরিহার্য ও কত গুরুত্বপূর্ণ এবং যার provision না থাকলে, বাস্তবিকই আমাদের জীবন কি বর্ণহীন ও বৈচিত্রহীনই না হতো!! আল্লাহ্ এই আয়াতে এটাও বলেছেন যে, জীবনসঙ্গীর প্রতি আমাদের ভিতর যে ভালোবাসা দিয়েছেন তিনি, এটাও এক বিশেষ নিদর্শন। এই পর্বে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে যে, এখানে আল্লাহ্ প্রজননের কথা বলেন নি (উল্লেখ্য যে অনেক ধর্মমতে, যেমন ক্যাথলিক খৃষ্টানদের

[৩৩]:দেখুন:কোর'আন, ৪৯:১৩।

www.amarboi.org

মতে, সহবাস ও সংসর্গের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হচ্ছে প্রজনন) বরং বলেছেন tranquillity বা সাকিনাহ্ বা প্রশান্তির কথা। কারণ কেবল প্রজননের জন্য জীবনসঙ্গীর প্রয়োজন ছিলনা – আমরা জানি, প্রাণীকুলে অযৌন প্রজননের বিস্তর উদাহরণ রয়েছে – যেমনটা *'হাইড্রা'* নামক প্রাণীর বেলায় ঘটে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ সাধারণ মানুষই আশা করি আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তিই হচেছ আমাদের স্বভাবজাত, প্রকৃতিজাত ও সহজাত এই আকর্ষণ, প্রেম ও ভালোবাসা। আল্লাহ্ আমাদের যে ছাঁচে তৈরী করেছেন তাতে, এই প্রবৃত্তি এবং এর নিবৃত্তির তাড়নাও অনিবার্য – আর তাই, হঠাৎ যদি কোন কারণে, দৈবাৎ কোন পন্থায় মানুষ এই আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে বা এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কোনই উপায়ই না থাকে তবে, হয়তো দলে দলে মানুষ জীবনকে নিরর্থক যা অর্থহীন মনে করবে। ভুল করে হলেও, প্রেমে ব্যর্থ মানুষ একারণেই বুঝি অনেক ক্ষেত্রে আত্মাহুতির পথ বেছে নেয়।

তাহলে দেখুন একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে যেমন বৈদ্যুতিক প্রবাহের জন্য "বিভব বৈষম্যের"(potential difference) প্রয়োজন, তেমনি মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে মনোভাব, কথাবার্তার আদান-প্রদানের জন্য বা অভিব্যক্তির প্রবাহের জন্য ভিন্নতার প্রয়োজন। তবেই মানুষে মানুষে interaction হবে – কথাবার্তা হবে – একে অপরকে জানার প্রশ্ন উঠবে। ট্রেনে বা বাসে আপনার সহযাত্রী যদি বিলকুল আপনার মত দেখতে হতো, আপনার চেহারার ও স্বভাবের হতো – আপনিই ভাবুন, আপনি তার সাথে কখনো আলাপ জুড়তেন? ঠিক তেমনি নারী-পুরুষের পার্থক্য যদি আজ উবে যায়, তাহলে একজন স্ত্রী কার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বিকেলে পথ চেয়ে থাকবে? আর একজন পুরুষই বা পৃথিবীর ক্লান্তি ভুলে কার বুকের নিভৃত কোমলতায় আশ্রয় নেবে? কোন পার্থক্য না থাকলে কোন আকর্ষণ বা চাহিদা থাকবে না, এটাই তো স্বাভাবিক!

এই অধ্যায়ের শুরুতে যেমন বলেছিলাম যে, দু'টো আয়াত-ই পশ্চিমা জগতের জন্য বিশেষ significant– ভেবে দেখুন মানুষের বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্য নিয়ে পশ্চিমা জগতে অলিখিত অথচ কি প্রবল বৈষম্যের নীতিমালাই না অনুসৃত হয়! (এই সেদিনও, ৯০ এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত, 'বর্ণ-বৈষম্য' দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনযন্ত্রের ও শাসনতন্ত্রের লিখিত নীতিমালাই ছিল। আর বলা বাহুল্য যে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, হলান্ড, ফ্রান্সসহ সভ্যতায় সব অভিভাবকরা ছিলো ঐ বর্ণবাদী শাসনযন্ত্রের দোসর।) আমরা বলছি না যে, সাদা চামড়ায় কোন কালি মেখে, রাতারাতি সবাই কালো হয়ে গিয়ে, সব বাহ্যিক বৈষম্য দূর করে ফেলে পৃথিবীকে কেবল একটি বর্ণের মানুষের বাসস্থানে পরিণত করা হোক। আমরা বলি আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চল্‌লে বা আমাদের "Value system" বা *"মানুষকে মূল্যায়নের পদ্ধতি"* বদলালেই, এই বর্ণ বা জাতি ভিত্তিক সমস্যার সমাধান খুব সহজেই লাভ করা সম্ভব। মুসলিমদের জন্য তো আল্লাহ্ খুব সাধারণ একটি বাক্যেই এর সমাধান দিয়েই দিয়েছেন: *"আল্লাহ্র*

www.amarboi.org

কাছে মানুষের মাঝে সে-ই সবচেয়ে সম্মানিত, যে তাকওয়ায় শ্রেষ্ঠ"[৩৪] – ব্যস্। কিন্তু যারা মুসলিম নন, তারাও মানুষকে মূল্যায়নের জন্য নিদেনপক্ষে মানবিক গুণাবলীকেই যদি প্রাধান্য দিতেন, তবু হয়তো আজকের পৃথিবীর অনেক ঘৃণা ও আক্রোশের জন্মই হতো না।

আবার দেখুন সাধারণভাবে গোটা পৃথিবীতে, আর বিশেষ ভাবে পশ্চিমা জগতে, ইতিহাসের শুরু থেকে আজ অবধি, নারীর প্রতি যে কঠোর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে – যে ভাবে নারীর *"পণ্যায়ন"* করা হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পশ্চিমা দেশে *"নারীবাদের"* উৎপত্তি। কিন্তু এই *নারীবাদ* ক্রমান্বয়ে উগ্র থেকে উগ্রতর রূপ ধারণ করতে করতে আজ এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, পশ্চিমে *"নারীবাদী"* আর *"সমকামী"* প্রায় সমার্থক দু'টো শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন নারী নিজেকে *"নারীবাদী"* বা "feminist" বলে দাবী করলে, ধরেই নেয়া হয় যে তার *"সমকামী"* প্রবণতা রয়েছে। পশ্চিমা নারীবাদীরা এখানেই থেমে থাকেনি – একদিকে যেমন তারা সমকামী বিয়ে সহ পুরুষ বিবর্জিত যৌন জীবনের পক্ষে বিস্তর প্রচারণা, ম্যাগাজিন প্রকাশ, বই-পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়ে মানব সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে এবং sperm bank থেকে শুক্রাণু কিনে 'টেস্টটিউব বেবী' বা surrogate motherhood-এর মাধ্যমে পুরুষ বিবর্জিত মাতৃত্ব লাভ করতে চেয়েছে– অন্যদিকে – Sex for One:The Joy of Selfloving বা সংক্ষেপে, *'একজনের জন্য ভালোবাসা'* সংক্রান্ত বই লিখে এবং থিসিস্ করে বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন Betty Dodson, PhD বা এধরনের post-porn (pornography-উত্তর) যুগের আরো সর্ব-সাম্প্রতিক অত্যধিক আলোকপ্রাপ্তরা।

মাননীয় পাঠক! পশ্চিমা জগতে Devil ও Anti-Christ বলে দু'টো অশুভ শক্তির ধারণা রয়েছে। ইসলামে আমাদের "শয়তান" সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে, এগুলো তার চেয়ে একটু ভিন্ন। আমাদের বিশ্বাস মতে, শয়তান হচ্ছে আসলে অক্ষম এবং সব-হারানোর নৈরাশ্যে ভোগা এক সৃষ্টি, যাকে আল্লাহ্ কেবল আপনাকে, আমাকে প্ররোচিত করার ক্ষমতা দিয়েছেন – সে আপনাকে দিয়ে জোর করে কিছুই করাতে পারে না। ইসলামী বিশ্বাসে 'যাদু-টোনা' বা 'বাণ-মারা' শ্রেণীর কু-কীর্তির সাথে (মানুষের মতই) অবিশ্বাসী বা কুফ্‌রে নিমজ্জিত (জ্বিন জাতীয়) অশুভ শক্তির সম্পৃক্ততার স্বীকৃতি থাকলেও, সরাসরি 'ইবলিস' কে কোন দানব হিসেবে দেখা হয় না। খৃষ্টধর্মে কিন্তু 'The Devil' বা শয়তানের ধারণাটা দানবীয় এবং একইভাবে Anti-Christ এর ধারণাটাও দানবীয়। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, আখেরী জামানায় এই Anti-Christ-ই হবে পৃথিবীতে যত অনর্থের মূল– ধারণাটা অনেকটা মুসলিমদের দাজ্জালের ধারণার মত। পৃথিবীতে বহু অনাসৃষ্টির হোতা বলে, খৃষ্টানদের অনেকেই, প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী (ইহুদী) হেনরী কিসিঞ্জারকে Anti-Christ

[৩৪] দেখুন:কোর'আন, ৪৯:১৩।

www.amarboi.org

মনে করতেন বা এখনো করে থাকেন। তেমনি, এখন শোনা যাচ্ছে যে, পপ-তারকা মাইকেল জ্যাক্সন নাকি শয়তানের পূজারী। যাহেক্, ব্যক্তিগতভাবে, আমার তেমন একজন মানুষকে সাক্ষাত শয়তানের পূজারী ও অনুচর মনে হয় – যাকে, গত দুই দশকে, পশ্চিমা সভ্যতার অনেক 'পিছনে-ফিরে-চাওয়া' বাবা-মা-ই, তাদের সন্তানদের গোল্লায় যাওয়ার কারণ বলে মনে করে থাকেন; তিনি হচ্ছেন প্রায় কার্তিকের বিশেষ সময়কালের কুক্কুরীর ন্যায় নির্লজ্জ আচরণকারিণী – পপ-তারকা ম্যাডোনা। এই তো সেদিন তিনি 'girl power'-এর নিদর্শন স্বরূপ তার মেয়ের বয়সী, ও বেহায়াপনায় তার ভাবী উত্তরাধিকারিণী, ব্রিট্নি স্পিয়ার্সকে, স্টেজে, উপস্থিত সমাগত বিপুলসংখ্যক দর্শক ও অনুপস্থিত এক বিশ্ব টিভি-দর্শকের সামনে, মুখে জিভ ঢুকিয়ে দিয়ে চুমু খেলেন – আমি বিদেশী পত্রিকায় নিয়মিত খবরের অংশ হিসেবে ঐ ঘটনার ছবি দেখেছি। ম্যাডোনা কখনো সমকামী, কখনো বহুগামিনী স্বৈরিণী হিসেবে নিজেকে ফলাও করে প্রচার করলেও আসলে তিনি সাক্ষাত শয়তানের দূত। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে তার সামনে অর্জন করার জন্য বা উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সুনির্দিষ্ট 'লক্ষ্য' বা 'অভীষ্ট' বেঁধে দিয়েছেন – বিশ্বব্যাপী ম্যাডোনাদের মিশন হচ্ছে, মানুষকে তার উল্টো দিকে নিয়ে যাওয়া – যার ফলশ্রুতিতে মানবসম্প্রদায় insatiable বাসনার বিষবাহী, কিলবিল করা অতৃপ্ত বিষাক্ত সর্পকুলের এক সমষ্টিতে পরিণত হচ্ছে। শুধু তাই নয় secret নামক গানে ম্যাডোনা যা বলতে চেয়েছেন তা মানবকুলকে বিলুপ্তির পথ দেখানোর শামিল:

Happiness lies in your own hand
It took me much too long to understand
.....
.....
Until I learned to love myself
Was never ever loving anybody else
Hapiness lies in your own hand...

যারা সাইন্স ফিক্শন ছায়াছবি 'মেট্রিক্স' দেখেছেন, তারা হয়তো মনে করতে পারবেন যে, প্রথমদিকের একটি দৃশ্যে ভবিষ্যতের যে সময়টা দেখানো হচ্ছিল, সে সময় বর্ণনা করতে বলা হয়: *'এখন আর মানুষের জন্ম হয়না, এখন মানুষ ফলানো হয়'*। ম্যাডোনা বা তার মত সাক্ষাত শয়তানের অনুচরেরা পৃথিবীকে সেই দিকেই নিয়ে যেতে চান। প্রথমে ভোগসুখের পূজারী এসব উগ্র নারীবাদীরা *'নারীর যৌনসুখের জন্য পুরুষের প্রয়োজনই নেই'* বা *'একজন নারীই কেবল জানে, কি করে আরেকজন নারীকে সুখ দিতে হয়'* এসব বুলির মাধ্যমে পুরুষবিবর্জিত একটা *'সমকামী নারী সম্প্রদায়'* গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এখন তারা আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে Sex for One বইয়ে বা উপরে উদ্ধৃত ম্যাডোনার গানের ভাষায় যা বলতে চাচ্ছেন, তার মর্মার্থ

www.amarboi.org

আরো করুণ – *নিজেই নিজেকে ভালোবাসতে শিখে 'স্বনির্ভর' হয়ে যাও*। মাননীয় পাঠক! ভেবে দেখুন আশরাফুল মাখলুকাতের কি অবর্ণনীয় পরিণতি। এদের কথা বলতে গিয়েই বুঝি আল্লাহ্ বলেছেন: *'নিকৃষ্টের মাঝে নিকৃষ্টতম'*[৩৫]।

আমরা অবগত যে, এধরনের একটা পরিবেশ ও প্রতিবেশ পশ্চিমা কাফির-বিশ্বে একদিনে সৃষ্টি হয়নি– আর তাই আমরা শঙ্কিত যে, আমাদের ইসলামজীবী ও ইসলামপন্থীরা যখন কোন মিলাদ মহফিল বা জলসায় উল্লেখযোগ্য লোক সমাগম দেখেই একথা ভেবে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন যে, ইসলামের পথে মানুষের ঢল নেমেছে– তখন, তারা তাদের কল্পনার কল্পনায়ও হয়তো ভাবতে পারেন না যে, তাদের অজান্তে, সন্তর্পণে বদলে যাচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ ও অনুভবঃ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাঠামো ও চেহারা। তারা যদি আজ ঢাকা শহরে ম্যাডোনা বা বৃটনি স্পিয়ার্স-এর একটা কনসার্ট আয়োজন করতে পারতেন, তাহলেই লোক সমাগম দেখে তারা বুঝতে পারতেন যে, তারা সত্যি সত্যি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের কোন দূরদৃষ্টি নেই বলেই ক্রাউন বা স্টারের নামে *'বিয়ার'* বাজারজাত হলে, হঠাৎ করে তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে ক্ষিপ্ত হন – অথচ এসব প্রচলনের পাঁয়তারা চলছে সেই কবে থেকে! একজন তসলিমা নাসরিন বা দীপা বা তানিয়ার কথা শুনে তারা shocked হন, অথচ এসব পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে যে সব ধারাবাহিকতা পার হয়ে আসতে হয়েছে তা তারা ভুলে যান। তারা এতই অসচেতন যে, উপমহাদেশের পটভূমিতে, সমকামী মেয়েদের কাহিনী নিয়ে নির্মিত যে ছবিটি (ফায়ার) হিন্দুস্থানে হিন্দু মৌলবাদীরা প্রদর্শিত হতে দেয়নি – সে ছবিটিই যখন ২০০৩ সালের মাঝামাঝি ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে চলবে বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে, আমি ইসলামপন্থীদের প্রভাবশালী কাউকে কাউকে ফোন করলাম, তখন তাদের অভিব্যক্তি ছিলঃ *ও! তাই নাকি!! এটার তো একটা বিহিত করতে হয়!!!* – এধরনের। আমাকে বিশেষ কাজে ঐ সময় দেশের বাইরে যেতে হয়। আমি পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ছবিটি ঠিকই প্রদর্শিত হয়েছিল – এবং নির্বিঘ্নে! আমরা তাই চেষ্টা করবো তাদের, তথা সকল মুসলিম ভাই-বোনকে সচেতন করতে, যাতে তারা ঘর সামলানোর চিন্তা এবং চেষ্টা করেন। তারই অংশ হিসেবে চলুন আমরা ভাবতে চেষ্টা করি, পশ্চিমা কাফির-বিশ্ব কি করে আজকের এই অবস্থায় পৌঁছালো!

বিবাহ, সংসার ও যৌনজীবন সংক্রান্ত ব্যাপারে, পশ্চিমা কাফির-বিশ্ব আজকের এই অবস্থায় পৌঁছানোর পেছনে নিম্নলিখিত কারণসমূহ চিহ্নিত করা যায়ঃ

১) আল্লাহ্ সহ, সাধারণভাবে, সকল অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস হারানো – আর, বিশেষভাবে আখেরাতে বিশ্বাস হারানো। ঈশ্বরবিবর্জিত বস্তুবাদ ও শিল্প-বিপ্লবের প্রভাবে, একদিকে যেমন নিজের কোন কৃতকর্মের চূড়ান্ত কোন জবাবদিহিতা রইলো

[৩৫] দেখুন:কোর'আন, ৯৫:৫।

www.amarboi.org

না, তেমনি অপরদিকে পৃথিবীর এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে কিভাবে সবচেয়ে বেশী ভোগ ও সম্ভোগের আয়োজন করা যায়, তাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ালো। কেবল মানুষের তৈরী 'পুলিশী রাষ্ট্রের' আইনে ধরা-না-পড়াটাই একমাত্র নিরোধক হয়ে রইলো– ব্যস! তার বাইরে সবকিছু করা যাবে এমন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্রমে কাফির বিশ্ব আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছে।

২) প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সহ নানা যুদ্ধবিগ্রহের কারণে, পশ্চিমা কাফির-বিশ্বে পুরুষ জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। কিন্তু সেখানে এক স্বামী কর্তৃক একাধিক স্ত্রীর সাথে বিবাহিত থাকার বিধান বিলুপ্ত হওয়ায়, বাড়তি নারী জনসংখ্যার অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্যও ব্যভিচার ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইলো না। ১:১ অনুপাতের বৈবাহিক সম্পর্কের বাজারে, *একজন-স্বামী-যোগাড়-করতে-না-পারা* যে কোন নারীর মর্যাদা, স্বাভাবিকভাবেই একজন রক্ষিতা বা পতিতার মর্যাদায় নেমে যায়। স্ত্রী ও (বৈধ) মায়ের সম্মানজনক আসন হারিয়ে, ঐসব নারী – চেয়ার-টেবিল শ্রেণীর এক নৈর্ব্যক্তিক পণ্যে রূপান্তরিত হলো। বিয়ে ছাড়াও সংসর্গের জন্য, তখন কেবল বেশ্যা নয় বরং সমাজের সকল স্তর থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণ অভিজাত(!) নারীর সহজলভ্যতা, প্রকারান্তরে, সুবিধাবাদী শ্রেণীর পুরুষকে দায়দায়িত্ববিহীন ভাবে জীবন উপভোগ করার দিকে আকৃষ্ট করলো। ফলে বিবাহ উত্তরোত্তর আরো বেশী মাত্রায় বাহুল্য বলে বিবেচিত হতে লাগলো।

৩) আজ থেকে ১০০ বছর আগেও, একজন স্ত্রী, ঘরে বসে গৃহস্থালী ব্যাপার-স্যাপার দেখবে, সন্তান প্রতিপালন করবে আর তার স্বামী সংসারের জন্য উপার্জন করে আনবে– পশ্চিমা কাফির-বিশ্বেও এমনকি এটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা প্রত্যাশা। বিয়ের অনিশ্চয়তা ও অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে, নিরাপত্তাহীনতার বশবর্তী হয়ে আরো বেশী হারে মেয়েদের উপার্জনের দিকে ঝুঁকতে হলো – ঘরের বাইরে যেতে হলো। *'ঘরণীর'* জন্য *'ঘর'* আর মুখ্য বিষয় রইলো না। যারা ঘরে রইলেন, তাদের অনেকেই মানসিক চাপের ভিতর রইলেন। উপার্জনে অংশগ্রহণ না করে তারা যে সংসারে অনেকটা অথর্ব এবং বোঝাস্বরূপ – এমন একটা বোধ নিয়ে তবু অনেকে সনাতন সংসার-ধর্ম, অর্থাৎ সন্তান প্রতিপালন আঁকড়ে রইলেন। মানুষ যে কারণে সংসার পাতে –সন্তান জন্মদান ও তৎপরবর্তী প্রতিপালনের মাধ্যমে পরিবার গড়ে তোলা – এই ব্রতে জীবিকা উপার্জন ও গৃহস্থালী ব্যাপার সামলানো, দুটোই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার, এই বোধটা ক্রমেই হারিয়ে গেল। এখানে 'মূল্যবোধ' ও 'মূল্যায়ন' বদলে যাওয়াটা রোধ করা যেতো বা তার পক্ষে আন্দোলনও গড়ে তোলা যেত। বলা যেত যে, *জাতি গঠনের জন্য বা মানবিক গুণাবলীর বিকাশের জন্য সঠিক গুরুত্ব সহকারে মা কর্তৃক সন্তান প্রতিপালন অত্যন্ত জরুরী একটা বিষয়। তাই, যে মা তা করতে গিয়ে ঘরে থাকছেন, তিনি আসলে গৃহকর্তাকে বা ঐ পরিবারকে এক বিরাট অনুগ্রহ করছেন –সন্তান প্রতিপালন হচ্ছে*

www.amarboi.org

অত্যন্ত সম্মানজনক একটা 'কাজ' – যা কোন অংশেই ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জনের চেয়ে কম কিছু নয়। কিন্তু তা না করাতে, আজ পশ্চিমা কাফির সমাজে, সংসার ও পরিবার বিলুপ্তির পথে – *'ফাদার্স ডে'* ও *'মাদার্স ডে'* নামক বিশেষ দিনগুলোতে খোঁজ পড়ে কার বাবা-মা কোথায় বা আদৌ আছেন কিনা!

মাননীয় পাঠক! এই বইয়ের শেষের দিকে, আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, জাতিগঠনে, সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমে মা যে ভূমিকা রাখেন, তার মূল্যায়ন সম্বন্ধে আরেকটু আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ্!

৪) পশ্চিমা বস্তুবাদী কাফির সভ্যতা, যত বেশী বস্তুবাদী হতে লাগলো, ততই যেন যেকোন উপায়ে 'বস্তু' লাভ করার প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো সবাই। মেয়েরা সেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো। আমাদের দেশে আজ যেমন ফসলের ঘন সবুজ ক্ষেতকে উজাড় করে, পরিবেশ ধর্ষণকরত, তাড়াতাড়ি লাভজনক বিনিয়োগের নামে কুৎসিৎ হাউজিং সোসাইটি গড়ে তুলে, সমাজপতি ও গণপতিদের সুপ্রসন্ন দৃষ্টির আশীর্বাদপুষ্ট লোভী বানিয়ারা বলতে চায় যে, তারা দেশের উন্নতি সাধন করছে – ওসব দেশে তেমনি নারীকে তাড়াতাড়ি বস্তুগত দিক থেকে সমৃদ্ধ হবার সহজ উপায় দেখিয়ে দিল 'নারী-দেহ-শিল্প' বাজারজাতকারী ফটকাবাজ ব্যবসায়ীরা। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে তখন মানুষের দম ফেলার অবকাশ নেই – যে কোন উপায়ে, যে কোন মূল্যে চাই সমৃদ্ধি, চাই প্রতিষ্ঠা – এরকম একটা পারিপার্শ্বিকতার মাঝে ফাইন আর্টস এর স্টুডিওতে মডেলিং, বিজ্ঞাপনের মডেলিং, স্ট্রিপটিজ নাচ, ক্যাবারে নাচ, ফিগার স্কেটিং, ব্যালে নৃত্য থেকে শুরু শুরু করে এসকর্ট সার্ভিস, মাসাজ পার্লার, হেলথ ক্লাব, ল্যাপ ডান্সিং বা টপলেস বার সর্বত্রই নারীদেহের তথা নারীর commodification বা পণ্যায়ন ঘটলো আর্টের নামে, কালচারের নামে, মুক্তির নামে, স্বনির্ভরতার নামে বা প্রগতির নামে। এসবের পথ ধরেই নিউ ইয়র্ক বা কাফিরস্বর্গের ঐ ধরনের শহরগুলোতে মাত্র ২৫ সেন্টের বিনিময়ে, নারীর গোপনাঙ্গ দেখা, অনেকটা ঢাকার রাস্তায় আমাদের ছেলেবেলায় দেখা 'বানর নাচের' মত অলস ও অকর্মণ্য পথচারীর সস্তা বিনোদনে পরিণত হয়। এ্যান্টওয়ার্প, রটারড্যাম বা হামবুর্গের আলো ঝলমল কাঁচের cubicle-এ যে ভাবে বিক্রীর জন্য প্রায় নগ্ন অবস্থায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবী করা জাতিসমূহের নারীদের বসিয়ে রাখা হয়, তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশে কোন মাদী গর্দভকেও ওভাবে বিক্রির হবার জন্য, অপেক্ষায়, ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখা যেত কিনা সন্দেহ!

৫) পণ্যায়ন ছাড়াও, স্বাভাবিকভাবে বস্তুবাদের by product হিসেবে পশ্চিমা কাফির-বিশ্বে, নারীরা একদিকে যেমন ধর্ষণ, বিবাহ বহির্ভূত মাতৃত্ব বা পিতৃহীন সন্তানের মাতৃত্ব ও লালন-পালন সহ, নানা প্রকার অযাচিত দুর্ভোগের ভিতর পতিত হলো – অন্য দিকে বদলে যাওয়া সামাজিক পরিবেশ ও প্রতিবেশে – ভেঙ্গে যাওয়া পারিবারিক,

www.amarboi.org

সামাজিক ও আত্মীয়তার বন্ধনের পটভূমিতে নারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে লাগলো। 'উন্নতির' সাথে সমানুপাতিক হারে, মেয়েদের ভিতর নিরাপত্তাহীনতা ও টেনশন থেকে ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী ও ড্রাগসেবীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বস্তুবাদ ও ভোগবাদের পাগলা ঘোড়ার লাগামহীন অগ্রযাত্রার প্রভাবে, যারা কোনমতে একটা সংসার পাতার পর্যায়ে যেতে পারতো, তাদেরও *'বিয়ে'* নামক সম্পর্কের স্থায়ীত্বের আর কোন হিসেব নিকেশ রইলো না। শুধু নারীরাই নয়, বস্তুবাদের নির্দয় দাবী মেটাতে গিয়ে, জীবনের সবকিছু যে 'নতুন ঈশ্বরের' কৃপার উপর নির্ভরশীল, 'অর্থরূপী সেই নতুন ঈশ্বরের' অনুগ্রহ লাভ করার প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত সাধারণ পুরুষদের জীবনও খুব stressful হয়ে উঠলো। যার ফলে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যার কর্মজীবী পুরুষরা মানসিক চাপের ভিতর প্রতিদিন, এবং জীবনের সব দিন কাটানোর হতাশা থেকে মদ্যপান ও তৎপরবর্তী বৌ পেটানো সহ নারীর উপর নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়নে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। পরিবর্তিত এই জীবনযাত্রায় সম্মানের আসন হারানো নারীর, স্বামী কর্তৃক নিঃস্ব অবস্থায় পরিত্যক্ত হবার সম্ভাবনার fail safe বা আপদকালীন ব্যবস্থা হিসেবে, বৃটেন সহ বেশ কিছু পশ্চিমা কাফির দেশে বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত কঠোর আইন কানুনের প্রচলন করা হলো। এতে হিতে বিপরীত হলো – সম্ভাব্য বিবাহ বিচ্ছেদ হলে একজন পুরুষ যেভাবে বৈষয়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, তার আশংকায় পুরুষরা বিয়েকে একধরনের ফাঁদ হিসেবে ধারণা করতে শুরু করলো – যার ফলে বিয়ে পুরুষের জন্য এক অনাকাঙ্খিত ঝামেলায় পরিণত হলো এবং প্রকারান্তরে নারীর মর্যাদা আরো শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হলো। নারী কেবলই শরীরসর্বস্ব এক জীব এবং কেবলই পুরুষের ভোগের এক সামগ্রীতে পরিণত হলো। সুখী ও বিবাহিত একটি জীবনের সম্ভাবনা যত কমে যেতে লাগলো – সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈষয়িক দিক থেকে অনিশ্চয়তায় ভোগা ছাড়াও, নারী যে বৃহত্তম সুখ থেকে বঞ্চিত হতে লাগলো তা হলো যৌনসুখ। আমাদের দেশ সহ বিভিন্ন দেশে, কাফির মতাদর্শের অনুসারী হয়ে যে সব নারীরা, *'ঘর এবং বর বিহীন জীবনকে'* অফুরন্ত সুখের উৎস বলে মনে করে থাকেন, পরিসংখ্যান তাদের কল্পনার সেই সুখের বিপরীতে কথা বলে:

An overwhelming number of women cite affection and intimacy as their primary reason for liking sex..... she wants to be gentled. This is also, for women, the surer route to pleasure– the positive role of affectionate and intimate love may explain why the female orgasm rate rises by 560 percent in marriage, while for men the increase is 63 per cent.[৩৬]

[৩৬] দেখুন:page#109, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

৬) বস্তুবাদী কাফিরদের আলোকপ্রাপ্তির সবচেয়ে গৌরবোজ্জল ঘটনা, 'ফরাসী বিপ্লব', গোটা পৃথিবীর মানুষকে আলোকিত করতে চাইলেও নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা থেকে টেনে ওঠানোর জন্য কিছুই করেনি। আমার মত একজন মৌলবাদীর মুখে না শুনে, ব্যাপারটা না হয় সর্ব সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে প্রগতিশীল এক নারীবাদীর কাছে শুনুন।

যুক্তরাষ্ট্রের কট্টর নারীবাদী Rebecca Chalker তার বইতে লিখেছেন যে পশ্চিমা খৃস্টান সামাজিক কাঠামোতে ধরেই নেয়া হতো যে মেয়েদের আবেগ বা প্রবৃত্তি থাকাটা অস্বাভাবিক: *Passion in women, who were weak from their maternal duties and functions, was classified as abnormal and considered properly replaceable by modesty.*

তিনি আরো বলতে চান যে French revolution তথা "আলোক প্রাপ্তির" কর্ণধারেরা পরিকল্পিত ভাবে মেয়েদের নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য তত্ত্ব ও তথ্য রচনা করে গেছেন। এখানে Rebecca, Voltaireএর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, Voltaire বলেছেন, *"In physique, woman is weaker than man on account of her physiology. The periodic emission of blood that enfeeble women and the maladies that result from their suppression, the duration of pregnancy, the need to suckle infants and watch over them, and the delicacy of women's limb render them ill suited to any type of labor or occuption that requires strength or endurance"*

এছাড়া Rebecca, Rousseau-র সমালোচনা করে বলেন যে, Eimile এর ৫ম খন্ডে Rousseau বলতে চেয়েছেন যে, *"Women were perpetually childlike and* ***incapable of rational thinking.***"

যাহোক, পশ্চিমা সভ্যতার কাফিরায়ন ও নাস্তিকায়ন প্রকল্পের মূলে যাদের অবদান, যাদের বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে শিল্প-বিপ্লব তথা পশ্চিমা জগতের আকাশচুম্বী *'প্রগতি'* সাধিত হয়েছে বলে তারা (পশ্চিমারা) দাবী করেন, কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, তারা মেয়েদের শুধু ভোগের সামগ্রী বা বিজ্ঞাপন ও বিপণনের সামগ্রীতে পরিণত করেই ক্ষান্ত হননি বরং (একধরনের gender aparthied-এর নীতি গ্রহণ করে) রাজনৈতিক ভাবে মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার ও সেই মর্যাদায় বন্দী করে রাখার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন!! তাহলে আলোকপ্রাপ্তিটা ঘটলো কোথায়? ব্যাপারটা কি Paradoxical তাই না?

৭) বস্তুবাদী কাফিররা পৃথিবীকে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী de-divinise বা ঈশ্বরমুক্ত করার প্রকল্প হাতে নেয়ার অনেক পরে, এই সেদিন, ১৮৭০ সালে Married Women's Property Act-এর মাধ্যমে, বৃটেন যখন প্রথম

www.amarboi.org

মেয়েদেরকে সম্পত্তির মালিকানার সীমিত অধিকার দান করে আইন পাশ করলো, তখন পশ্চিমা কাফির-বিশ্বের গুণিজনেরা shocked হন এবং ঘটনাটাকে বেশ ন্যাক্কারজনক বলে নাক সিটকান। আমেরিকান মুসলিমাহ্, আমিনাহ্ আস্ সিলমিহ্ ১৯৯২ সালে এম,এস,এ আয়োজিত এক বিতর্কে বলেন[৩৭] যে মাত্র এক বছর আগে(অর্থাৎ ১৯৯১ সালে), যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় এক মহিলা তাকে তার সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন যে, অর্থের জন্য তার বাড়ীখানা বিক্রী করা খুবই প্রয়োজন অথচ তিনি তা করতে পারছিলেন না কারণ, আঞ্চলিক আইন অনুযায়ী তার পরিবারের কোন না কোন পুরুষ সদস্যের দস্তখত অপরিহার্য – অথচ তার পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য জীবিত ছিলেন না। এই সেদিন পর্যন্তও বলতে গেলে পশ্চিমা জগতে মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হতে পারতো না – নিজের নামে লিখতে বা সাহিত্য প্রকাশ করতে পারতো না – পারতো না নিজ নামে, অন্যের উপর নির্ভর না করে, কোন ব্যবসায় বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাতে। (আজ যারা মধ্যযুগীয় ও মৌলবাদী বলে পরিচিত, তাদের বিশ্বে গত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে নারীরা এই সকল অধিকার ভোগ করে আসছে বলে, আমরা হয়তো মনে করি সারা বিশ্ব সব সময়ই এমনই ছিল বুঝিবা। অথচ আজকের আলোকিত ও বিশ্বাস হারানো কাফির-বিশ্বে এই সেদিনও অন্য সব বাদ দিয়ে, পরিচিত হবার মত নারীর একটা নিজস্ব নাম পর্যন্ত ছিল না। তারা হয় বাবার নাম বা স্বামীর নামের পদবীতে পরিচিত হতো।)

[উপরের বর্ণিত কারণ সমূহের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ ও প্রতিবেশে, বর্তমানে পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা যে সব অঞ্চলকে পশ্চিমা-বস্তুবাদী-কাফির সভ্যতার ভূখন্ড বলে চিহ্নিত করি, মূলত খৃস্টান ধর্মাবলম্বী সাদা-চামড়া ঐ সমস্ত দেশে, নারীর প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা 'দুর্ব্যবহারের' backlash বা প্রতিক্রিয়া হিসেবে, নারীবাদের উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ, দুঃখ, ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহা ইত্যাদি হঠাৎই যেন, pill বা জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ির আবিষ্কার ও প্রচলনের ফলে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে অভিব্যক্তি লাভের সুবর্ণ সুযোগ পেলো – নারীবাদের ছত্রছায়ায় স্বেচ্ছাচারিতা ও বহুগামিতার রূপে প্রকাশিত হবার সুযোগ লাভ করলো – যা আমরা নীচে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।]

৮) জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি বা birth control pill প্রচলনের অধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থাকে ৬০ এর দশকে হঠাৎ এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি নিয়ে যায়, যা, সেখানকার নারীদের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা, চাওয়া-পাওয়া, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আর সর্বোপরি – নারী-পুরুষ সম্পর্ককেই স্থায়ীভাবে বদলে দেয়। শুরুতে গর্ভপাতের মতই একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার হিসেবে গণ্য হলেও, অচিরেই তা দায়-দায়িত্ববিহীন অবাধ যৌন-সংসর্গের tool বা মাধ্যমে পরিণত হয়। আগে যেমন

[৩৭] দেখুন: Video: *Women's Rights and Roles in Islam* – Sound Vision

www.amarboi.org

'কালো মেয়েদের' গর্ভপাতে উৎসাহিত করা হতো, যাতে কৃষ্ণাঙ্গ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে – বড়ি প্রচলনের পরও কর্তাব্যক্তিরা প্রথম প্রথম *'কালো মেয়েদের'* বড়ি গ্রহণে ও দারিদ্র দূরীকরণে উৎসাহিত করলেও, *'সাদা মেয়েদের'* নিরুৎসাহিত করতেন, যাতে তাদের superior race এর বংশবৃদ্ধি কমে না যায়। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে, কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা প্রথম দিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি ব্যবহার বর্জন করে। কিন্তু একসময় বর্ণ নির্বিশেষে সেখানকার নিগৃহীত, অবহেলিত মেয়েরা *'নিজেদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার'* মরীচিকার পেছনে ছুটে, এই জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি বা pill-কে নিজেদের যৌন-স্বাধীনতা ও যৌন-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির একটা অব্যর্থ tool হিসেবে প্রায় সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করলো। আমরা আগেও যেমন বলেছি, সাধারণভাবে গোটা পশ্চিমা জগতেই মেয়েদের বঞ্চিত, নিগৃহীত ভাবার যথেষ্ট কারণও ছিল। একটা বইয়ের ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ তুলে দিচ্ছি আমি, কেবল খৃস্টান পটভূমিতে মেয়েদের অবস্থা বোঝানোর জন্য:

*In the Victorian age, **women were not supposed to** enjoy sex. They had an obligation to their husbands and were required to feel some emotional satistaction in fulfilling it, but were prohibited from deriving any physical pleasure from doing so. When giving vent to his animal nature, a true gentleman finished the nasty act as quickly as possible so that he would not subject his mate to excessive stress or temptation.*[৩৮]

খৃস্টান ঐতিহ্য একদিকে যেমন মেয়েদের যৌন চেতনার স্বীকৃতিই দেয় না, অন্যদিকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ধারণাও approve করে না। অর্থাৎ, একবার একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিয়ের ঘটনা ঘটে গেলে, খৃষ্টান-তত্ত্বে তা থেকে মুক্তির আর কোন উপায় ছিল না। Pill যেন এক stroke-এ সব সমস্যার সমাধান এনে দিলো। যৌন প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য বিয়ে করার আর একদমই কোন প্রয়োজন রইলো না। গর্ভধারণের সামাজিক, নৈতিক ও শারীরিক দায়-দায়িত্ব – সবকিছুকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার যুগান্তকারী "যাদুর কাঠি" হিসেবে pill সেখানকার (পশ্চিমা – বিশেষত মার্কিন) নারী সমাজে সমাদর লাভ করলো। *"কিসের বর! কিসের ঘর!! যা খুশী তাই কর!!!"* – অধ্যায়ের সূচনা বুঝি এভাবেই হয়েছিল সেই সময়ে। ৭০-এর দশকে একসময় হঠাৎ আবিস্কৃত হলো যে, pill-এর high dose, অনেক মেয়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, আর ততোধিক মেয়ের মস্তিষ্কে বা দেহে মারাত্মক permanent damage বা স্থায়ী ক্ষতির কারণ বলেও pill-কে চিহ্নিত করা হলো। নারীবাদীরা ক্রোধে ফেটে পড়লো এই বলে যে, পুরুষ শাসনযন্ত্র তাদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার

[৩৮] দেখুন: page#2, *Unspoken Desires* - Iris Finz and Steven Finz

www.amarboi.org

করেছে। সে সময় pill-এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠলো, আর, ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক গ্রহণের নীতিরও প্রচলন হলো সেই সূত্র ধরে। আজ তাই যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের দেশের মত কোন পানের দোকানের equivalent দোকানে চাইলেই "মায়াবড়ি" পাওয়া যায় না – আজ pill কোম্পানীর গিনিপিগ হচ্ছে আমাদের দেশের মত অসহায় ও নিঃস্ব জনসংখ্যার মা-বোনেরা – যাদের অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যাপারে, দৃশ্যত, পশ্চিমা কাফিরযন্ত্র আজ অত্যন্ত চিন্তিত – তেমনি চিন্তিত তাদের অধিক সন্তান উৎপাদনে স্বাস্থ্যহানি নিয়ে।

উপরে বর্ণিত ধারাবাহিকতার পথ ধরেই, পশ্চিমা কাফির-বিশ্ব তাদের নারীবাদের তথা নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট, আজকের এই সামাজিক অবস্থানে পৌঁছেছে। আমরা, অর্থাৎ তাদেরকে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় জ্ঞান করা এবং তাদের পদানত ও তাদের কাছে দাসখত দেয়া মুসলিম উম্মাহ্ভুক্ত দেশসমূহ, যেভাবে প্রতিটি বিষয়ে 'উন্নতি' লাভ করতে বস্তুবাদী কাফিরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি, তাতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আমরাও যে তাদের মত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবো, সেটা আশংকা করাটাই সমীচীন – এবং যার আলামত ইতোমধ্যেই সুস্পষ্ট। অথচ, জীবনে ইসলামকে ধারণ করা কোন সমাজব্যবস্থায় তো নয়ই, এমনকি পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায়ও হয়তো সত্যিকার বিশ্বস্ততা সহকারে, নারীদের অধিকারের বিষয়াবলী নিয়ে কেউ ভাবতে চাইলে , ব্যাপারটা আর এত জটিল সমস্যার পর্যায়ে যেতো না। এখানে সমস্যাটা মূলত "Value System" নিয়ে। পুরুষের সাথে সকল পার্থক্য দূর করে ফেলার চেষ্টায় উগ্র নারীবাদী নারী, তার নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে, নিজেকে তথা গোটা প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে এ ধরনের উগ্র নারীবাদীদের সংখ্যা, পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, আর মুসলিম দেশসমূহে সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত নগণ্য। আর যেখানে এসবের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল ছিল, সেখানেও অনেক নারীরা নারীত্ব, মাতৃত্ব ইত্যাদির কোমল, সুন্দর, স্নেহময় গুণাবলী হারিয়ে "সব খোয়ানোর" হতাশা নিয়ে ঘরে ফেরার চিন্তা করছেন। ৬০ এর দশক থেকে শুরু করে, যারা উগ্র নারীবাদের উদ্যোক্তা ছিলেন, তাদের অনেকেই দেরীতে হলেও তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন – বুঝতে পেরেছেন Sisterhood নয় বরং Motherhood হচ্ছে নারী জীবনের চরম সার্থকতা – আল্লাহ্র রাসূল(দঃ) এমনি এমনি "মায়ের পায়ের তলায় বেহেশ্তের" ঘোষণা দেন নি। যাহোক, বর্ণ বৈষম্যের বেলায় যেমন সাদাকে কালো বা কালোকে সাদায় রূপান্তরিত করে সব "পার্থক্য" দূর করার প্রয়োজন নেই – বরং প্রয়োজন ছিল মূল্যায়নের মাপকাঠি শুদ্ধ করা। তেমনি, নারীর প্রতি পুরুষের অবিচারের প্রতিকারও এটা নয় যে, নারী পুরুষের মত হয়ে যাবে বা প্রকারান্তরে পুরুষের আল্লাহ্ প্রদত্ত ভূমিকা অস্বীকার করে, "Who needs a man" বা *"কিসের বর কিসের ঘর যা খুশী তাই কর"* বলবে। বরং সমাজে নারীকে যে চোখে দেখা হয়, মানব সভ্যতাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেও নারীর অবদানকে যে সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি – সে ব্যাপারটা

www.amarboi.org

বদলানোর চেষ্টা করা যেতো এবং নতুন {বা মুসলিমদের জন্য সনাতন, রাসূল (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ত} "Value system" প্রচলনের চেষ্টা করা যেত।

অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে এখানে pill বা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি সম্বন্ধে আরেকটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। পাঠক! শুরুতে pill প্রচলনের দাবীর পেছনে প্রবল নারীবাদী আবেগ জড়িত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের (PBS) টিভি-তে, আমি তৎকালীন নারীবাদীদের বক্তব্য সম্বলিত ধারণকৃত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান দেখেছি, যাতে তাদের বক্তব্য ছিল এরকম যে – **পুরুষরা যদি কনডমের বদৌলতে তাদের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে, তাহলে জীবনকে যথেচ্ছ উপভোগ করতে চাওয়া কোন নারীকেই বা কেন তার ভোগ-লালসার কর্মফল হিসেবে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের বোঝা বহন করতে হবে?** আজ আমাদের দেশের মত ৮৭% মুসলমানের দেশে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে এবং তার উপায় হিসেবে pill-এর পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই যে, এর প্রচলন হয়েছিল কেবল একটি এবং একটিমাত্র কর্মকান্ডকে অবাধ করতে – যা হচ্ছে **'ব্যভিচার'** – আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে – **'নারীর ভাবনাহীন ও দুশ্চিন্তাহীন ব্যভিচার'** । যে জন্য PBSএর ঐ অনুষ্ঠানে বড়ির প্রচলনের ঘটনা সম্বন্ধে বলা হচ্ছিল যে, সেটা ছিল এমন একটা ঘটনা যা আমেরিকার সামাজিক কাঠামোকে স্থায়ীভাবে আমূল বদলে দিয়েছিল।

পাঠক! আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে, হালে আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ pill এর মত আলোকপ্রাপ্তির বদৌলতে, নির্দ্বিধায় ব্যভিচারে লিপ্ত। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, আজ আর গল্প-উপন্যাসের কোন *পা পিছলে যাওয়া সরলমতি ও অবলা নায়িকার* **'ভুল'** নয় – বরং pill জাতীয় সামগ্রীর সুবাদে, *পরিকল্পিত ও সচেতন ভোগ-সম্ভোগের আয়োজন*। এদের মাঝে এমন ছেলেমেয়েও আছে, যারা বিশ্বাসী এবং নিজের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিকল্পে এখুনি শরীয়তসম্মত উপায়ে বিয়ে করতেও প্রস্তুত – অথচ, তাদের ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে, *'তাদের ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া'* তাদের বাবা-মা, কেবল যে (আমার সেই ডাক্তার-ঠিকাদার বন্ধুর ঘটনার মত) তাদের উপর ভালো-না-লাগা (কিন্তু ভালো ও অর্থকরী) একটা পড়াশোনা চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, বরং ছাত্র বয়সে বিয়ে করার মত impractical এবং carrier এর জন্য devastating বা বিপর্যয়কর একটা কাজের আব্দার থেকে তাদের বিরত রাখতে, রক্তচক্ষু সমেত সদাজাগ্রত প্রহরায় নিয়োজিত থেকেছেন। ফলে উপায়ান্তর না দেখে এধরনের দিশেহারা ও নৈরাশ্য-বিপন্ন *'বিশ্বাসী'* ছেলেমেয়েরাও 'কোর্ট ম্যারেজ' জাতীয় *'স্বল্পকালীন'* ব্যবস্থার মাধ্যমে, হারামকে হালাল করার চেষ্টা করছে এই ভেবে যে, একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে – তখন না হয় জনসমক্ষে স্বাভাবিক বিয়ে করা যাবে। হয়তো একথাটা তাদের বলে দেয়ার কেউ নেই যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ আদালত থেকেও বিয়ের একখানা সনদপত্র যোগাড় করলেও, শরীয়তসম্মত উপায়ে একজন ওয়ালীর মাধ্যমে বিয়ে না হলে,

www.amarboi.org

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সনদখানি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের যোগ্য শ্রেফ একখানা বর্জ্য কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয় – আর তাদের তথাকথিত দাম্পত্যসম্পর্কও কেবলি ব্যভিচার!!

এখানে বলা আবশ্যক যে, বেশীরভাগ ফিক্‌হ্‌-শাস্ত্রবিদের মতে সঙ্গত কারণে(যেমন ধরুন মায়ের জীবনের আশংকা যেখানে রয়েছে), ইসলাম জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনুমোদন করে এবং বড়ির ব্যবহারও অনুমোদনযোগ্য, যদিও 'জরায়ু স্বাধীনতার' খাতিরে ইসলাম যে pill-এর ব্যবহার কিছুতেই অনুমোদন করে না, তা বলাই বাহুল্য!!

****

খুব সম্ভবত ১৯৯৮ সালের কথা – আমি সস্ত্রীক সিলেটের শ্রীমঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এক বিকালে আমার মামাতো ভাইয়ের চা বাগানের জীপে চড়ে, আশ-পাশ ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিলাম। পথে মাগরিবের নামাজের সময় হলো এবং লোকালয়ে পৌছুবার আগেই সন্ধ্যা প্রায় রাতে গড়িয়ে যাবার উপক্রম হলো। পথে এক আবাসিক মাদ্রাসা পেয়ে আমি তাড়াহুড়া করে নামাজ সারলাম। তারপর ওখানকার মানুষজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমার স্ত্রী নামাজ পড়বেন, একটু জায়গা করে দিতে (অর্থাৎ বাইরের মানুষবিহীন একটা ছোট্ট space বরাদ্দ করার অনুরোধ)। এঁরা এমনভাবে চোখ কপালে তুললেন যে, মনে হলো এমন কোন ঘটনা তাঁরা জীবনে এই প্রথম শুনছেন এবং দেখছেন – এখানে প্রচ্ছন্ন যে মনোভাবটা রয়েছে তা হলো এরকম যে – *জনসংখ্যার অর্ধেক, আমাদের আগামী প্রজন্মের স্থপতি যাঁরা, তাঁদের নামাজ না পড়লেও চলবে* (অন্তত ঐ ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে) *অথবা, তাঁদের নামাজ কাযা হলেও কিছু আসে যায় না।*

রাসূল (দঃ) এর নেতৃত্বাধীন মদীনার সমাজের একজন মেয়ে, কোন পুরুষের কাছে গিয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারতো (যদিও শরীয়তসম্মত বিয়ের প্রস্তাবই কেবল – প্রেম নিবেদনের scope নেই এখানে), নির্দ্বিধায় মসজিদে যেতে পারতো। কেবল চেহারা ভালো লাগে না বলে স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারতো, মসজিদে দাঁড়িয়ে বা রাসূল (দঃ) এঁর কাছে (বিধি বিধান সম্বন্ধে) যে কোন ধরনের প্রশ্ন রাখতে পারতো, আর হ্যাঁ, নিজের ব্যবসা নিজে দেখাশোনা তো করতেই পারতো। আজ সেসব কথা স্বপ্নের মত মনে হয় আমাদের কাছে – কারণ আমরা সেসব থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছি আজ – আর সে সময়ের তুলনায় আমাদের মেয়েরা আজ বলতে গেলে নিগৃহীত ও বঞ্চিত। এটা ঠিক যে, তসলিমা নাসরিনের মত *'জরায়ু স্বাধীনতাকামী'* নারীবাদী বা *'সমকামী চেতনার'* নারীবাদীরা, মানব সভ্যতার জন্য ক্যান্সার স্বরূপ malignant এবং fatal বা আত্মঘাতী, কিন্তু, স্বাভাবিক ভাবে যারা আমাদের সমাজের অনেক প্রচলিত অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, বৈষম্য ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন বা সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাদের সেসব প্রশ্নকে

www.amarboi.org

জোর করে স্তব্ধ করতে না চেয়ে বরং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত এবং সেসবের পেছনে আমাদের কি ভূমিকা আছে তা খুঁটিয়ে দেখা উচিত। একজন নারী, একজন পুরুষের মতই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং তাঁর উপাসনাকারী সত্তা – আল্লাহ্‌র ঘরে তার প্রবেশাধিকার যদি আমরা হরণ করি এবং সেই প্রবেশাধিকার না থাকায়, সময় চলে যাচ্ছে বলে যদি তার নামায কাযা হয়, তবে স্বভাবতই তার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে – বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠতে পারে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

বেশ ক'বছর আগে তাবলীগের বিশ্ব-ইজতেমায় গিয়েছিলাম এক দ্বীনী ছোট ভাইয়ের আমন্ত্রণে। আমি তবলীগ জামাতের কর্মী নই – তবু দ্বীনের আলোচনা শুনতে যাওয়া। সেখানে প্রয়াত জনাব ওমর শাহ্ পালনপুরী, কান্না ভেজা কণ্ঠে আক্ষেপ করে বলছিলেন যে, আমাদের মেয়েরা কিভাবে ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে ঘর বাঁধছে বিভিন্ন দেশে – যা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এক মারাত্মক, ধ্বংসাত্মক ও আত্মঘাতী ব্যাপার – আমরা যেন নিজেদের মেয়েদের, বোনদের দ্বীনমুখী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করি, যাতে তারা দ্বীনকে পরিত্যাগ না করে। মেয়েরা আমাদের ক্ষেত স্বরূপ, যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের সোনালি ফসলের স্বপ্ন দেখি আমরা। সেই ক্ষেত কোন শত্রু যাতে নষ্ট করতে না পারে, সেজন্য সুরক্ষা ব্যূহ তৈরী করার প্রয়োজন আছে সত্যিই, কিন্তু সেই ক্ষেতের পরিচর্যাকল্পে উর্বরতা বা উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে আমাদের করণীয়টুকু যদি আমরা না করি তবে, সেই পতিত জমিতে সোনালি ফসলের স্বপ্ন দেখা অর্বাচীনের কাজ হবে। আমাদের মেয়েরা যাতে ইহুদী-খ্রীষ্টানের হাত ধরে জীবনের যাত্রা শুরু না করে বা তথাকথিত (তসলিমা গোত্রীয়) নারীবাদীদের খপ্পরে পড়ে জীবনে সর্বস্ব না হারায়, সেজন্য আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে আমরা যেন হিন্দু-ইহুদী-খৃস্টানদের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল প্রদত্ত সব অধিকার তাদের ফিরিয়ে দিই।

*****

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় war of the sexes বা *'নারী-পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক যুদ্ধের'* কোন অবকাশ নেই। মানবকুলের একক হিসেবে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসেবে, নারী ও পুরুষ সমান এবং কাউকে ছাড়া কারো চলবে না – এই সত্যটা বুঝতে হবে এবং বুঝতে হবে যে সংসার জীবনটা এই দুইয়ের মধ্যকার কোন যুদ্ধ ক্ষেত্র নয়, বরং পারিবারিক, সমাজ ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষ একে অপরের সম্পূরক ও পরিপূরক। ইতোমধ্যেই উল্লেখিত (মার্কিন মুসলিমাহ্) শ্রদ্ধেয়া আমিনাহ্ আসসিলমি তার একটা বক্তৃতায় যেমন দু'টো ভিন্ন ফুলের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, *"দু'টো ভিন্ন ফুলের গুণাগুণ ভিন্ন, আর তাই তাদের গুণাগুণ তুলনীয়(comparable) নয় বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ গুণে বিশেষ – অথচ উভয়ে ফুল, আর তাই সমান মর্যাদার অধিকারী (ফুল হিসেবে)"*। যেমন ধরুন গোলাপ ফুল আর বেলী ফুল – এদের গুণাগুণ যেহেতু ভিন্ন, সুতরাং comparable নয় – গোলাপের রং হয়তো খুব

www.amarboi.org

আকর্ষণীয়, বেলী ফুলের গন্ধ বহু দূর পর্যন্ত ছড়ায় এবং মানুষকে মোহিত করে। ঠিক তেমনি নারী ও পুরুষের ভিন্ন polarity বা মেরুধর্মিতা আসলে জীবনের সৌন্দর্যের এক অফুরন্ত আধার ও আল্লাহ্-সৃষ্ট অদ্ভুত সুন্দর এক রহস্যময় ব্যাপার। আল্লাহ্র সৃষ্টির সর্বত্র আমরা বিপরীত মেরুধর্মিতার একটা সমন্বয় দেখতে পাই এবং একধরনের দ্বৈততাও (duality) দেখতে পাই। চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু, পরমাণুর ইলেক্ট্রন-প্রোটন বা আলো-আঁধার – সৃষ্টির মাঝে এ ধরনের অসংখ্য polarity এবং duality সুস্পষ্ট – আসলে অনেকে বলতে চান স্বয়ং আল্লাহ্ই হচেছন একমাত্র non-dual Reality -"একমাত্র একক বাস্তবতা" যাঁর কোন বহুবচন নেই – বিপরীত বা জোড়া সত্তাও নেই। বাকী সব কিছু, অর্থাৎ তাঁর গোটা সৃষ্টিতে polarity, plurality ও duality বিদ্যমান। যাহোক আমার কথা হচেছ এই যে, polarity বা ভিন্ন মেরুধর্মিতাই হচেছ জীবনের আনন্দ ও অনুপ্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস। আমরা (বিশেষত নারী সম্প্রদায়ের একাংশ), ক্রোধ বশত এটাকে অস্বীকার করতে চাইলেও, তা আমাদের অস্তিত্বের মতই বাস্তব। ক্রোধ বশত জোর করে নারী-পুরুষের সহজাত পার্থক্যকে অস্বীকার করাটা, সৃষ্টির এবং প্রকৃতির সবচেয়ে বড় একটা সত্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টার নামান্তর মাত্র। ক্রোধটা এই পার্থক্যের উপর বর্ষিত না হয়ে বরং এই পার্থক্যের অবমূল্যায়ন ও অপমূল্যায়নের উপর বর্ষিত হওয়া উচিত ছিল।

www.amarboi.org

নবম অধ্যায়

নারী পুরুষের পার্থক্য কি Biological না Sociological?

নারী-পুরুষের পার্থক্য বিষয়ে যত বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা হয়েছে তার ফলাফল, বার বার কেবল একটা সিদ্ধান্তের দিক-নির্দেশনাই দিয়েছে – *নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য কোন "Sociological" কারণে সৃষ্ট ব্যাপার নয় বরং তা জন্মগত Biological বা জৈব এবং Genetic বা স্বভাবজাত*। এ ধরনের গবেষণার ফলাফল সমৃদ্ধ অনেক বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে – তবে অতি সাম্প্রতিক সময়ে দু'জন বৃটিশ বিজ্ঞানী কর্তৃক রচিত "Brainsex" বলে একটা বই, প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে পশ্চিমা বিশ্বে – যার ভূমিকার প্রথম লাইনগুলো হচ্ছে এমন:

Men are different from women. They are equal only in their common membership of the same species, humankind. To maintain that they are the same in aptitude, skill or behavior is to build a society based on a biological and **scientific lie**.[৩৯]

অর্থাৎ – পুরুষরা নারীদের চেয়ে আলাদা। একই প্রজাতি, অর্থাৎ মানবসম্প্রদায়ের, অভিন্ন সদস্যপদের বিচারেই তারা কেবল সমান। প্রবণতা, দক্ষতা ও আচার-ব্যবহারের বিচারে তারা যে একই, এমন একটা ধারণা আঁকড়ে থাকার অর্থ হচ্ছে, এক জীববিজ্ঞানভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক মিথ্যাচারের উপরে একটা সমাজ গড়ে তোলা।

আসলে *"আলোকিত বিশ্বের"* ব্যাপার স্যাপারই বোধ হয় এমন – মিথ্যাকে, বা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন value system কে, মান্যজনেরা 'সত্যি' বলে চাপিয়ে দিতে চান গণসাধারণের উপর – ঠিক যেমন আমাদের দেশের কিছু রাজধানীবাসী গুণিজনেরা, ১লা বৈশাখে রমনার বটমূলে পয়সার বিনিময়ে মেয়েদের পর-পুরুষের মুখে পান্তাভাত তুলে দেয়ার "গেইশা" সুলভ কর্মকান্ডকে, *'বাংলার জনগণের হাজার বছরের ঐতিহ্য'* বলে চাপিয়ে দিতে চান – অথচ, পৃথিবীর যে কোন আদালতকে বিচারের ভার দিয়ে আমি সাদা কাগজে হলফনামা লিখে দিতে পারি যে, তথা কথিত "বাংলার জনগণের" ৯৫% এমন কোন ঐতিহ্যের কথা কখনোই

[৩৯] দেখুন:page#5, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

শোনেননি বা জানেননি। যাহোক্, আলোচনার মূল ধারায় ফিরে যাই – নারীবাদ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের তরফ থেকে বলা হলো: *'নারী-পুরুষের পার্থক্য কেবলই একটা sociological ব্যাপার'* – *অর্থাৎ, আমি যদি ছোট বেলায় আমার ছেলের হাতে ফুটবল তুলে না দিয়ে পুতুল তুলে দিতাম, আর মেয়ের হাতে পুতুল না দিয়ে ফুটবল তুলে দিতাম, তা হলে আমার ছেলে বড় হয়ে পুতুল খেলতেই পছন্দ করতো আর মেয়ে যে কোন ছেলের মতই ভালো ফুটবল খেলতে পারতো!* – এমন একটা ব্যাপার। আরো সহজ ভাবে বলতে গেলে – সমাজে প্রচলিত বৈষম্যের ফলস্বরূপই কেবল একজন মেয়ে কোমল, মন্দগতি, স্নেহপরায়ণা, 'ঘরের কোণে থাকতে পছন্দ করা', বাচচাদের প্রতি আগ্রহী এবং সৌন্দর্য্যবোধ ইত্যাদি গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পূর্ণ মানবীতে পরিণত হয় – তা না হলে তারও ছেলেদের মত শক্ত, aggressive বা মারমুখী, দ্রুতগতি, ডানপিটে, বহির্মুখী ও ফুটবল খেলোয়াড় হবার কথা। অনেকটা যেন বেলী ফুলকে যদি সূর্যমুখীর মত ক্ষেতে ফলানো যেতো, তা হলে বেলী ফুলও বর্ণে, গন্ধে ও আকারে সূর্যমুখীর মত হতো বা vice-versa । মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া এমন কথা কোন layman বা অতি সাধারণ বুদ্ধিমত্তার কোন মানুষেরও মানতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তো বোধ হয় না।

বর্তমান বিশ্ব, তার দৈনন্দিন কর্মকান্ড ও জীবনযাত্রার জন্য, অনেক মিথ্যাচারের উপর নির্ভরশীল – একটা মিথ্যাকে টিকিয়ে রাখতে, আরেকটা মিথ্যার উদ্ভব ঘটে। যেমন ধরুন সর্বরোগের মহৌষধ হিসেবে যেভাবে 'গণতন্ত্রের' কথা বলা হয় – 'গণতন্ত্র' বলে আসলে পৃথিবীর কোথাও কিছু exist করে না – আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিলাম – যে সব দেশের গণতন্ত্রকে বোতলে ভরা mineral water এর মত নির্ভেজাল ও পবিত্র মনে করা হয়, আমি সে সব দেশের উদাহরণ দিতে চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথাই ধরুন। অর্থাৎ, শুধু ফলাফলটার কথাই ধরুন – একে কি গণতন্ত্র বলবেন?

এবার অন্য একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কারখানায় কর্মরত একজন শ্রমিকের কথা – নাম তার, কথার কথা, Edward Fox । তিনি জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনো অন্যের অধিকার হরণ করেন নি, ক্রুজ-মিসাইল ছুঁড়ে পৃথিবীর দরিদ্রতম কোন দেশের অন্যতম প্রধান ঔষধ কারখানা ধ্বংস করার এবং সেই পথ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রকারান্তরে হত্যা করার সুযোগ তার আসে নি – আর তাই তিনি ওসব দুর্নাম থেকে মুক্ত। কোন নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত কোন সম্পর্ক তার কখনোই ছিল না – আর তাই বাইবেল ছুঁয়ে, সে সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলার প্রশ্নই ওঠেনি তার জীবনে। সারকথা হচেছ – তার চরিত্র ফেরেশতার মত বা ফুলের মত পবিত্র। আমি পাঠককে জিজ্ঞেস করছি: *"তার কি কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে?"* (ধরুন সব ভোটাররা কোন ভাবে জানেন যে এই ভদ্রলোক – আমাদের Edward Fox তাদের দেশের সবচেয়ে

www.amarboi.org

সুদৃঢ় চরিত্রের অধিকারী।) উত্তরটা আমিই বলে দিচ্ছি: **"কখনোই নয়"**। এমন একটা উত্তর শুনে পাঠক একটা সম্ভাবনার কথা মনে করতে পারেন যে, ভদ্রলোক বুঝিবা *'কালো চামড়া'* – না আমি তর্কের খাতিরে তাকে সেই জন্মগত দোষ থেকেও মুক্তি দিচ্ছি – ধরে নিচ্ছি যে তিনি *'সাদা-চামড়া'* – তবুও না এবং কখনোই তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা নেই – স্পষ্ট ও সাদামাটা কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে লক্ষকোটি ডলার খরচ করতে হয়, তা খরচ করার সঙ্গতি তার নেই এবং তিনি একজন সাধারণ শ্রমিক বিধায় প্রভাবশালীদের সাথে well connected নন বলে এবং নিজে বিত্তশালী নন বলে, কেউ তার হয়ে ঐ পয়সা খরচ করার ঝুঁকি নেবেন না – তার কোন sponsor পাওয়া যাবে না। তাহলেই দেখুন, তথাকথিত গণতন্ত্র কত doctored বা engineered একটা ব্যাপার – কত *'সূতা টানাটানির'* ব্যাপার রয়েছে এতে। কর্তা-ব্যক্তিদের, গণতন্ত্রের গিনিপিগ অর্থাৎ সাধারণ ভোটারদের প্রয়োজন হয় ৪ বা ৫ বছরে একবার – এখানে শাসনকার্যে বা দেশ পরিচালনায় তথাকথিত জনগণের অংশগ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ২০০৩ সালে, ইরাক আক্রমণের আগে যুক্তরাষ্ট্রের ৬০%-৭০% মানুষ যুদ্ধ সমর্থন করেছিল আর বৃটেনের ৬০%-৭০% যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল – অথচ, দুটি দেশই যুদ্ধে যাবার এক এবং অভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। তাহলে বলুন, গণতন্ত্রের কোন অর্থ রইলো?

যাহোক্, আমরা বলছিলাম পৃথিবীর কর্মকান্ড, এক *'সেট'*[৪০] মিথ্যাচারের উপর ভিত্তি করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে পরিচালিত। কিছু মানুষের ক্ষমতা, superiority, আভিজাত্য, ধ্যান-ধারণা এবং তাদের সমমনাদের সমন্বয়-*'চক্রকে'* রক্ষা করতে – তাদের ইচ্ছা মত অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা এবং গবেষণার engineered ফলাফল প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। বুদ্ধিবৃত্তির পেশা আজ অনেকটা বেশ্যাবৃত্তির পেশার সমতুল্য। পাঠক হয়তো জেনে থাকবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর সব উন্নত দেশে গবেষণা চলে নানা ব্যক্তি/সংস্থার grant বা অর্থ সহযোগিতায়। আর বলাই বাহুল্য যে, ঐ সব grant তখনই granted হয়, যখন ঐ সব গবেষণার ফলাফল, grant দাতাদের স্বার্থ রক্ষা করে। ঠিক একইভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডও চলে এধরনের নানা "pressure group" এর সূতা টানা-টানির চূড়ান্ত ফলাফল বা লব্ধির (বা resultantএর) উপর ভিত্তি করে। এর সাথে গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই – আবার দেখুন মিডিয়া বা প্রিন্ট মিডিয়া যাই হোক না কেন, সেখানেও শুধু ঐটুকুই দেখানো হবে যা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থরক্ষা করে।

আমরা দুটো উদাহরণ দিতে চাই এখানে: প্রথমটি *Why I Embraced Islam* নামক বই থেকে একজন ধর্মান্তরিত মুসলিমাহ্‌র বর্ণনা - যেখানে বলা হচ্ছে,

---

[৪০] দেখুন: *You are being lied to* – Edited by Russ Kick

www.amarboi.org

মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ দিতে, কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যার্থীদের পরিচালিত করা হয়:

When I was a teenager, I came to the attention of a group of people with a very sinister agenda. They were and probably still are a loose association of individuals who work in government positions but **have a special agenda – to destroy Islam**. It is not a governmental group that I am aware of; they simply use their position in the US government to advance their cause. One member of this group approached me because he saw that I was articulate, motivated and very much the women's rights advocate. He told me that if I studied International Relations with an emphasis in the Middle East, he would guarantee me a job at the American Embassy in Egypt. He wanted me to eventually go there to use my position in the country to talk to Muslim women and encourage the fledging women's rights movements. I thought this was a great idea. I had seen the Muslim women on TV; I knew they were poor, and I wanted to lead them to the light of 20th century freedom.

With this intention, I went to college and began my education. I studied Qur'an, hadith and Islamic history. I also studied the ways I could use this information. I learned how to twist the words to say what I wanted them to say.[৪১]

বর্ণনাকারিণী বোন Shariffa A.Carlo পরে ইসলাম গ্রহণ করাতে, আজ আমার মত কেউ ব্যাপারটা জানতে পারছে এবং আমরা বেশ নিশ্চয়তা সমেত ধরে নিতে পারি যে, তার মত আরো অগণিত পশ্চিমা মানুষকে, ইসলামী জীবনদর্শনকে deconstruct করার লক্ষ্যে বা ভুল প্রতীয়মান করার লক্ষ্যে, প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।.

Recent decades have witnessed two contradictory processes: *the developement of scientific research into the differences between the sexes*, and **the political denial that**

[৪১] দেখুন:page#239-40, *Why I Embraced Islam* – Compiled by Ismaiza Ismail

www.amarboi.org

such differences exists. .....Science knows it dabbles in matters of sexual differences at its risk: at least one researcher into the field of gender differences was refused a grant on the grounds that **'his work ought not to be done'**. Another told us that he had given up his work because **'the political pressure – the pressure on the truth'** had become too much.[৪২]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নারী-পুরুষ *'সর্বসম'* বলে আপনি যদি মত প্রকাশ করেন তবে, পশ্চিমা কাফির সভ্যতায় আপনি বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ বলে এবং রাজনৈতিক ভাবে শুদ্ধ বলে গণ্য হবেন – আপনার মতামত বা গবেষণার ফলাফল যদি উল্টো হয়, তাহলে ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটবেঃ আপনি ক্ষমতাধরদের রোষানলে পড়বেন – যদিও ঐ একই ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাই, গত ২২৮ বছরের মার্কিন ইতিহাসে, কেন সেখানে একজনও মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নি সেটা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন।

Brainsex বইয়ের রচয়িতাদ্বয়, Anne Moir & David Jessel বলেন যে, ১৯৬০-এর দশকে মস্তিষ্ক নিয়ে নতুন করে যে গবেষণা শুরু হয়, তারই ফলশ্রুতিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে – কিন্তু ঐ সময়টায়, যেহেতু (পশ্চিমের) রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী-পুরুষের পার্থক্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে প্রকট, পার্থক্য সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যগুলো তাই সহজেই চাপা পড়ে যায়। পার্থক্যকে দমন করার বা অবজ্ঞা করার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার পথ ধরেই আসলে পার্থক্যগুলো বেরিয়ে আসতে থাকে। IQ পরীক্ষাসমূহ থেকে প্রথম সমস্যা দেখা দিল – গবেষকগণ দেখলেন যে, দক্ষতা/সামর্থ পরীক্ষা করার কিছু পরীক্ষায়, স্থায়ী ভাবেই এক লিঙ্গের উপর অপর লিঙ্গের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাই বলে এই আবিষ্কারকে যে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সবাই স্বাগত জানালেন তা নয়, বরং কথিত পরীক্ষায়, বুদ্ধিমত্তার সঠিক পরিমাপ না করে *'জল ঘোলা করা হচ্ছে'* ভেবে অনেকে বিরক্তও, হলেন। ১৯৫০ এর দশকে মার্কিন বিশেষজ্ঞ, Dr.D.Wechsler যে IQ পরীক্ষা উদ্ভাবন করেছিলেন তা এখনও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ঐ রকম ৩০টি পরীক্ষায় দেখা গেলো যে ফলাফল, তাদের মতে, *'লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য'* প্রতিফলিত করলো – অনেকেই এমনটা বোধ করলেন যে, *'ঐ পরীক্ষা পদ্ধতিতেই নির্ঘাত কোন গড়বড় ছিল'*। অন্যান্যদের ভিতর Wechsler নিজেই সমস্যাটার সমাধান করতে চাইলেন, যে গুলোকে "লিঙ্গ-ভিত্তিক" ফলাফলের জন্য দায়ী মনে হলো, ঐসব পরীক্ষাকে ছাঁটাই করে। তাতেও কাজ না হলে, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন 'পুরুষ-ঘেঁষা' ও 'নারী-ঘেঁষা' সব আইটেমের অবতারণা করলেন, যাতে মোটামুটি ভাবে *'লিঙ্গ-প্রভাবমুক্ত'* ফলাফলে পৌঁছা সম্ভব হয়।(*পাঠক! আমি যেমন বলেছিলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য আমরা যেসব দেশকে ভক্তিভরে*

[৪২] দেখুনঃ page#12, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

'কিব্লার' মত মর্যাদা দিই, সে সব দেশে দেখুন গবেষণার ফলাফল কি ধরনের doctored বা engineered – ফলাফল মনঃপুত না হলে তা বদলে দেয়া হয়।) এ প্রসঙ্গে *Brainsex* এর রচয়িতাগণ বলছেন:

It is an odd way of concluding a scientific study; ***if you don't like the result*** *you get from an experiment,* ***you fix the data to produce a more palatable conclusion.*** The sporting equivalent would be to handicap Olympic pole-vaulters with lead weights, or poles of different length, *to ensure that the* ***desired truth*** *prevails*: that all pole-vaulters, regardless of prowess or agility, are created equal.[৪৩]

ঐ বইয়ে (*Brainsex*) প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, গর্ভধারণের ৬/৭ সপ্তাহ পরের একটা পর্যায়ে, অনাগত শিশুর ভ্রূণটি তার লিঙ্গ সম্বন্ধে 'সিদ্ধান্তে পৌঁছে', এবং তার মস্তিষ্ক হয় একটা 'ছেলে-মস্তিষ্কের ধাঁচ' অথবা একটা 'মেয়ে-মস্তিষ্কের ধাঁচ' গ্রহণ করতে শুরু করে। মাতৃ জরায়ুর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এই ক্রান্তিলগ্নে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াই মস্তিষ্কের গঠন ও বিন্যাস নির্ধারণ করে: আর তা প্রকারান্তরে মনের প্রকৃতিও নির্ধারণ করে থাকে। এটা হচ্ছে জীবন ও সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সবচেয়ে অভূতপূর্ব তথ্য সমূহের একটি, যা এতদিন আমাদের অজানা ছিল, কিন্তু ক্রমেই যা তার সম্পূর্ণতা সমেত স্পষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। জরায়ুতে মস্তিষ্ক যখন গঠিত হয়, তখন হরমোনসমূহ নির্ধারণ করে যে, ঐ মস্তিষ্ক কি একজন পুত্রসন্তানের না একজন কন্যা সন্তানের মস্তিষ্কের আকার ধারণ করবে! কেবল গর্ভধারণের পরের কয়েক সপ্তাহই, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে আমাদের ভ্রূণ দেখতে একই রকম থাকে। তারপরই জরায়ুস্থ অবস্থায়ই, মস্তিষ্কের কাঠামো ও ধাঁচ একটা নির্দিষ্ট 'পুরুষালি' অথবা 'মেয়েলি' গঠন লাভ করে। এর পর সারা জীবন ধরে – শৈশব, কৈশোর এবং পূর্ণবয়সে – একজন ব্যক্তির মনোভাব, আচার-আচরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগভিত্তিক কর্মকান্ড ইত্যাদি সবকিছুর উপরই, ঐসময় কিভাবে মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছিল তার, এবং তার উপর সূক্ষ্মভাবে নির্ভরশীল হরমোনসমূহের ক্রিয়াকলাপের মৌলিক প্রভাব অব্যাহত থাকে।

এই তথ্যের অংশবিশেষ আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই জানতাম। আমরা জানি যে, আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সাংকেতিক নীলনকশা বহনকারী 'জিনসমূহই', আমাদের পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গভুক্ত করে। অনুবীক্ষণযন্ত্র সহকারে দেখতে হয় যে দেহ-কোষ – আমাদের দেহের তেমন লক্ষকোটি কোষের প্রতিটি কোষেই, নারী ও পুরুষ একে অপরের চেয়ে ভিন্ন; কেননা, আমরা নারী না পুরুষ তার উপর নির্ভর করে আমাদের

[৪৩] দেখুন: page#13,14, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

অস্তিত্বের প্রতিটি তন্তুতে রয়েছে ক্রোমোজমের এক স্বতন্ত্র 'সেট' বা সমষ্টি। কিন্তু আজ যেভাবে শত শত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবল social conditioning বা সামাজিক প্রভাব কিছুতেই একটা লিঙ্গগত(বা লৈঙ্গিক) মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না এবং তার ভিত্তিতে নারীবাদীদের সমর্থনকারী লবির রাজনৈতিক চোখ রাঙ্গানীকে অবজ্ঞা করে বলা যাচ্ছে যে – নারী পুরুষের তফাৎটা নিশ্চিতভাবে biological, sociological নয় – তেমনটা ঘোষণা করাটা, ৬০-এর দশকে পশ্চিমা জগতে জঙ্গী রূপে নারীমুক্তি বা নারীবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে নিয়ে বহুদিন, একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল।

আমেরিকান নিউরোলজিস্ট D.Richard Restak-এর মত বেশীর ভাগ মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকগণ, যারা মস্তিষ্কের রহস্য নিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত, তারা আজ নিশ্চয়তা সহকারে, লিঙ্গভেদে মস্তিষ্কের তফাতের ব্যাপারটা ঘোষণা করেন:

It seems unrealistic to deny any longer the existence of male and female brain differences. Just as there are physical dissimilarities between males and females.... there are equally dramatic differences in brain functioning.[D.Richard Restak, as quoted in *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel]

আমরা কি ভাবে চিন্তা করি, শিখি, ভালোবাসি, সহবাস করি, ঝগড়া করি, সফল অথবা বিফল হই তার সব কিছুর উপরই – আমাদের মস্তিষ্ক কিভাবে গঠিত – তার প্রভাব রয়েছে। নারীবাদীরা যেমন বলতে চান অথবা তারা যা শুনতে পছন্দ করতেন – শিশুরা মোটেই তেমন কোন পরিষ্কার স্লেট নয়, যার উপর আমরা ইচ্ছামত 'লিঙ্গ-নিরপেক্ষ' ও 'সঠিক আচরণের' নির্দেশাবলী লিখে দিতে পারবো। বরং তারা তাদের নিজস্ব 'পুরুষ' অথবা 'নারী' মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে। যে সব social engineers-গণ তাদের আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন, তাদের নাগালের বাইরে – মাতৃ-জরায়ুর নিভৃত ও অন্ধকার আশ্রয়ে থাকতেই – আক্ষরিক অর্থেই তারা ঠিক করে নিয়েছে যে, তারা কোন লিঙ্গের মস্তিষ্ক ও মন-মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

Brainsex এর রচয়িতাদের মতে, এরপরে 'লিঙ্গ-নিরপেক্ষ' একটা পৃথিবী reconstruct বা পুনর্গঠন করতে গেলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় ও কাঠখড় পোড়াতে হয়, কেননা তা হচ্ছে এক অস্বাভাবিক বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ; এধরনের প্রচেষ্টা হচ্ছে একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ – **কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক উপলব্ধি মস্তিষ্কের বিন্যাস করে না, কেবল হরমোনসমূহই তা করে থাকে।**[৪৪]

---

[৪৪]দেখুন:page#66, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

শুধু তাই নয়, মানুষ হিসেবে বা আল্লাহ্‌র বান্দা/বান্দী হিসেবে সমান মনে করা সত্ত্বেও, ইসলাম যে নারী ও পুরুষকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, পালন করার জন্য ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব ও ভূমিকা দিয়ে থাকে এবং তার ভিত্তি যে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক বা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে জীববিজ্ঞানভিত্তিক(biological) – একথাটা কাফির-মুশরিক বা নারীবাদী তো বটেই, অনেক 'আধুনিক' মুসলিমেরও মনে থাকে না। মেয়েদের আচার-আচরণ, মনোভাব ও মনোবৃত্তি যে তাদের মাসিক ঋতুচক্রের উপর নির্ভর করে বড় মাত্রার তারতম্যের ভিতর দিয়ে যায় – এই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যটিও জোর করে অবদমিত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় স্যানিটারী ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে নারীবাদী বক্তৃতায় সর্বত্র। অথচ দেখুন বিজ্ঞানীরা কি বলেন:

....This leads to wide fluctuations in hormone concentrations in women – and sometimes great fluctuations in female behavior.....In some women, these drastic fluctuations are so severe as to leave them **incapacitated.**

..... In fact, such significant things are going on in a woman's body during the menstrual cycle, involving concentrations of what are known to be *mind-altering chemicals*, that it would be absurd not to chart them and take account of them.[৪৫]

এখানেও দেখুন মনোভাব, আবেগ বা আচরণের তারতম্যের ব্যাপারটাকে জোর করে অস্বীকার না করে বা সেটাকে একধরনের disadvantagious বা অসুবিধাজনক ব্যাপার না ভেবে বরং অত্যন্ত natural মনে করে, এর আলোকে নারীকে সনাতন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ট্র্যাডিশন বা value system বদলানো যেতো। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি – শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের এই natural তারতম্যের কথা মনে রেখে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ২ সেট পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতো। তা না করে এখন যার চেষ্টা চলছে তা হচ্ছে জোর করে এটা জাহির করা যে ঋতুচক্রের জন্য আসলে তাদের কোন সমস্যাই হয়না – তাদের সব দিন একই রকম।

ইসলাম কোন কোন ধরনের বিচারকার্যে মেয়েদের সাক্ষীর ব্যাপারটা যে পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন চোখে দেখে এবং তাদের বিচারক হবার ব্যাপারে যে বিধি নিষেধ আরোপ করে, তা নিয়ে কাফির মুশরিকরা তো কটাক্ষ করেই, মুসলিম দেশগুলোতে কাফিরদের কাছে মগজ বন্ধক দেয়া কার্যত-কাফিররাও কম যান না। অথচ এব্যাপারগুলোও দেখুন কত বিজ্ঞানসম্মত! মেয়েদের ঋতুচক্রে, রক্তস্রাব শুরু হবার ঠিক আগের দিনগুলোতে, premenstrual tension(PMT) বলে একটা অবস্থার

[৪৫]দেখুন:page#71, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

অবতারণা হয় – এসময়টায় মেয়েদের ব্যবহার, আচার-আচরণ এমন অদ্ভুত ভাবে বদলে যায় এবং অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলে প্রতিভাত হয় যে, তাদের এ অবস্থাটাকে একধরনের মানসিক ভারসাম্যহীনতা বলে গণ্য করা হয়:

The condition is placed in the catagory of temporary insanity under the **French penal code**. In Britain, the PMT defence has twice been successfully pleaded, reducing murder charges to manslaughter.....25 percent of women find that the symptoms can be more severe, and for one in ten the symptoms can be devastating. One study has found that during the premenstrual and the menstrual period, nearly 50 percent of acute psychiatric and medical admissions are made to hospital. Half of female prisioners committed their crimes during the same stages .....
....

The psychological changes that occur during this phase of the menstrual cycle can have serious consequences for a susceptible woman and also for society at large, and should not be looked upon as a minor nuisance. [৪৬]

পাঠক! আধুনিক মেয়েদের ব্যাপারে আরেকটু বেশী দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে এজন্য যে, প্রাচীনকালে স্বল্পদৈর্ঘ 'প্রজনন জীবনকাল' হওয়াতে এবং অধিক সন্তান জন্মদানের ও লালন-পালনের কারণে, হয়তো একজন নারীর জীবনে সে ১০/১২টি রক্তস্রাবের অভিজ্ঞতা লাভ করতো, কিন্তু আধুনিক নারী তার জীবদ্দশায় ৩০০ থেকে ৪০০ রক্তস্রাব সম্বলিত 'পিরিয়ডের' অভিজ্ঞতা লাভ করে – অর্থাৎ, প্রকারান্তরে বলতে গেলে বলতে হয় যে আধুনিক নারী, প্রাচীন নারীর তুলনায় ৩০-৪০ গুণ বেশী সংখ্যক 'PMT' বা 'mood swing'-এর অভিজ্ঞতা লাভ করে। সুতরাং, আবেগের তারতম্য হেতু কোন ব্যাপারে (তা সাক্ষীই হোক বা judgementই হোক) সঠিক সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোর সম্ভাবনা আধুনিক নারীর বেলায় ৩০-৪০ গুণ বেশী।

এভাবেই আল্লাহ্প্রদত্ত 'জীববৈজ্ঞানিক' পার্থক্যের কারণে, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকর্ম বা কার্যকলাপ নারী ও পুরুষের কাছে (বা ছেলে ও মেয়েদের) কাছে লিঙ্গভেদে ভিন্নতর আবেদন রাখে – আর সেজন্যই নারী ও পুরুষ লিঙ্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আজকাল অবশ্য ক্যারিয়ারিস্ট হতে গিয়ে বা – যা করতে 'ভালো লাগে', তার চেয়ে বর্তমান বাজারে যা *'ভালো'* বা *'অধিক অর্থকরী'* তা বেছে নিতে গিয়ে – অনেকে গোটা জীবনটাই 'a square peg in a round hole' অবস্থায় কাটিয়ে দেন, আর তাতে অন্যান্য অনেক অসঙ্গতি ও অমঙ্গলের মাঝে, তাদের জীবন প্রায়শই একধরনের

[৪৬] দেখুন:page#74, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

অর্থহীনতায় ছেয়ে যেতে দেখা যায়। অথচ, সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের জন্য কোন কাজটা কত গুরুত্বপূর্ণ বা সম্মানজনক, সে ব্যাপারে প্রচলিত মূল্যবোধ বা মূল্যায়নের বর্তমান প্রবণতাটা বদলানোর চেষ্টা করা যেত। উদাহরণ স্বরূপ জাতিগঠনে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সঙ্গত কারণেই এই কাজটাতে মেয়েদের বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করার কথা। এই কাজটাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে মেধাবী মেয়েদের এই ক্ষেত্রে ধরে রাখার চেষ্টা করা যেত। এই সম্বন্ধে *Brainsex*-এর রচয়িতাদের বক্তব্য :

Leaving school, in spite of all the best intentions of equal opportunity employers, the sexes stubornly continue to opt for the sort of work that appeals to them. The boys overwhelmingly, go into jobs with a mechanical or theoretical bias, the girls into jobs which, for the most part, involve some form of human interaction, like catering, social, or secretarial work, or teaching .....Biology steers them towards a particular sort of job. **Mere prejudice devalues the nature of the work.**[৪৭]

পশ্চিমা নারীবাদী থেকে শুরু করে দেশী স্বৈরিণীকুল, পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুবাদী-কাফির থেকে শুরু করে বিশ্বাস হারানো কার্যত-কাফির দেশী বুদ্ধিবিক্রেতা আঁতেল – ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে, এদের সবার আক্রমণের একটা অভিন্ন লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী বিধানে পুরুষের একাধিক(কোন একসময়ে সর্বোচ্চ ৪টি পর্যন্ত) বিবাহের অনুমোদন। একজন বিশ্বাসীর জন্য কেবল আল্লাহ্ অনুমোদন করেছেন – এটুকুই যথেষ্ট, একজন কাফির কি ভাবলো আল্লাহ্র বিধান নিয়ে তাতে কিছুই এসে যায় না। তবে বিশ্বাস ও কুফ্রের মাঝখানে যাদের অবস্থান, তারা একবার ভেবে দেখার অবকাশ নিতে পারেন। ব্যাপারটার সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক দিকটা আমরা ইতোমধ্যেই আলাপ করেছি – এবার দেখুন জীববিজ্ঞান-বিষয়ক দিকটা:

A difference in sexual energy is not the only sexual difference between men and women. Men are born to be more promiscuous. There seems to be no question but that the human male would be promiscuous in his choice of sexual partners throughout the whole of his life if there were no social restrictions.....The human female is much less interested in a variety of partners.[৪৮]

এরপর যে ব্যাপারটার দিকে আমরা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে এই যে– লিঙ্গভেদে ইসলাম যে ছেলেদের ও মেয়েদের শরীরের

[৪৭] দেখুন:page#97-8, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel
[৪৮] দেখুন: page#105, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে রাখার অংশের (ইসলামী পরিভাষায় 'সতর') ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছে –সে বিষয়টা। বিশ্বজোড়া কাফির প্রচারযন্ত্রের প্রচারণা, নারীবাদীদের আক্ষেপ, আর অতি অবশ্যই আন্তর্জাতিক মিডিয়া ব্যবসার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা ইহুদী বানিয়াগণ কর্তৃক 'নারীদেহের পণ্যায়ন' – এই সবকিছুই নারীদেহের সর্বাধিক সম্ভব প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। তারা এই বিষয়ে ইসলামী অনুশাসনের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। বিশ্বাস হারানোর পূর্বে আজকের পশ্চিমা কাফির-বিশ্ব, যখন ঈশ্বর বা পরকালে বিশ্বাস করতো (উদাহরণ স্বরূপ চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংলন্ড বা ফ্রান্স), তখনকার দিনের কোন প্রতিকৃতি বা তৈলচিত্র ইত্যাদিতে দেখতে পাবেন যে, যে কোন সম্ভ্রান্ত নারীই পর্যাপ্ত পরিসরের পরিচ্ছদের আড়ালে, মুখমন্ডল ছাড়া নিজের দেহের প্রায় সবটুকুই ঢেকে রাখতো। তারপর তারা বস্তুবাদী-কাফিরে রূপান্তরিত হলে, অন্য অনেককিছুর মতই সাধারণভাবে সকল নারী দেহই (কেবল রেজিস্টার্ড বেশ্যাদের দেহ নয়, বরং আলোকপ্রাপ্ত ও বিশ্বাস হারিয়ে কাফির হওয়া যে কোন নারীর দেহও) প্রদর্শন যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। আজ দেখা যায় পুরুষের 'ভদ্রতা' বলতে যখন ট্রাউজার, ফুল-স্লিভ সার্ট, টাই, ওয়েস্টকোট ও কোট/জ্যাকেটের মত কয়েকপ্রস্থ পরিচ্ছদের আড়ালে নিজের দেহ ঢেকে রাখা বোঝায়, নারীর রুচিসম্মত বেশ বলতে তখন বড়জোর অন্তর্বাস লুকানোর নিষ্ফল বা অর্ধসফল চেষ্টার ভান বোঝায়। পাঠক যদি কখনো কাফির-বিশ্বের বেশভূষা প্রদর্শনীর সর্ববৃহৎ আয়োজন – একাডেমী (অস্কার) পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান – টিভিতে দেখে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আমার বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন। অথচ, সম্পূর্ণ জন্মগত ও 'জীববিজ্ঞানভিত্তিক' বৈশিষ্ট্যের কারণে – অযাচিত মনোযোগ ও অনাকাঙ্খিত ঘটনা এড়িয়ে চলতে – ইসলাম নারীর পর্দার যে বিধান বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে, দুজন অমুসলিম বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণও তাকে কি সাংঘাতিক যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করে:

Women could recognise, then, that men are very easily aroused and easily misconstrue the slightest hint of friendship as a sexual invitation. Recognise, too, that **men do see women largely as sex object**..... .[৪৯]

[আমি লেখায় অনেক ইংরেজী উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত করি, এমন প্রচলিত বদনামের তোয়াক্কা না করেই, নারীর পর্দা প্রসঙ্গে ৩১/১২/২০০৩ তারিখে, যুক্তরাজ্যের 'টেলিগ্রাফের' ওয়েবসাইট[৫০] থেকে নামানো একটা ছোট্ট লেখার রস আপনাদের সাথে

[৪৯] দেখুন: page#112, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

[৫০] http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;$sessionid$FHCGBZRJG1ZFXQFIQMFCFG

www.amarboi.org

মিলেমিশে উপভোগ করার লোভ সামলাতে না পেরে এই বইয়ের শেষে[৫১] তুলে দিচ্ছি।]

যাহোক্, উপরে আলোচিত বিষয়গুলো থেকে একটা সামগ্রিক তথ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে: *আমরা পছন্দ করি আর না করি, নারী ও পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে, যা কোন সামাজিক রীতি-নীতি বা বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট নয়, বরং যা হচ্ছে জন্মগত – **যা sociological নয়, বরং biological*** । এ কথাটাই আমেরিকান মহিলা সমাজবিজ্ঞানী এলিস রসির ভাষায় শুনুন[৫২]:

Diversity is a biological fact, while equality is a political, ethical, and social precept.

মাননীয় পাঠক! নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, যা তাদের নারী বা পুরুষ হিসেবে বিশেষিত করে, তা যে সহজাত বলেই স্বভাবজাত – তা যে প্রচলিত সামাজিক বৈষম্যমূলক কোন রীতি-নীতির কারণে উদ্ভাবিত হয় না – বরং জীববিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট কার্যকারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তার সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর বর্ধিত কলেবরে আরো শত শত পৃষ্ঠার থিসিস্ লেখা যেত। কিন্তু এখানে তার অবকাশ নেই এবং তা আমার উদ্দেশ্যও নয়। এখানে কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরেকটি গল্প বলেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানবো:

H.H.Monro-র লেখা একটা ছোট্ট গল্পের ঘটনা[৫৩] হচ্ছে এরকম যে, এক উদারমনা পরিবারের পিতা-মাতা তাদের পুত্রসন্তানের স্বাভাবিক পুরুষালি আগ্রাসী স্বভাব দমনের উদ্দেশ্যে, তাকে টিনের বানানো এক সেট 'খেলনা সৈন্য' কিনে দিতে অস্বীকার করলেন (যুদ্ধ বা সংঘাত ইত্যাদি এড়িয়ে চলার জন্য)। তার পরিবর্তে তারা তাকে, টিনের তৈরী 'আমলা' ও 'শিক্ষক' পুতুলের একটা সেট কিনে দিলেন। তারা ভাবতে থাকলেন যে, তাদের পরিকল্পনা মাফিক সব ঠিকই চলছে, যতক্ষণ না তারা ছেলের খেলার ঘরে অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করলেন যে, তাদের পুত্রটি 'শিক্ষক পুতুল' ও 'আমলা পুতুলের' দুটো রেজিমেন্টের ভিতর, বিশাল এক যুদ্ধের আয়োজন করেছে। ছেলেটা সৌভাগ্যবান ছিল, কারণ তার পিতা-মাতা দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে যা না বা কোনদিনও যা হবে না, তাকে তা বানানোর চেষ্টা করা কত অর্থহীন।

---

[৫১] দেখুন: পরিশিষ্ট:১।

[৫২] দেখুন: page#129, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

[৫৩] দেখুন:page#8, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

দশম অধ্যায়
বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়

[এই পর্বে, আমরা যেহেতু পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কি করণীয়, সেটার একটা দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছি, সেহেতু সঙ্গত কারণেই ইতোমধ্যে আলোচিত কিছু প্রসঙ্গ পর্যালোচনার খাতিরে পুনরুল্লেখিত হয়েছে – কারো কারো কাছে প্রথম দৃষ্টিতে যা একই কথার পুনরাবৃত্তি মনে হতে পারে। আমরা আশা করছি একটু ভাবলেই যে কোন পাঠক কিছু কিছু কথার পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারবেন।]

আমাদের দেশে যেমন আপনি যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশমত জীবনযাপন করেন, রমনার বটমূলে বঙ্গ-গেইশাদের হাতে পয়সার বিনিময়ে পান্তা ভাত মুখে তুলে নেয়াকে অশ্লীল মনে করেন, মহিলা-সমিতি-সমৃদ্ধ বেইলী রোডের 'culture for sale' এর বাজারে আনাগোনা না করেন, তবে, মোটামুটি নিশ্চিত ভাবে আপনি 'স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি' বলে চিহ্নিত হবেন – তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, আপনি যদি এমন ধারণা পোষণ করেন যে – নারী এবং পুরুষ জন্মগত ভাবেই ভিন্ন মন-মানসিকতা, দৈহিক ক্ষমতা, প্রবণতা, দক্ষতার ক্ষেত্রের ভিন্নতা ইত্যাদি নিজেদের মাঝে ধারণ করেই শিশু অবস্থা থেকে পরিণতি লাভ করে পরিপূর্ণ নারী বা পুরুষে রূপান্তরিত হয়, তবে আপনাকে সেকেলে, প্রতিক্রিয়াশীল এবং বুদ্ধি-বৃত্তির বিপক্ষের শক্তি মনে করা হবে।

প্রবল বিপ্লবী চেতনার অধিকারী, ছাত্র জীবনে বাম রাজনীতির সাথে জড়িত আমার মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু যখন ছাত্রলীগ, জাসদপন্থী ছাত্রলীগ, সোভিয়েত ইউনিয়নে অধ্যয়ন, হাফেজ্জী হুজুরের শিষ্যত্ব, মেজর জলিলের সাহচর্য, ইত্যাদি বিপুল বৈচিত্রের অভিজ্ঞতা শেষে, শেষ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেয় এবং তাদের রুকন হিসেবে পরিচিত হয়, তখন সে অবলীলাক্রমে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায় – নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! অথচ, আমার জনৈক প্রয়াত চাচাতো ভাই, যে স্বাধীনতা সংগ্রামের গোটা সময়টা প্রাণভয়ে উত্তরবঙ্গের কোন এক গ্রামে লুকিয়ে ছিল, স্রেফ লুকিয়েই ছিল – স্বাধীনতার পরে আমার চোখের সামনে জাসদপন্থী ছাত্রলীগের মাধ্যমে যার রাজনীতিতে হাতেখড়ি এবং জাসদের করুণ depletion এর পরে যে স্বাধীনতার একমাত্র বৈধ লাইসেন্সধারী ও লাইসেন্সদানকারীদের দলে যোগ দেয়, তার মৃত্যুর পরে পত্রিকায় স্বাধীনতার লাইসেন্সধারীদের সর্বোচ্চ মহল থেকে "জাতি এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারিয়েছে" বলে যখন বিবৃতি দেয়া হয়, তখন আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল যে, – *ঐ মানুষটার লাশটাকে অন্তত মিথ্যার কাফন দিয়ে সমাহিত*

www.amarboi.org

না করলেও পারতেন আপনারা – জীবনে যদিও বা সে আপনাদের মিথ্যাচারের অংশীদার ছিল। কিন্তু আমি একটা কারণেই তা করিনি : যারা আমার ঐ ভাই সম্বন্ধে জানেন না, তাদের কাছে তার কলঙ্ক তুলে ধরা হবে – এছাড়া ইসলাম গীবত তো নিষিদ্ধ করেছেই, মৃত মানুষের সমালোচনাকেও কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। আমি যদিও প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম স্বাধীনতার লাইসেন্সধারীদের বক্তব্যের, তবু আমার অভাগা ভাইটি, মৃত্যুতেও যে ওদের মিথ্যাচার থেকে রেহাই পায় নি, তার পরিচিতি জনসমক্ষে প্রকাশিত হতো বলে আমি শেষ পর্যন্ত পত্রিকায় লিখিনি। আমার এই লেখা পড়ে আত্মীয় স্বজনরা হয়তো বুঝবেন কার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু যারা বুঝবেন, তারা এমনিতেও জানেন।

নারী ও পুরুষের বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য, যা পৃথিবীর স্নেহ-মায়া-মমতার এক নিগূঢ়-রহস্যপূর্ণ উৎস, যাকে মুসলিমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহের অন্যতম মনে করে - সেই বিদ্যমান পার্থক্যকে স্বভাবজাত, সহজাত বললে আপনি প্রগতির বিপক্ষের শক্তি বলে বিবেচিত হবেন। অথচ জোর করে "মুক্তিযোদ্ধা" হবার মত, জোর করে সেই পার্থক্য অস্বীকার করে ছেলেদের মত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে চাওয়া তসলিমা নাসরিন রাতারাতি বিশ্ববরেণ্য "বুদ্ধিজীবীতে" পরিণত হন – কারণ বুদ্ধিবৃত্তির লাইসেন্স এখনকার দুঃসময়ে যেহেতু, কাফির, তাগুত এবং একশ্রেণীর বিকৃত নারীবাদীদের সমর্থকদের হাতে রয়েছে – সেহেতু, তাদের মন যোগানো কথা যারা বলতে পারবেন, তারাই বুদ্ধিজীবী। ২০০১ সালে দেখলাম, কোলকাতা বিমান বন্দরে একটা ছোট্ট বইয়ের দোকান রয়েছে, যেখানে সর্বসাকুল্যে ৫০০টি বই আছে কিনা সন্দেহ - সেই ৫০০ বইয়ের ভিতর চারটি বই তসলিমা নাসরিনের (ইংরেজী অনুবাদও রয়েছে এর ভিতর)। তসলিমা নাসরিন কি হেমিংওয়ে শ্রেণীর কেউ? সেজন্য? না মোটেই না – তিনি একাধারে ইসলাম বিরোধী ও বাংলাদেশ বিরোধী – আর এই দুটো গুণই ঐ দোকানীর দেশের কাছে অত্যন্ত আদরণীয়। পাঠক জেনে থাকবেন হয়তো যে তসলিমা নাসরিন বেশ কিছুদিন হয়, ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব প্রার্থনা করেছেন।

পশ্চিমা কাফির-সভ্যতার পরিবেশবাদীরা, অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের মাঝে তাদের বক্তব্য ও আন্দোলনের সমর্থক বিষয়াদি খুঁজে পান। আমরা মুসলিমরা জানি যে, যে কোন ধরনের অপচয়কে ইসলাম কি কঠোরভাবে সমালোচনা করে বা এড়িয়ে চলতে বলে। তেমনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত করার যে কোন প্রচেষ্টাকে ইসলামে পরিত্যাজ্য মনে করা হয় – 'ভ্রূ প্লাক্' করা থেকে শুরু করে, বক্ষের স্ফীতি বাড়ানোর জন্য 'সিলিকন ইম্‌প্ল্যান্ট' –অথবা– লোভের যোগান দিতে গিয়ে রেইন ফরেস্টের বৃক্ষনিধন থেকে শুরু করে বিশাল শিল্পকারখানার emission সৃষ্ট 'গ্রীন হাউজ এফেক্ট' এসবই ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য এবং নিন্দনীয় অপরাধ। পরিবেশবাদীরা তাই, ইসলামের মাঝে তাদের অনেক আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে পান। এইসব পরিবেশবাদীরা পৃথিবী বদলে যাচ্ছে বলে চিৎকার করে থাকেন, অথচ, নিজেদের

www.amarboi.org

ভিতরে একবারও চেয়ে দেখেন না – যাদের জন্য গোটা প্রকৃতি বলে অধিকাংশ মানুষ মতামত ব্যক্ত করবেন, সেই মানুষের প্রকৃতিই যে বদলে যাচ্ছে, তা বুঝিবা তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না – তারা একবারও ভেবে দেখেন না যে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চেয়ে আসলে তারা প্রকৃতির বিন্যাস সংরক্ষণ করতে চাইছেন – অথচ, সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক ও প্রকৃতিলব্ধ যে গুণাগুণ ও ভূমিকা – তা *তারা* জোরপূর্বক বদলে দিতে চাইছেন – প্রগতির নামে, আলোকপ্রাপ্তির নামে, নারীর ক্ষমতায়নের নামে, কর্মক্ষেত্রে সমতার নামে। বলাবাহুল্য *"তারা"* বলতে আমি পশ্চিমা সভ্যতার তথাকথিত প্রগতিশীল ও উদার অংশের কথা বলছি – পৃথিবীকে ভালো-মন্দ বোঝানোর যাদের রয়েছে একচ্ছত্র অধিকার।

Genetically Engineered/Modified (GM) Food বা Grainsএ তাদের প্রবল আপত্তি – অথচ নারীকে জোর করে পুরুষসুলভ বানানোর প্রচেষ্টাকে তারা liberation বলে আখ্যায়িত করেন। আমরা মুসলিমরা, আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ, পরিবার, সমাজ ও সংসার কোন কিছুতেই আল্লাহ্-প্রদত্ত ও আল্লাহ-নির্ধারিত বিন্যাসের বিকৃতি – ক্লীব বা জড়বস্তুর মত নির্বিকার চিত্তে বসে থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতে পারি না। ইসলাম আমাদের কাছে প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ ও যা কিছু প্রাকৃতিক, সেগুলোর 'লুট' কল্পে নিয়োজিত লুটেরা ও ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তিসমেত রুখে দাঁড়ানোর দাবী রাখে।

আমরা যেভাবে সকল স্বকীয়তা ভুলে গিয়ে সব ব্যাপারে পশ্চিমা কাফির-সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছি, তাতে তাদের সমূহ দুর্ভোগ ও দুর্যোগের অবস্থায় পৌঁছাতে, আমাদের বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবে না – কে না জানে নিম্নগামী যাত্রা সব সময়ই সহজ এবং প্রায়শই স্বয়ংক্রিয় – নদীর উজানে একখানা চালকবিহীন নৌকা ভাসিয়ে দিলেও, তা নিম্নগামী স্রোতের টানে যেন তেন উপায়ে যেমন ভাটির দিকে গড়িয়ে যাবে – অনেকটা তেমন ব্যাপার। আগে যেমন বলেছি যে, দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে গিয়ে, দুর্ভোগ পোহানোর পরে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে contingency plan বা তা *'প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পরিকল্পনা'* ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই – সেজন্য অতীতে যারা সেসবের ভিতর দিয়ে গেছেন তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনাই যথেষ্ট। *'ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া'* বলতে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে, যে জন্য পবিত্র কোর'আনে আ'দ, সামুদ বা লুত(আঃ)-এর জনগণের শাস্তি ও দুর্ভোগের বর্ণনা রয়েছে – আমরা অন্যের সেরকম দুর্ভোগ থেকেই শিক্ষা নিতে পারি। একইভাবে পশ্চিমা জগত যে করুণ পরিণতিতে পৌঁছেছে বা তাদের গৃহীত জীবনের ধরন মানবকুলকে যে অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে – আমরা তা থেকেই শিক্ষা নিতে পারি আগেভাগে। উপরন্তু, বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের বাড়তি কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে, যার জন্য শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্র কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে – আমরা যেমন স্বার্থপরের মত কেবল ঘটমান বর্তমানে আমাদের ভোগবিলাসের কথা চিন্তা করে প্রকৃতির সব কিছু লুট করে ও লন্ডভন্ড করে পরিবেশ দূষণ বা প্রকৃতির

www.amarboi.org

বিকৃতি ঘটাতে পারি না, তেমনি পারিনা ভোগসুখের জন্য এমনকি নিজের self বা 'নফ্স'-এর জন্য ধ্বংসাত্মক এমন কিছুতে জড়িয়ে পড়তে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করছি। পশ্চিমা কাফির-সভ্যতায় জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ির প্রচলনের অধ্যায় সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। বড়িতে সাধারণত স্ত্রী-হরমোন ব্যবহার করা হয়, যা বড়ি সেবনকারিণীর দেহ থেকে বর্জ্য পদার্থের সাথে বেরিয়ে গিয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় পড়ে এবং সেখান থেকে নদীর জলে। অনেক পশ্চিমা দেশেই এধরনের জল পরিশোধিত করে পুনরায় তা 'ওয়াটার সাপ্লাই' সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিকদের সরবরাহ করা হয়। Re-cycled এই (পানীয়) জল থেকে জীবাণু বা অন্য সব অনাকাঙ্খিত পদার্থ ফিল্টার করার ব্যবস্থা থাকলেও, হরমোন অপসারণ করার কোন কার্যকরী পদ্ধতি আজো আবিস্কৃত হয়নি। ফলে না চাইলেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে ঐ স্ত্রী-হরমোন পুনরায় গ্রহণ করছেন পানীয় জলের সাথে– যার ফলে পুরুষ জনসংখ্যর sperm count বা সংক্ষেপে, শুক্রাণু, দ্রুত কমে যাচ্ছে। অন্য অনেক দেশেই এ সমস্যাটা থাকলেও, বৃটেনে তা এক বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে – যেখানে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো শুধু স্ত্রী-ডিম্বাণু নিষিক্ত করতেই বাইরে থেকে পুরুষ আমদানী করতে হবে। তাহলেই দেখুন মাননীয় পাঠক! আল্লাহ্ প্রদত্ত natural বা প্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে বিকৃত করতে চাইলে কি বিশাল মূল্য দিতে হতে পারে।

আসুন তাহলে সাধারণ ভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহ্য়, আর বিশেষ ভাবে ৮৭% মুসলিমের আমাদের এই মুসলিম প্রধান দেশের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উপর্যুক্ত অধ্যায়গুলোতে আলোচিত সমস্যা থেকে উদ্ভাবিত সম্ভাব্য দুর্যোগ ও দুর্ভোগ এড়াতে আমরা কি করতে পারি তা নিয়ে একটু ভাবা যাক। আমাদের মতে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা বিশেষভাবে বিবেচ্য:

<u>এক :</u> প্রতিটি মুসলিমের উচিত নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিকে পরীক্ষা করে দেখা। পৈতৃক সূত্রে লাভ করা মুসলিম পরিচয়ে তৃপ্ত না থেকে নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে, *আমি কি সত্যিই এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্য় বিশ্বাস করি? আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, কোর'আন তাঁর বাণী এবং সেহেতু কোর'আনের প্রতিটি অনুশাসন মানুষের জন্য প্রশ্নাতীত ভাবে শিরোধার্য? আমি কি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ(দঃ) আল্লাহ্র রাসূল এবং সেহেতু দ্বীন সম্বন্ধীয় তাঁর আদেশ নিষেধগুলো আমাদের শিরোধার্য?* এই মৌলিক বিষয়গুলোতে কোন ধরনের সংশয় থাকলে বিশাল মুসলিম ঐতিহ্যবাহী কোন পরিবারে জন্ম নিয়ে থাকলেও, বা, অত্যন্ত সুন্দর অর্থবহ একটা মুসলিম নাম থাকলেও, অথবা, প্রতিদিন গো-মাংস আহার করলেও কাউকে মুসলিম বা মু'মিন বলা যাবে না – যেমন নূহ্(আঃ)-এর ছেলে ও স্ত্রী এবং লুত (আঃ)-এর স্ত্রী – অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক পরিচয় থাকা সত্ত্বেও

www.amarboi.org

জাহান্নামী ও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পতিত বলে আমরা জানি[৫৪]। এই মৌলিক বিষয়সমূহে কোন ধরনের সংশয় থাকলে, যে কারো উচিত অন্য কোন কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করার পূর্বে জীবনের সর্বস্ব – তা সে সময়, শ্রম বা অর্থ যাই হোক না কেন – ব্যয় করে হলেও, নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে শেষ বিচারের দিনে কেউ আমাদের কোন কাজে আসবে না – কোন পীর, ফকির বা হুজুর কেউ আপনাকে কোন প্রশংসাপত্র দিতে পারবে না – আমাদের প্রত্যেককে নিজের ঈমান নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে একাকী দাঁড়াতে হবে। অতএব, এই মৌলিক বিষয়াবলী নিয়ে যার সংশয় রয়েছে তার জন্য এযাবত এই বইয়ে যা আলোচনা করা হয়েছে তা যেমন শেষ পর্যন্ত অর্থহীন, তেমনি নীচে অন্য যে সব সুপারিশ পেশ করা হবে সেগুলোও নিছক কিছু বর্ণমালার বিন্যাস।

দুই: যে পাঠক এই অংশ পাঠ করছেন, আমি ধরেই নিচ্ছি যে, তাকে সংশয়মুক্ত বিশ্বাসী বলে গণ্য করে কথা বলা যায় – আর তাই যদি হয় তবে, তিনি আমারই মত বিশ্বাস করবেন যে সমগ্র মহাবিশ্ব তথা সকল 'সত্যের' সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে অহীর মাধ্যমে উপস্থাপিত 'revealed truth'ই হচ্ছে একমাত্র 'absolute truth' বা 'নিরঙ্কুশ সত্য', এছাড়া বাকী সবই হচ্ছে 'relative truth' বা 'আপেক্ষিক সত্য' – আজ সত্য আছে কাল নাও থাকতে পারে, অথবা একজন সত্যি মনে করতে পারে, অন্যজন তা নাও মনে করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ভেবে দেখুন যে, আইনস্টাইন কাগজে কলমে এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন যে মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটে চলেছে – কিন্তু ব্যাপারটাকে অবাস্তব ভেবে তিনি নিজের ঐ অনুসিদ্ধান্তকে 'blunder' বা 'মারাত্মক ভুল' বলে অভিহিত করে গেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, সত্যি সত্যিই মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটে চলেছে। এই যে একটা বিষয়কেই একবার ঠিক মনে হচ্ছে, আবার ভুল মনে হচ্ছে এটা 'acquired truth' বা মানুষের যুক্তি-তর্ক, পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ দ্বারা উপনীত সত্যের বেলায় অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু 'revealed truth'-এর বেলায় তেমন হবার উপায় নেই – তা ধ্রুব সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য 'acquired truth' কে যাচাই করার 'কষ্টি পাথর' স্বরূপ – বিশেষত কোর'আনকে আল্লাহ্ সুবহানাহুতা'লা যেভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, তাতে মানুষের কাছে দুর্বোধ্য কোন কিছুকে সুবিধার জন্য নিজের মনগড়া এবং বোধগম্য একটা রূপে রূপান্তরিত করার কোন অবকাশ নেই। হ্যাঁ, সময়ের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে মানুষের কাছে কোর'আনের একটা বক্তব্য দুর্বোধ্য তো মনে হতেই পারে – কারণ মনে রাখতে হবে – কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছুকে আল্লাহ্ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য মনে করেছেন, তার সব কিছুই কোর'আনে স্থান পেয়েছে – এর পরে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাযিল হবে না। আমাদের বিশ্বাস দাবী করে যে, কোর'আনে

[৫৪] দেখুন:পবিত্র কোর'আন, ৬৬:১০।

www.amarboi.org

যদি কিছু স্থান না পেয়ে থাকে, তবে তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়। যাহোক, কোন একটা সময়ে কোর'আনের তেমন একটা দুর্বোধ্য আয়াত অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুবাদক বা তফসীরকারকগণ অস্বস্তিতে পড়েছেন – হয়তো নিজের জ্ঞানে যে রকম কুলিয়েছে, সেরকম একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন – কিন্তু মূল আরবী আয়াত সমূহ যেহেতু অক্ষত অবস্থায় সুরক্ষিত রয়েছে, সেহেতু জ্ঞানের স্বল্পতাহেতু মানবিক অনুমান বা 'guess work' মূল 'text'কে স্পর্শ করতে পারেনি। তারপর মানুষের জ্ঞান যখন সে পর্যায়ে পৌছেছে, তখন মানুষের মনে হয়েছেঃ *"ও আচ্ছা, এজন্যই আল্লাহ্ তাহলে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে কোর'আনে এমন বলেছিলেন!"* এরকমই একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল কোর'আনের ৫১:৪৭ আয়াত নিয়ে, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন যে, *মহাবিশ্বকে তিনি প্রশস্ত করে চলেছেনঃ*

The heaven, We built it with power. Verily. We are expanding it. [Qur'an, 51:47]

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে Dr.Maurice Bucaille বলেছেনঃ

'Heaven' is the translation of the word *sama'* and this is exactly the extra-terrestrial world that is meant.

'We are expanding it' is the translation of the plural present participle *musi'una* of the verb *ausa'a* meaning 'to make wider, more spacious, to extend, to expand'.

Some translators who were unable to grasp the meaning of the latter provide translations that appear to me to be mistaken.....Others sense the meaning, but are afraid to commit themselves: Hamidullah in his translation of the Qur'an talks of that widening of the heavens and space, but he includes a question mark.....*Muntakab*, a book of commentaries edited by the Supreme Council for Islamic Affairs, Cairo. It refers to the expansion of the Universe in totally unambiguous terms.[৫৫]

এ প্রসঙ্গে আমার এতসব বলার কারণ হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহ্ যখন কোন একটা ব্যাপার নির্ধারণ করে দেবেন, তখন তার পেছনের কারণসমূহ বা যথার্থতা বোঝার সামর্থ যদি আমাদের নাও থাকে, তবু যেন আমরা বিশ্বাস করি যে, সেটাই ধ্রুব সত্য এবং ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে থাকি – কখন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞান তা বোঝার পর্যায়ে এসে পৌছাবে, তার জন্য। ঈমান বা জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার কারণে

[৫৫] দেখুনঃ page#167, *The Bible, The Qur'an and Science* – Maurice Bucaille

www.amarboi.org

কোন বিশ্বাসী হয়তো, নারীবাদী আস্ফালনের মুখে বিব্রত বোধ করে থাকতে পারেন – কিন্তু'revealed truth'-এর উপর আস্থা রেখে একটু অপেক্ষা করলেই দেখতে পেতেন যে, পশ্চিমা কাফির-সভ্যতা কিভাবে গোটা এক চক্কর ঘুরে – বহু সময়, প্রাণশক্তি ও জীবন অপচয় করে আবার সে স্থানেই ফিরে এসেছে, যেখানে স্থির বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকার মত দৃঢ়তা যে কোন সত্যিকার বিশ্বাসীকে ইসলাম দিয়েছিল। দেখুন Brainsex বইয়ের শেষ কয়েকটি লাইনে রচয়িতারা কি বলছেন:

We can hope for an end to the slogans, **for slogans do not change facts**, and end to the sterile pursuit of **artificial equality**; an abandonment of the arduous and unnatural process of denial and, instead, the enjoyment of our natural selves; the greening of a new relationship between men and women; a celebration of difference.[৫৬]

সুতরাং, মুসলিম হিসেবে, আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে –**'revealed truth'কে সবসময় অন্য যে কোন অনুমানপ্রসূত তত্ত্বের উপর প্রাধান্য দেয়া।**

তিন: সাধারণ ভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র সকল নারীদের প্রতি, আর বিশেষভাবে আমাদের কন্যা সন্তানদের প্রতি আমরা যেন অত্যন্ত সদয় ব্যবহার ও আচরণ করি – তারা যেন একটা সুস্থ শরীর ও মস্তিষ্ক নিয়ে, একটা সঠিক (অর্থাৎ অতি অবশ্যই ইসলামী) মন-মানসিকতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে, সেদিকে আমরা যেন বিশেষ মনোযোগ দিই। মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য ও জাতি গঠনে, তাদের সঠিক ও আল্লাহ্‌ নির্ধারিত ভূমিকা কি, সে সম্বন্ধে আমরা যেন তাদের সঠিক জ্ঞান সমেত বড় করি। ঈমান ও ইসলামকে জীবনে ধারণ করার পরই, মেয়েদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে *'সত্যিকার মুসলিম হিসেবে নিজ সন্তানকে প্রতিপালন করা ও গড়ে তোলা'* – সে ব্যাপারে আমরা যেন আমাদের কন্যা সন্তানদের সচেতন করে তুলি। শুধু তাই নয়, স্বাভাবিকভাবে সংসারের ব্যয় সংকুলানটা যে মেয়েদের দায়-দায়িত্ব নয়, (বিশেষ প্রয়োজন বা আপদকালীন অবস্থা/ব্যবস্থা ছাড়া) সেটা যেন তারা বুঝতে শিখে এবং সে ব্যাপারে তাদের মনে যেন কোন complex বা হীনমন্যতাও থাকাটা যে ভিত্তিহীন – সেটাও যেন আমরা তাদের বোঝাই। উপরন্তু, ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সংসারে তাদের যে অবদান (অর্থাৎ, সন্তান প্রতিপালন ও পরিবারের সবার জন্য, এক শান্তির নীড় তথা নিবিড় আশ্রয়স্থল হিসেবে, নিজ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ), তা যেন সমাজে কিছুতেই খাটো করে দেখা না হয় – এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা, এবং, প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত।

---

[৫৬] দেখুন: page#191, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

আজকাল শোনা যায় নগরবাসী কোন কোন পরিবারে, অনিবার্য প্রয়োজনে নয়, বরং বাড়তি স্বচ্ছলতা বা প্রাচুর্যের আকাঙ্খায় আশা করা হয় যে, মায়েরা অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করবেন – পশ্চিমা কাফির-সভ্যতা থেকে ভেসে আসা অনেক রোগের মতই এটাও একটা সাম্প্রতিক ছোঁয়াচে রোগ। এব্যাপারে অনিচ্ছুক ও মাতৃত্বের দায়-দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত মায়েদের উপর, এমনকি মানসিক চাপ সৃষ্টিও – যৌতুকের মতই একটা জঘন্য ব্যাপার। এমনও শোনা যায় যে, নিজের যৌবন বিশ্বস্ততার সাথে সন্তান প্রতিপালনে ব্যয় করার পর এবং ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যাবার পর, মধ্যবয়সে কোন কোন মা-কে মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, তারা সত্যিকার অর্থে সংসারে কিছুই contribute করলেন না বা অবদান রাখলেন না – ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা একাধারে দুঃখজনক ও ঘৃণ্য। পশ্চিমা সভ্যতার চিন্তাশীলরাও ব্যাপারটাকে ঘৃণার চোখেই দেখেন:

Most women do a great amount of work at home, and most men do a different sort of work in the office or on the factory floor, and in truth one sort of work is not necessarily 'better' than the other. One happens to be paid, but that should not confer a special sort of honour on the work involved. **Prostitutes are paid, but that does not make their work better than that of mothers.**[৫৭]

চার: বাবা-মা হিসেবে আমাদের উচিত সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং তাদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া। অনেক বিশাল ব্যক্তিত্বকে দেখা যায়, সারাদিন বাইরে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে 'নীতি-কথা' শুনিয়ে যখন ঘরে ফেরেন, তখন ঘরের মানুষদের জন্য তার সময়, কথা বা প্রাণশক্তি কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না – ঘর কেবলই *'সারাদিন শেষে ফিরে এসে ঘুমাবার একটা জায়গায়'* পরিণত হয়। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেক ইসলামপন্থীদের অবস্থাও তথৈবচ – এজন্যই দেখা যায়, তারা যা preach করেন, নিজের ঘরেই হয়তোবা তা implemented বা বাস্তবায়িত হয় না। হুজুর যখন বাইরে সবাইকে বেহায়াপনার ব্যাপারে নসিহত করে চলেছেন, তখন তার নিজের ঘরেই হয়তো, তার স্ত্রী-সন্তান স্যাটেলাইট ডিশের বদৌলতে চোখের, কানের ও মনের ব্যভিচারে লিপ্ত – বিশেষত আজ যখন চরম বেহায়াপনার বিপণনে নিয়োজিত চ্যানেলগুলোও, তাদের 'ব্যভিচার-বিষয়-ভিত্তিক' 'শিল্প-সাহিত্য-সামগ্রী' ভোগ-করা ভোক্তাদের জন্য, ওসবের পাশাপাশি 'ইসলামী' অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছে এবং সেই সুবাদে ইসলামপন্থীদের ঘরেও স্যাটেলাইট ডিশের যোগাযোগ রাখাটা আজ 'অত্যাবশ্যকীয়' হয়ে দাঁড়িয়েছে – *ধর্ম-কর্মকেও তো যুগোপোযোগী করে তোলার একটা প্রয়োজন রয়েছে! তা না হলে লোকে তো*

[৫৭] page#189, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

ইসলামকে মধ্যযুগীয় ও সেকেলে একটা জীবনব্যবস্থা মনে করবে !! নিয়তির কি করুণ পরিহাস যে, গোটা বিশ্বের মানচিত্রে খেলাফত বা আল্লাহ্‌র আইন ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, গোটা জীবনকাল সংগ্রামে কাটিয়ে দেয়া ইসলামপন্থী ও ইসলামজীবীরাও এ কথাটা বুঝতে অক্ষম যে, তিনি যখন বাইরে 'সংগ্রামে' রত, তখন আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে 'হলিউড নিয়ন্ত্রণকারী' বিধর্মী ইহুদীরা অথবা 'বলিউড নিয়ন্ত্রণকারী' হিন্দু কাফিররা, তার ঘরের নিভৃততম স্থান দখল করে, তার যত্নের ও আদরের ধনদের মগজের মানচিত্র 'জবর দখল' করে চলেছে তাদেরই অজান্তে। তিনি ভৌগলিক মানচিত্রে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন? আল্লাহ্‌ তাকে একান্ত আপন নিজস্ব ব্যক্তিগত যে জগত দিয়েছিলেন, তার মানচিত্রই তো চলে যাচ্ছে কাফিরের দখলে। তার পাশাপাশি চিত্র নায়িকাদের অংশগ্রহণে ইসলামী নাটক চালু হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ –ইসলামী নৃত্য ও ব্যান্ড সঙ্গীত মনে হয় সময়ের ব্যাপার কেবল – আমি তো দুরু দুরু বুকে ঐ দিনের আশংকায় রয়েছি, যে দিন 'তুর্কী বীর' মুস্তফা কামালের স্বপ্ন পূরণ করে চার্চের অনুকরণে মসজিদে পিয়ানো ঢুকবে, বাজনার তালে তালে মুসলিমরা প্রার্থনা করবে – নাউযুবিল্লাহ্‌ !

এখানে একটা ছোট্ট ঘটনা বলিঃ নবুয়তের প্রথম দিকে রাসূল (দঃ) যখন মক্কায় ছিলেন, তিনি কাবার চত্বরে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। মক্কার এক কাফির, মানুষকে তাঁর কথা শোনা থেকে বিরত রাখতে, কাবায় যাবার পথিমধ্যে ক্রীতদাসীদের নিয়ে (আজকের দিনে যাকে বলা হতো) নৃত্য-গীতি-নাট্যের আয়োজন করলো এবং মানুষকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলো যে নবী (দঃ)-এঁর কাছে গিয়ে কি হবে, তার কাছে অনেক আকর্ষণীয় গল্প শোনার (বা বিনোদনের) ব্যবস্থা রয়েছে – ঠিক আজকের দিনে মিডিয়া যে কাজটা করে থাকে, অনেকটা সেরকম একটা ব্রত ছিল ঐ কাফিরের– মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করা। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এটা যে, রাসূল(দঃ) কিন্তু হিজাব পরিহিতা মহিলা সাহাবীদের নিয়ে, একই ধরনের আরেকটা আয়োজন করেননি, বরং তিনি যে সহীহ্‌ পন্থায় মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, সেই পন্থায়ই দাওয়াত দিতে থাকলেন – তাতে পঙ্গপালের মত সমাগম হলো কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে – কোন একটা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আমাদের ও কাফিরদের tools যেমন সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে, তেমনি একটা লক্ষ্য শুদ্ধ থাকলেই শুধু চলবে না – সেখানে পৌঁছানোর পন্থাটাও শুদ্ধ হতে হবে – মিডিয়ায় 'ইসলামী তৎপরতার' সপক্ষের, জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত এক মৌলানা সাহেবকে, উদাহরণ দিয়েও একথাটা আমি বোঝাতে সক্ষম হইনি।

রাসূল(দঃ) বলে গেছেন যে, মুসলিমদের ৭৩টা ভাগ হবে, যার মাঝে মাত্র একটি ভাগ হচ্ছে সঠিক, আর বাকীগুলো সব বাতিল বা ভ্রান্ত। আজ দেখুন আমাদের কি করুণ অবস্থা – বাতিল পন্থার সংখ্যা হিসেবে ৭২ কে বেশ ছোট একটা সংখ্যাই মনে হয়(যদিও আমরা অবগত যে আরবী ভাষায় বহু বোঝাতে ৭ বা ৭০ এধরনের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়ে থাকে)।

www.amarboi.org

৭০এর দশকের শেষের দিকে, পেশাগত প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে, আমাকে নারায়ণগঞ্জের (ওপারে) সোনাকান্দায় যেতে হতো – যাবার পথে সেখানকার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে একটা প্রকান্ড নিম গাছ ছিল। হঠাৎ একদিন ঐ পথে যেতে যেতে খেয়াল করলাম যে, ঐ নিম গাছের চারপাশে বেশ কয়েকটি মোমবাতি জ্বলছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, ঐ গাছ থেকে এক প্রকার অস্বাভাবিক বর্ণের, দুধ সদৃশ তরল নিঃসৃত হওয়াতে, 'ভক্তকুলের ঐ ভক্তি'! মাননীয় পাঠক, আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র একটা সাধারণ প্রস্থচ্ছেদের দিকে যদি আমরা পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি নিয়ে তাকাই, তাহলে চিত্রটা হতাশাব্যঞ্জক মনে হতে পারে – যদিও আমরা সবসময়ই, ইনশাল্লাহ্, মনে রাখবো যে, মুসলিমদের হতাশ হবার অবকাশ নেই। অন্তঃসারশূন্য আর ঈমানশূন্য হৃদয় – হিন্দু, পৌত্তলিক বা কাফিরের কাছে চিত্ত ও 'মগজ' বন্ধক রাখা নামসর্বস্ব ও স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মুসলিম(?) তো নিম গাছের পূজা করতেই পারে– আমাদের দেশ বরেণ্য 'ইসলামী ব্যক্তিত্ব' ও শিক্ষিতদেরও কি করুণ অবস্থা – কার বন্দনাগীতি গাইবেন – কাকে প্রশংসা করবেন অথবা কোন পন্থী হবেন – এসব সংশয় সামাল দিতেই যেন মূল্যবান জীবন কেটে যায়; *'কেবল আল্লাহ্ আর আল্লাহ্‌র রাসূলপন্থী'* মুসলিমের তাই বুঝি আজ এত অভাব!!

প্রাচীন মিশরীয়রা সূর্যের পূজা করতো - Egyptian Sun God-এর কথা আমরা শুনে থাকি। এছাড়া 'সূর্য দেবতা' বলে একটা কথা বিভিন্ন পৌত্তলিক ও ইতর (pagan) ধর্মাবলম্বীদের মাঝে প্রচলিত ছিল/আছে। মুসলিম ইতিহাসে বা ইসলামী ঐতিহ্যে 'সূর্যের' কোন বিশেষ স্থান রয়েছে বলে আমার জানা নেই – 'সূর্য সন্তান' বা 'সূর্য পুরুষ' এধরনের কোন বিশেষণে আমাদের কোন বীরকে (যেমন ধরুনঃ উসামা বিন যায়েদ, খালিদ বিন ওয়ালিদ বা সালাউদ্দিন আইয়ুবী – এদের মত কাউকে) ইসলামী ইতিহাসে কখনো কোথাও সম্বোধন করা হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। উপরন্তু, এটুকু বুঝি যে, 'hero worshipping' কে ইসলামে গর্হিত কাজ বলে গণ্য করা হয় – যার উল্লেখযোগ্য প্রমাণস্বরূপ দুটো ঘটনা স্মরণ করা যায় – প্রথমত রাসূল(দঃ) মৃত্যুর পর, যখন অনেকের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী মুহাম্মদ (দঃ) সত্যিই আর নেই – তখন হযরত আবু বকর(রাঃ)-এঁর দেয়া ভাষণ, যেখানে তিনি বলেনঃ

"O Men, if you have been worshipping Muhammad, then know that Muhammad is dead. But if you have been worshipping God, then know that God is living and never dies"[৫৮]

আর দ্বিতীয়ত স্মরণ করা যায়, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালীন সময়ে যে খালিদ বিন ওয়ালিদকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে এনে, সাধারণ সৈনিকের পর্যায়ে

[৫৮]দেখুনঃ page#506, *The Life of Muhammad* – Muhammad Husein Haykal

www.amarboi.org

নামিয়ে দেন এই 'hero worshipping' রোধ করতে – সেই ঘটনা, যা হয়তো অনেকেই জানেন।

এই বইয়ের সম্পাদনা পর্বে, পত্রিকান্তরে দেখলাম, সম্প্রতি, 'সূর্যের গুণমুগ্ধ' আমাদের দেশের মহাপুরুষরা (যাদের মাঝে আমার অনেক পিতৃস্থানীয় লোক রয়েছেন– যাদের আমি সাধারণভাবে শ্রদ্ধাও করে থাকি), মুসলিম উম্মাহ্‌র 'সূর্যের ন্যায় যে পুরুষ' বা 'সূর্য যে পুরুষ' তার সন্ধান লাভ করেছেন এমন এক পুরুষের মাঝে, জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে যার জীবনের বহুলাংশ রহস্যের কুয়াশায় আচ্ছন্ন এবং যাকে তার জীবনী লেখক(রা) ধূর্ত ম্যাকিয়াভেলীর সাথে তুলনা করে সঙ্গত কারণেই বলেছেনঃ "*..an almost Machiavellian figure whose commitment to Islam was entirely utilitarian*"[৫৯]। এছাড়া বেশ কিছুদিন ধরেই *'হিন্দুদের যা আছে আমাদের তা নেই কেন'* বা *'কাফিরদের যা আছে আমাদের তা কেন থাকবে না'* এমন হীনমন্যতার বশবর্তী হয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ বিভিন্নক্ষেত্রে, বিতর্কিত ও নামসর্বস্ব সব মুসলিমের 'পুনর্মূল্যায়নের' এবং 'ইসলামীকরণের' যে প্রবণতা দেখা যায়, তাকে কেবল intellectual bankruptcy বললে হয়তো সম্পূর্ণ বলা হবে না, বরং – হীনমন্যতা ও দীনতা হেতু, 'বিজয়ীকে' 'শ্রেয়' ও 'আদর্শ' মনে করার এবং তার মত হতে চাওয়ার 'বিজিতের' করুণ প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করা যায়। অথচ, ইসলামের জন্মলগ্নেই তো বলে দেয়া হয়েছে যে কাফিরদের ও আমাদের জন্য ভালো-মন্দ, আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, 'জীবনের উদ্দেশ্য'-'মরণের পরিণতি' ইত্যাদি সব কিছুই ভিন্ন হবে!!

আমরা যারা রাসূল(দঃ)-এর জীবনী পড়েছি এবং পবিত্র কোর'আনের ২৬তম সূরা অর্থ সহকারে পড়েছি, তারা তো জানি যে কবিদের 'শিল্পকর্মকে' ও 'বাকচাতুর্যকে' রাসূল (দঃ) যেমন ভালো চোখে দেখেননি, তেমনি আল্লাহ্‌ও তাদের দুষ্ট প্রকৃতি, অনুমানবশত কথা বলা ও মুনাফিকিকে (বা কথা ও কাজে পার্থক্যকে) তিরস্কার করেছেন।[৬০] সুতরাং আমাদের মাঝে রবীন্দ্রনাথের মত একজন কেউ নেই বলে, আমাদের কি কোন অভাববোধ থাকতে পারে? বড় কবি হলে ভালো মুসলিম হবার কোন যোগ্যতা যেমন নিশ্চিত হয় না, তেমনি ভালো মুসলিম হলে কবিতায় ভালো হবেন এমন কোন সম্ভাবনা থাকে বলেও আমার জানা নেই। তাহলে কেন এই দীন-হীন প্রচেষ্টা। যার জীবনবৃত্তান্তে এবং কাব্যের অন্তত ৫০% কর্মে ইসলামের মূল্যবোধের ঘোর পরিপন্থী ব্যাপার সুস্পষ্ট এবং যার তথাকথিত ইসলামী কবিতা বা গানেও মারাত্মক আকীদাগত ত্রুটি পাওয়া যাবে, তাকে কেন 'মুসলিম সম্প্রদায়ের মহান কবিসত্তা' বানাতে হবে?? কোন দ্বীন-বিচ্যুত নাম সর্বস্ব কবি কি যেন তেন ভাবে আল্লাহ্‌ বা রাসূলের নাম নিয়ে, তাঁদের বা তাঁদের দ্বীনকে এক ধরনের অনুগ্রহ করেছেন

---

[৫৯] দেখুনঃ Page#96, *Enemy in the Mirror* – Roxanne L. Euben

[৬০] দেখুনঃ পবিত্র কোর'আন, ২৬:২২৪-২২৬।

www.amarboi.org

বলে আমরা মনে করতে পারি? যাহোক্, গুরুত্ব ও আলোচনার অবকাশ, দুটোই ব্যাপক বলে, বর্তমান রচনায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপের সুযোগ নেই – ভবিষ্যতে কখনো (বুঝে হোক বা না বুঝেই হোক, আমাদের অভাগা দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ে) 'খলনায়কদের' জোর করে 'বীর' বানিয়ে, তাদের বন্দনা করার প্রবণতা ও তা করতে গিয়ে নিজেদের মেধা ও সময়ের অপচয় ছাড়াও, এসব অপচেষ্টার মাঝে পরবর্তী প্রজন্মকে বিপথগামী করার যে পাপ নিহিত রয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ্ । আমরা এখানে এখন কেবল এটুকুই বলবো যে, আমাদের সন্তানরা কাকে 'শ্রদ্ধেয়' জেনে বড় হবে আর কাকে 'পরিত্যাজ্য' জানবে, সে ব্যাপারে আমরা যেন নিজেরা প্রথমে ব্যাপক পড়াশোনা করে জ্ঞান লাভ করি – তারপর কেবল আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য শিরোধার্য জেনে, শুধু সত্যিকার অর্থে 'আল্লাহ্‌র বন্ধু'[৬১] যারা – আমরা যেন আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের, *কেবল তাদেরই* সম্মান করতে শিক্ষা দিই। আমাদের প্রজন্মের জীবনের কত মূল্যবান সময় যে অর্থহীন 'hero worshipping'-এ অপচয় হয়েছে এবং আজো হচ্ছে – আখেরাতে বিশ্বাসী মুসলিমের কাছে যে সব চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ অর্থহীন – খবরের কাগজের পাতায় সে সবের আলোচনায় কত লক্ষ-কোটি man-hour নর্দমায় বয়ে যাচ্ছে, সেকথা মনে রেখে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা যেন সেসব থেকে সুরক্ষার চেষ্টা করি।

একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি: প্রায় কার্টুনসম ক্যারিকেচার বলে বিবেচিত, উগান্ডার প্রয়াত শাসক, ইদি আমিন, ক্ষমতায় এসে সেদেশের রাজধানী কাম্পালার কেন্দ্রস্থলে এক বিশাল মূর্তি নির্মাণের আয়োজন করলেন – ব্যতিক্রমী চরিত্র হিটলারের মূর্তি! (সম্ভবত হিটলারকে বীর জেনেই এই আয়োজন।) মূর্তির কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন তার সৈন্যরা তার আদেশে এসে ব্যয়বহুল ঐ মূর্তিকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল। তিনি সংবাদ মাধ্যমে বক্তব্য রাখলেন যে, হিটলার যে এত দুষ্ট ও জঘন্য একজন লোক ছিল, সে বিষয়টা তিনি জানতেন না। মাননীয় পাঠক, আমরা যেন কাফিরদের হাসির খোরাক না হই – আল্লাহ্ যেন আমাদের সকল অপচয়ের পাপ থেকে মুক্ত রাখেন! আমিন!!

পাঁচ: নিজেদের জীবনে যৌনবোধের উন্মেষ এবং আনুষঙ্গিক অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে স্মরণ রেখে, আমরা যেন মনে রাখি যে, আমাদের সন্তানরাও একই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বা যাবে। তফাৎ শুধু এটুকুই যে, নিজেকে যাবতীয় কবীরা গুনাহ্ থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার মত অবস্থানে বা অবস্থায় তখন আমরা না থেকে থাকলেও, এখন আমরা (যারা বাবা-মা তারা) চাইলে আমাদের সন্তানদের কবীরা গুনাহ্‌র ভার লাঘব করতে পারি। জীবনের জৈবিক বাস্তবতা নিয়ে খোলাখুলি আলাপের মাধ্যমে এবং 'প্রাপ্তবয়স্ক' হবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করার

[৬১] দেখুন: পবিত্র কোর'আন, ১০:৬২।

www.amarboi.org

মাধ্যমে – *বিবাহ যে দ্বীনের অর্ধেক*, সেই হাদীসের[৬২] আলোকে – আমরা, আমাদের সন্তানদের দ্বীনদার হতে সাহায্য করতে পারি। মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, সন্তানদের বিবাহের ব্যবস্থা করার নিরিখে কন্যা ও পুত্র সন্তান ভেদে, আমাদের দায়-দায়িত্বের কোন তারতম্য নেই । হিন্দুদের আচার আচরণের প্রভাবে, কন্যা-সন্তানের বিয়ের কথা ভেবে অনেকে না ঘুমিয়ে রাত কাটালেও, পুত্র-সন্তানের বেলায় অনেকটা 'দেখা-যাবে-খন' নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায় অনেককেই। বাংলাদেশের যে অঞ্চলে আমার আদি বাসস্থান, সেখানে একজন ছেলেকে অনেক সময়ই নিজের বিয়ের জন্য, তার চেয়ে ১৭ বছরের ছোট বোনের বিয়ে হয়ে যাবার অপেক্ষায় থেকে, ৪০ বছর বয়সের অবিবাহিত জীবনের ভার বহন করতে হয় – খুব সম্ভবত হিন্দু ধ্যান-ধারণার প্রভাবেই – অথচ, এধরনের মনোবৃত্তি নিঃসন্দেহে অনৈসলামিক এবং পাপ-পংকিল।

আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝবো যে, তাড়াতাড়ি সন্তানদের বিয়ের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে যে অন্তরায়গুলো সাধারণত আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, তার সিংহভাগই অত্যন্ত কৃত্রিম ও 'লোক দেখানো' কারণসমূহ থেকে উদ্ভূত এবং নিঃসন্দেহে দুর্বল ঈমান প্রসূত। আমরা ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে, আজ যদি আমাদের সন্তানরা ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হয়, তাহলে তাদের মুখে এক টুকরো রুটি বা বিস্কুট তুলে দিতে আমরা নিশ্চয়ই ইতস্ততঃ করবো না – এমন কি রাস্তায় দাঁড়িয়েও নয় নিশ্চয়ই? পরীক্ষার মৌসুমে পরীক্ষাকেন্দ্র সমূহের সামনে কত মা-বাবাকে আজো, এই বস্তুবাদী কুফ্‌রী সংস্কৃতির যুগেও, খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এবং দু'টো পরীক্ষার মাঝখানের সময়টাতে উচ্চতায় তাদের চেয়ে বড় সন্তানের মুখেও খাবার তুলে দিতে দেখা যায়। লোকে কি বলবে তা সেখানে অন্তরায় হয়না – কিন্তু কেন?? – আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে তাদের জন্য যে স্নেহ-মমতা ভরে দিয়েছেন, সেই স্নেহের বশে আমরা care করি না যে, কে কি ভাবছে।

মাননীয় পাঠক! আপনি যদি, উপরে লিপিবদ্ধ, এই অধ্যায়ের সুপারিশমালার <u>এক:</u> অনুযায়ী একজন বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তবে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে, আপনার কল্পনায় বা দুঃস্বপ্নে আপনার সন্তানের সবচেয়ে বড় কষ্ট বা দুর্ভোগ কি হতে পারে? আমি সাহায্য করছি – ধরুন বড়জোর আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে যে রেল লাইন গিয়েছে, সেখানে রেলের নীচে কাটা পড়া, অথবা, আপনার বাড়ীর কাছে বিশ্রী দেখতে যে ২৪ তলা ভবন সদ্য গজিয়ে উঠেছে, তার ছাদ থেকে নীচে পড়ে যাওয়া – আমি না হয় আরেকটু নিষ্ঠুর হয়েই বলি – সদ্য খুন হওয়া পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী পিতা-পুত্রের মত সন্ত্রাসীর হাতে ১৯ টুকরো লাশ হওয়া? আমি জানি আপনার ভাবতে খুব খারাপ লাগছে – সন্তান যেহেতু আপনার – আমার তো লিখতেই খারাপ লাগছে!!

---

[৬২] দেখুন: পরিশিষ্ট : ২।

www.amarboi.org

মাননীয় পাঠক, স্রেফ তর্কের খাতিরেই বলছি, ধরুন আপনি একখানা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে এবং খালি পায়ে আপনার শোবার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় শুনলেন যে, কলেজ পড়ুয়া আপনার একমাত্র সন্তানটি আর ২/৩ মিনিটের মাঝে রেলের নীচে কাটা পড়তে যাচ্ছে – তবে আপনি তড়িৎ-গতিতে সেখানে গেলে হয়তো, দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেতেও পারে। আপনি কি করবেন? আপনি, দেখতে কেমন দেখাবে বলে কি প্যান্ট, সার্ট, জুতো ইত্যাদি পরে তবে বাইরে যাবেন, নাকি যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায়ই ছুটে যাবেন? আপনার, অর্থাৎ একজন পিতার উত্তর জানার জন্য, আমার বোধকরি তা শোনার প্রয়োজন নেই! এখন দেখুন, আসলে কথার পিঠে কথা বলে, বিশ্বাসী হিসেবে, আপনি আপনার কঠিনতম দুঃস্বপ্নে, আপনার সন্তানের সবচেয়ে বড় যে দুর্ভোগের কথা ভাবতে পারতেন, আমি তা আপনাকে ভুলিয়ে রেখেছি! তা হচ্ছে – আপনার সন্তান জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে!! একজন বিশ্বাসীর কাছে জাহান্নামের আগুনের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কোন দুঃস্বপ্ন হতে পারে না। তাহলে ভেবে দেখুন, দেরী করে বা তার 'প্রয়োজন মত' বিয়ে না দেয়ার জন্য, কবীরা গুনাহ্‌র chain reaction-এ পড়ে আপনার ছেলে যদি জাহান্নামী হবার সম্ভাবনা থাকে, আপনার পিতৃস্নেহ কি – 'লোকে কি বলবে', 'ছেলের ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে', 'পর্যাপ্ত ধুমধাম হবে না' ইত্যাদি – মেকী ও ঠুনকো কারণে ছেলেকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে দিতে পারে??

ছয়ঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা যেমন দেখেছি, সব কিছু যেভাবে চলছে – সাধারণ ভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ আর বিশেষ ভাবে আমাদের দেশে, আমরা, যেভাবে occidentosis রোগে আক্রান্ত হয়ে, পশ্চিমা কাফির-সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত – তাতে (পশ্চিমের মত) সমস্যা বা বৈষম্যভিত্তিক নৈরাশ্য ও ক্রোধ থেকে না হলেও, কেবল প্রগতিশীল লেবেল লাগাতে হলেও, আমাদের মেয়েদের উল্লেখযোগ্যহারে পশ্চিমা নারীবাদের খপ্পরে পড়াটা কেবল সময়ের ব্যাপার। অথচ, ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি ন্যূনতম বিশ্বস্ততা রয়েছে, এমন কোন সামাজিক মানচিত্রে পশ্চিমা কাফির-সভ্যতায় জন্ম নেয়া নারীবাদের কোন স্থান সংকুলান হবার কথা নয়। আমরা যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে জীবনে সত্যিকার অর্থে ধারণ না করে, 'না-ঘরকা-না-ঘাটকা' অবস্থায় রয়েছি – সেহেতু দেখুন, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস যে মুহাম্মদ(দঃ)-এর উম্মতদের আজ নারীবাদসৃষ্ট ফিত্‌না নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

মেয়েদের আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল(দঃ) কোর'আন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে যে সব অধিকার দিয়েছেন, মদীনার স্বর্ণযুগে মুসলিম নারীরা যে সব অধিকার ভোগ করতেন, এখন আমাদের কাছে সেগুলো রূপকথার 'কল্পকাহিনী' মনে হয়! আজ যখন আমরা কাউকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, ইসলাম নারীকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই কত অবাক করা অধিকারসমূহ দিয়ে রেখেছে – তখন অনেকের মনে হতেই পারে যে, বর্তমান অবস্থাটা হচ্ছে, *'কাজীর গরু, খাতায় আছে গোয়ালে নাই'* – সেরকম।

www.amarboi.org

মুসলিম উম্মাহ্‌র পুনর্জাগরণ ও পুনর্গঠনের স্বপ্নকে সামনে রেখে, আমরা যেন আমাদের মা-বোনদের আল্লাহ্-প্রদত্ত *প্রতিটি* অধিকার অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে দিই – প্রয়োজনে সেজন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। একজন মুসলিমের যাকাত দেয়ার ব্যাপারে যেমন তার কোন choice নেই, কারণ যাকাত আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর যাকাত দিয়ে কেউ যেমন ভাবতে পারে না যে, সে দয়া করে কিছু দান করলো – ঠিক তেমনি মেয়েদের যে অধিকার আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত করতে গিয়ে আমরা যেন এমন ভাব না করি যে, আমরা তাদের কোন favour করছি – বরং আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সে সব অধিকার স্বীকার করতে সামান্য গড়িমসিও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহের শামিল। উদাহরণ স্বরূপ কোর'আনে স্পষ্ট ভাষায় মৃত বাবার সম্পত্তিতে মেয়ের উত্তরাধিকার বর্ণিত রয়েছে[৩৩] – যা মেনে চলা যে কোন মুসলিমের জন্য শিরোধার্য। কোন ভাই যদি বাবার মৃত্যুর পরে, তার বোনকে তার উত্তরাধিকার বুঝিয়ে দিতে সামান্য গড়িমসিও করেন, তবে সেই সম্পত্তিলব্ধ অর্থ ভোগ করে তিনি যে কেবল 'হারাম' খাবেন তাই নয়, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে তিনি স্পষ্টত 'কুফ্‌র'-এ লিপ্ত হবেন[৩৪] । মোহরানা, বিয়ের ব্যাপারে নিজস্ব মতামতের অধিকার, মসজিদে যাবার অধিকার, নিজস্ব সংসারের জন্য আলাদা পরিসরের অধিকার – এসব হচ্ছে আরো কিছু ইসলাম-প্রদত্ত অধিকার যা মুসলিম দেশগুলোতে অহরহ লঙ্ঘিত হয়। আমরা যদি আমাদের মা-বোনদের আল্লাহ্-প্রদত্ত সব অধিকার ফিরিয়ে দিই, তবে ইনশাল্লাহ্! নারীবাদের বিষাক্ত ছোবল থেকে আমাদের সমাজ-সংসারকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে না।

<u>সাত্তঃ</u> শান্তির জন্য, দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক মঙ্গলের জন্য এবং সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্যও – জীবনের অন্য যে কোন বিষয়ের মতই – আমরা যেন বিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপার বিবেচনা করতে গিয়ে, কেবল আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল(দঃ) সে সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেটাকেই প্রাধান্য দিই। আমার নিকটাত্মীয়দের অনেকেই, ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, ছেলে- মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলা অবস্থায়, অনেক সময় সম্ভাব্য পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন বা মতামত জানতে চান। এসব বর্ণনায় কখনো, কেউ, 'তাকওয়াকে' প্রাধান্য দিয়েছেন বলে মনে করতে পারি না - যেটা মুসলিমদের জন্য এক নম্বর বিবেচ্য বিষয় হবার কথা ছিল। পরিচিতির বেলায়ও কেউ গর্বভরে বলেন না যে, পাত্র/পাত্রী কোন আলেমের ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয় কিনা – বরং কাউকে কোন টিভি উপস্থাপকের ছোট ভাই, ডি সি-র নাতীন বা এম পি-র ভাতিজা এমন কোন পরিচয় দিতেই সবাই ভালোবাসেন – মুসলিমদের কি করুণ দশা!! আমরা, মুসলিমরা, কোন ব্যাপারটাকে priority বা অগ্রাধিকার দেব, সেটা ঠিক

[৩৩] দেখুনঃ পবিত্র কোর'আন, ৪:১১।
[৩৪] দেখুনঃ পবিত্র কোর'আন, ৫:৪৪।

www.amarboi.org

করতে না পারাতে প্রতিনিয়ত পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ভৌগলিক পর্যায়ে সীমাহীন অশান্তি ও দুর্ভোগের মাঝে কালাতিপাত করে চলেছি। যাহোক্, ছেলেমেয়েদের বিয়ের প্রশ্নে, পাত্র-পাত্রী খুঁজতে গিয়ে, আমরা যেন তাদের শান্তির কথা চিন্তা করেই এবং তাদের জীবনের স্থিতিশীলতার খাতিরেই – 'তাকওয়াকে' সর্বাগ্রে স্থান দেই। একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে, পত্রিকার পাতা খুললে 'বিবাহিত-জীবনের-সমস্যা-থেকে-সূত্রপাত-হওয়া' যে সব অশান্তি ও অপরাধের খবর আমরা দেখতে পাই, ঘটনায় জড়িতদের যদি ন্যূনতম 'তাকওয়া'ও থাকতো, তাহলে এসব ঘটনা কখনোই ঘটতো না।

সাম্প্রতিক কালে, বিবাহিত এক ব্যাঙ্কারের সাথে জনৈক টিভি অভিনেত্রীর পরকীয়া সম্পর্ক ও সেই সূত্র ধরে ব্যাঙ্কার কর্তৃক নিজ স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগ সম্বলিত যে খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়, আমরা সেটাকে একটা উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। দেখুন ব্যাঙ্কারের যদি 'তাকওয়া' থাকতো, তবে পৃথিবীর আর কেউ দেখছেন না মনে করলেও, কেবল আল্লাহ্ তার সব কর্মকান্ড দেখছেন – এটুকু সচেতনতা থাকলেই, তিনি কখনোই বনানীর সেই রেস্তোঁরার অন্ধকার কোণে, ঐ অভিনেত্রীকে নিয়ে বসতেন না! ইসলামী জীবন ব্যবস্থায়, জীবনের পথে চলতে গিয়ে ঘটনাক্রমে ঐ মহিলাকে (*'অভিনেত্রী'* শব্দটা ইচ্ছা করেই বাদ দিলাম – কারণ আদর্শ ইসলামী একটা সমাজ ব্যবস্থায় ঐ ধরনের কোন অভিনেত্রীই থাকতেন না) তার যদি সত্যিই মনে ধরতো, তবে তাকে পূর্ণ মর্যাদায় দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন– ব্যভিচারের পথে পা না বাড়িয়ে বা *'দেখতে কেমন লাগে'* তার তোয়াক্কা না করেই – অত্যন্ত সহজ যুক্তিতে: **'আল্লাহ্ যা বৈধ করেছেন, তা থেকে কেউ তাকে বারণ করতে পারে না'**। আবার দেখুন ঐ শিক্ষিকা স্ত্রীর যদি 'তাকওয়া' থাকতো, তাহলে আল্লাহ্ যার অনুমতি দিয়েছেন, ঈর্ষা বা হিংসার বশবর্তী হয়ে তিনি তার বিরোধিতা করতেন না – স্বামীর ব্যভিচারসুলভ আচরণের পরিবর্তে হয় তিনি স্বামীকে তার পছন্দের ঐ দ্বিতীয়া নারীকে পূর্ণ মর্যাদায় বিয়ে করতে বলতেন, আর না হয়, আরো জটিল কোন কারণ থাকলে এবং ঐ স্বামীর সাথে বসবাস সম্ভব নয় মনে করলে, তিনি তার কাছে "খুলা" বা মুক্তি চাইতেন। "Women in Islam"[৬৫] বলে একটা ডক্যুমেন্টারী ভিডিওতে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত দক্ষিণপূর্ব-এশীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ তার সাক্ষাতকারে, পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণে মেয়েদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে, একটা কথা মনে রাখলেই মেয়েরা খুব সহজে 'সতীন' এর অস্তিত্ব মেনে নিতে পারতো – সেটা হচ্ছে এই সত্য যে, *"পৃথিবীতে আমরা কিছুই 'own' করি না"* বা *"আমরা কিছুরই মালিক নই"* – সন্তান, সম্পদ বা জীবনসঙ্গী থেকে শুরু করে, যা কিছুকেই আমরা আমাদের বলে মনে করি, তার সবই আসলে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য আমাদের তত্ত্বাবধানে থাকে। এভাবে বলতে গিয়ে তিনি তার

[৬৫] দেখুন: Women in Islam (video) – Islamic Media Services

www.amarboi.org

এক পর্যায়ে বলেন যে, "You don't own your husband"। এ কথাটা তো নিহত ঐ স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রীরও জানার কথা – কেননা ঐ ব্যাঙ্কার তার প্রথম স্বামী ছিলেন না। ঐ শিক্ষিকাকে তার পূর্ববর্তী স্বামীরা 'own' করে নি বলেই না তিনি তাদের সাথে বিচ্ছেদের পরে, ব্যাঙ্কারের স্ত্রী হিসেবে পুনরায় জীবন যাপন করেছেন। সবশেষে আসুন অভিনেত্রীর কথায় – 'তাকওয়া' থাকলে প্রথমত তিনি তো অভিনেত্রীই হতে পারতেন না – নিজের রূপ বিক্রী করে 'হারাম' পন্থায় জীবিকা অর্জন করতে পারতেন না – সেক্ষেত্রে তিনি হয়তো পরপুরুষের সাথে রেস্তোঁরার অন্ধকার কোণে বসার মত 'হারাম' কাজে জড়িয়ে পড়ার পর্যায়েও যেতেন না। এছাড়া পৃথিবীর কোন রিপোর্টারই যদি তার নির্লজ্জ কীর্তিকাহিনী পত্রিকায় নাও ছাপতেন বা প্রকাশ নাও করতেন, তবু তিনি জানতেন যে অভিনয় পারদর্শিতার বলে, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে পৃথিবীর সব চোখ ফাঁকি দিলেও, আল্লাহ্‌র কাছে তার কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ বা 'ফাইলবদ্ধ' থাকছে – যেমনটি আল্লাহ্ কোর'আনে বহুবার বলেছেন[৬৬]।

একটা মাত্র সর্বজনবিদিত উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করলাম আমরা – এভাবে, পাঠক! আপনি আপনার জানা মত যে কোন একটা দাম্পত্য সমস্যা বা পারিবারিক সমস্যা পরীক্ষা করে দেখুন – দেখবেন তার মূলে রয়েছে 'তাকওয়া' থেকে বিচ্যুতি বা ইসলামী জীবনব্যবস্থার পরিপন্থী জীবনযাপন ও জীবনযাত্রা। ঠিক একইভাবে একজন বিধবা বা বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া মহিলার যে আবার বিয়ে হওয়াটাই ইসলামী বিধানমতে স্বাভাবিক (হিন্দু পরিবেশের ও প্রতিবেশের 'নস্টালজিয়া' বশত আজ যা আমরা ভুলতে বসেছি), সেটা যেন আমরা মনে রাখি এবং নিঃসঙ্কোচে তা অনুশীলনও করি।

এরপর আসছে পুরুষের একাধিক বিয়ের ব্যাপারটা (যদিও প্রাসঙ্গিক ভাবে এব্যাপারে কিছুটা আলোচনা উপরের উদাহরণে চলে এসেছে) – এখানেও আল্লাহ্ যার অনুমোদন দিয়েছেন, কেউ আপনাকে তা থেকে বারণ করতে পারে না মনে রেখে, যে কোন সঙ্গত কারণেই আমরা যেন তা অনুশীলন করতে পারি। রক্ষিতা পোষার চেয়ে শারীরিক চাহিদার জন্যও যদিবা হয়, তবু দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণ করা যে শ্রেয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না - যেমনটা

আগেই বলেছি [সুশীল সমাজের পয়গাম্বরগণ, যারা সব সময় একাধিক স্ত্রীর 'option' –এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকেন, হালে তাদের আদরণীয়া তসলিমা নাসরিন যেভাবে তাদের অনেকের মুখোশ উন্মোচিত করেছেন, 'হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেছেন' অনেকেরই, তাতে তাদের স্ত্রীদের জন্য – স্বামীদের *'লুকিয়ে লুকিয়ে রক্ষিতা পোষা'* অধিকতর গ্রহণযোগ্য না *'বৈধ পন্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা'* অধিকতর গ্রহণযোগ্য – তা কথিত সুশীল সমাজের হোতাদের স্ত্রীরাই ভালো বলতে পারবেন – যাদের 'এক-স্ত্রীর-মর্যাদা' রক্ষা করতে গিয়ে, বেচারা স্বামীরা বাধ্য হয়েই(!!) তসলিমার মত স্বৈরিণীর শয্যাসঙ্গী হয়েছিলেন বোধকরি]। কিন্তু এখনকার দুঃসময়ে, সবচেয়ে বেশী যে কারণে

[৬৬] দেখুন: পবিত্র কোর'আন, ১০:৬১, ১৮:৪৯, ৪৩:১৯ ইত্যাদি।

www.amarboi.org

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের 'option' রাখা দরকার, তা হচ্ছে ভালো মুসলিমাহ্দের অপাত্রে সমর্পিত হবার সম্ভাবনার ভয়ে অথবা অপাত্র এড়িয়ে যেতে গিয়ে চিরকুমারী থেকে যাবার সম্ভাবনার ভয়ে। আমাদের দেশে আজকাল অনেক কাফিরকেই একটা মুসলিম নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় – আত্মস্বীকৃত কাফিরদের লেখা বইপত্র, আজকাল যেভাবে ঢাকা নগরীর রাস্তাঘাটের সিগন্যালে অপেক্ষমান যন্ত্রযানে যাত্রীদের কাছে বিক্রী করা হয়, তাতে একথা ভাবলে বোধহয় ভুল হবে না যে, ঐ বইগুলোর পর্ণোগ্রাফিক শিল্পচাতুর্যই যে কেবল ঢাকার 'সুসভ্য' নাগরিকদের আকৃষ্ট করছে, তাই নয়, বরং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'পরিশীলিত নাগরিক' হয়তো ঐ সব বইয়ে অন্তর্ভুক্ত কুফ্রী মতবাদেও পুলকিত বোধ করে থাকবেন।

এমত অবস্থায় 'শিল্পকলা' সহ যাবতীয় 'কলা' সমৃদ্ধ মহানগরীর বাসিন্দা, 'শিক্ষিত' পুরুষ নাগরিকদের সাথে, খুব বিস্তারিত অনুসন্ধান (যা গ্রামে সম্ভব হলেও, নাগরিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়) ছাড়া ভালো মুসলিমাহ্দের বিবাহের আয়োজন, একটা অত্যন্ত 'disastrous' ব্যাপার হতে পারে – আর বিশেষত বাস্তবতা যখন এরকম যে, বাইরের বেশভূষা বা আচরণ দেখে, অনুশীলনরত মুসলিমাহ্ হিসেবে কোন মেয়েকে সহজে সনাক্ত করা সম্ভব হলেও, 'কুফ্রী'তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং সব ব্যাপারে কাফিরের মত হতে চাওয়া মুসলিম উম্মাহ্র অনেক পুরুষকে দেখে তার ধর্মীয় স্ট্যাটাস সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা আজ এক দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা ছোট্ট গল্প বলি পাঠককে: *আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগের কথা – আমার এক আত্মীয় তখন মধ্যবয়স্ক (এখন যিনি মৃত্যুপথযাত্রায় অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ) – সিলেট শহরে শেয়ারে রিক্সায় চড়েছেন এক হিন্দু যুবকের সাথে। যুবক তাকে হিন্দু ধরে নিয়ে, তার প্রাণবন্ত কথোপকথনে যখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে, তখন অস্বস্তি চাপতে না পেরে আমার আত্মীয় ভদ্রলোক বলেই ফেললেন যে, ঐ যুবক তাকে যা ভাবছিল তা ঠিক নয় – তিনি আসলে একজন মুসলিম। তখন, মধ্যবয়স্ক একজন পুরুষকে 'clean shaved' দেখে স্বাভাবিক ভাবেই সে যে তাকে হিন্দু ভেবেছিল, তা বলতে বলতে ঐ যুবক তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিল। ঐ দিনের পরে আমার ঐ আত্মীয় আর দাড়ি কামাননি।* আমার গল্প এখানেই শেষ আপাতত।

হ্যাঁ, মাননীয় পাঠক! মুসলিম উম্মাহ্র অবস্থা একদিন এমনই ছিল যে, একনজর দেখলেই তাদের মাঝে কে মুসলিম নয় সেটা বোঝা যেত। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেই অবস্থার প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করলেন 'লর্ড ক্রোমার ঘরানার' আস্থাভাজন এবং তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় আল্-আজহারের গ্র্যান্ড শেখ পদে অধিষ্ঠিত, আধুনিকতাবাদী মুহাম্মদ আব্দুহ্ – একটি ফতোয়া দিয়ে এক 'stroke'-এ তিনি মুসলিমদের জন্য কাফিরদের বেশভূষা 'জায়েজ' করে দিলেন – তার আগে রাসূল(দঃ)-এঁর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্য় এমন প্রচলিত বোধ খুব শক্তভাবেই মু'মিনের হৃদয়ে প্রোথিত ছিল যে, একজন মুসলিম এমন কোন পরিচ্ছদ পরতে পারবেনা, যা দেখলে তাকে বিধর্মী মনে হতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিমদের

www.amarboi.org

বেশভূষার 'কাফিরীকরণের' বাকীটুকু অনেকাংশে সমাধা করেছিলেন, প্রথমে – যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাফিরের কাছে পদানত তুর্কী অটোমান শাসকগোষ্ঠী, আর তারপরে – তাদের উত্তরসূরী কামাল আতাতুর্কের অনুসারী 'কাফিরপন্থী' কামালিস্টগণ। আর তখনকার নিরিখে মুসলিম মানচিত্রের অপর গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ভারতবর্ষে, সেই কাজটা সমাধা করেছিলেন স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ ও তার অনুসারীরা। আজ যদিও সার্ট-প্যান্টের প্রচলন এমন ব্যাপক যে, কেবল সার্ট-প্যান্ট পরা দেখে কাউকে 'কাফির' বলে গণ্য করার প্রশ্ন আসে না – কিন্তু আজ যদি কেউ ফতোয়া দেন যে, হিন্দুদের 'ধুতি' মুসলিমদের জন্য সঠিক পরিধেয়, তাহলে ব্যাপারটা যেমন বিপর্যয়কর হবে, তখনকার জন্য আধুনিকতাবাদীদের গৃহীত পদক্ষেপ তেমনি ছিল।

আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, মাননীয় পাঠক! মুসলিমাহ্‌দের অপাত্রে সমর্পিত হবার কথা। কার সাথে কার বিয়ে হতে পারে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পরিস্কার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন পবিত্র কোর'আনে:

Women impure are for men impure, and men impure for women impure, and women of purity are for men of purity, and men of purity are for women of purity: these are not affected by what people say: for them there is forgiveness, and a provision honorable. [Qur'an, 24:26, *Meaning of the Holy Qur'an* – A.Yusuf Ali]

উপরের আয়াতের সোজা সাপটা কথা হচ্ছে: *জীবনসঙ্গী হিসেবে, ভালো মানবের জন্য ভালো মানবী এবং ভালো মানবীর জন্য ভালো মানব – ব্যস্*। সুতরাং, আমরা যখন মুসলিমাহ্‌দের জন্য বিশেষভাবে ভাবিত, তার মানে এই নয় যে, একজন মুসলিমের জন্য যেন তেন একজন কনে হলেই চলবে – না আমরা মোটেও তা বলছি না। কিন্তু একজন মুসলিমের তুলনায় একজন মুসলিমাহ্‌কে নিয়ে আমরা বেশীমাত্রায় চিন্তিত এজন্য যে:

ক) একজন মুসলিমাহ্‌র বিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তার অভিভাবকগণ ঠিক করে থাকেন – যারা হিন্দু প্রভাববশত এবং দুনিয়ার প্রচলিত হাল-হাকিকত অনুযায়ী একজন মেয়েকে 'বোঝা' ভেবে বৈষয়িক দিক থেকে, তাদের মতে, 'সোনার ছেলে' একজন পাত্র পেলেই বিয়ের সিদ্ধান্তে 'ঝাঁপ' দিতে চান।

খ) যে কারণে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী, মুসলিম পুরুষরা 'আহ্‌লে-কিতাব' অন্তর্ভুক্ত কোন নারীকে বিয়ে করতে পারেন, অথচ মুসলিমাহ্‌রা 'আহ্‌লে কিতাবভুক্ত' কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন না – সন্তানকে বড় করার ব্যাপারে পিতার সিদ্ধান্ত মা 'over-rule'বা অবজ্ঞা করতে পারবে না বলে (অর্থাৎ ধরুন পিতা যদি নাসারা

www.amarboi.org

হতো, আর মা যদি মুসলিমাহ্ হতো, তবে পিতা নাসারা হিসেবে সন্তানকে বড় করতে চাইলে, মায়ের জন্য তা রোধ করাটা দুষ্কর হতো বলে)।

গ) দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, যে কোন জাতির জনসংখ্যায় নারীর আধিক্যের জন্য।

এসমস্ত কারণেই আমরা মনে করি যে, যেন তেন কাউকে বিয়ে করার চেয়ে, একজন ভালো মুসলিমাহ্র উচিত সত্যিকার কোন ভালো মুসলিমের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রীর মর্যাদায় জীবনযাপনের 'option'টা ভেবে দেখা – যেমনটা যুক্তরাষ্ট্রে বড় হওয়া সাদা-চামড়া ইহুদী কন্যা, ধর্মান্তরিত মুসলিমাহ্ বোন মরিয়ম জামিলাহ্ স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের জনৈক বিবাহিত ভালো মুসলিমকে তাঁর জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন[৬৭]। তেমনি সচ্ছল ভালো মুসলিমদের উচিত বিধবা বা বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া ভালো মুসলিমাহ্ এবং এমনকি ইচ্ছুক কুমারী ভালো ও অনুশীলনরত মুসলিমাহ্দের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার মন-মানসিকতা গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনে এব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলন গড়ে তোলা।

[৬৭] দেখুন:page#139, *Islam the Alternative* – Murad Hofmann

www.amarboi.org

উপসংহার

প্রয়াত আলজিরীয় চিন্তাবিদ মালিক-বিন্-নাবী তার *The Problem of Ideas in the Muslim World* বইতে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বা একটা ভুল পদক্ষেপের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে, ভুল Idea বা ধারণাও একসময় প্রতিশোধ নেয়[৬৮]। ঠিক একই ভাবে যেন, যে সব Idea বা ধারণার উপর ভিত্তি করে বস্তুবাদী কাফিররা আল্লাহ্‌র উপাসনা ছেড়ে অর্থ, বিত্ত, বস্তু ও সর্বোপরি সুখানুভূতি ও ভোগের উপাসনা করতে শুরু করে – আজ দুই শতাব্দী পরে বুঝি সে সব abstract অথচ নষ্ট ধারণাই, ভীষণ রকম প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থার উপর। চার্চকে বিসর্জন দিয়ে, সকল মূল্যবোধের উপর, যখন অর্থকে বা বস্তুকে স্থান দেয়া হলো, তখন সে অর্থ ও বস্তু অর্জনের জন্য এক আর্থ-সামাজিক চাপের মুখে, better life এর আশায় মেয়েরা বর্ধিত হারে, সংসার পরিত্যাগ করে বাইরে আসতে শুরু করলো এবং অতি স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত দ্রুত পর্ণোগ্রাফী সহ বিভিন্ন "শরীর শিল্পের" পণ্যে পরিণত হলো (আমাদের দেশে যার সমান্তরাল ব্যাপার হচ্ছে অতি সাম্প্রতিক কালের *'মডেলিং', 'ফটো সুন্দরী প্রতিযোগিতা'* ও *'নতুন মুখের সন্ধান'* ইত্যাদির ছত্রছায়ায় নারীর পণ্যায়ন) । একদিকে তাদের চাহিদার প্রতি যেমন পশ্চিমা সমাজ উদাসীন রইলো, অন্যদিকে তাদের পণ্যায়নের ফলে পশ্চিমা দেশে মেয়েরা অদৃশ্য শৃঙ্খলে বন্দী জন্তু-জানোয়ারে পরিণত হলো।

নিউইর্য়ক সিটিতে যারা ঘুরেছেন, তারা জেনে থাকবেন যে, আপনার হঠাৎ যদি মনে হয় একটা ক্যাঙ্গারুর ছবি দেখে আপনি মনে করতে চান যে, জন্তুটি আসলে দেখতে কেমন, তবে আপনাকে বেশ বেগ পেতে হবে – Barnes & Noble বা Borders মার্কা একটা বইয়ের দোকান, বেশ হেঁটে কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু আপনার যদি একটা নগ্ন নারী-দেহ দর্শনের সাধ জাগে তবে, যে কোন একটা Street এর পানের দোকান সদৃশ News Stand থেকে, আপনি লাখ খানেক নারীদেহের (নগ্ন অবশ্যই) ছবি অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারবেন। আপনি ভুলে যাবেন না যে, প্রতিটি ছবি পয়সার বিনিময়ে তোলা হয়েছে – নারী দেহের ছবি – পুরুষের ভোগের জন্য বা চিত্ত বিনোদনের জন্য – প্রতিটি ছবির নারী তার নিজের দেহ এবং আত্মাকে বিক্রী করেছে। এরকম একটা সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়েই আজকের Feminism বা নারীবাদের উৎপত্তি (পাঠক হয়তো জেনে থাকবেন

---

[৬৮] দেখুন: page#53, *The Problem of Ideas in the Muslim World* - Malik Bennabi

www.amarboi.org

যে, অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টির প্রতিবাদ করতে গিয়ে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, উগ্রপন্থী পশ্চিমা নারীবাদীরা নিজের মাথা পর্যন্ত ন্যাড়া করে ফেলেছে) । এখানে বিদ্রোহ মূলত দুটো ব্যাপারের বিরুদ্ধে – প্রথমত এমন সামাজিক ধারণার বিরুদ্ধে যে, নারীর বিশেষ কোন যৌন চাহিদা, প্রবৃত্তি বা আকাঙ্খা নেই – নারী কেবলই পুরুষের লালসার একটা 'বস্তু', আর, দ্বিতীয়ত নারীকে পণ্যে রূপান্তরিত করার সামাজিক ব্যবস্থা বা আয়োজনের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে এক ধরনের ক্রোধ, যার মূলে রয়েছে দুই সহস্রাব্দের বেশী সময় ধরে প্রচলিত ক্যাথলিক আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণা, যা মনে করে নারী কেবলই সন্তান ধারণের যন্ত্র বিশেষ এবং তার কোন সুখানুভূতি থাকতে নেই এবং পরবর্তীতে সমাজ-সংসারকে (পশ্চিমা) চার্চ থেকে মুক্ত করে আলোকদানকারী ফরাসী বিপ্লবের অবদান সত্ত্বেও, নারীর পর্যায়ক্রমিক পণ্যায়ন ও কার্যত অবমূল্যায়ন (যে সম্বন্ধে আমরা উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)। কিন্তু এই বিদ্রোহ ভুল ক্ষেত্রকে target করলো। উচিত ছিল নারীকে যে মর্যাদা দেয়া হয় তা বদলানোর চেষ্টা করা – নারীকে যে আসন দেয়া হয় সমাজ সংসারে, তাতে পরিবর্তন সাধন করা। কিন্তু তা না করে যা করা হলো, তা হচ্ছে, *'নারী আর পুরুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই'*, এমন একটা মিথ্যাচারকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্রে বা পশ্চিমাদেশে – পৃথিবীজুড়ে ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে (বিশেষত ২য় মহাযুদ্ধের সময়) অত্যাচারিত হয়েছে বলে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো যেমন বর্তমান সময়ে কোন শিক্ষিতজনের পরিশীলিত ও কেতাদুরস্ত ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক বলে বিবেচিত হয়– তেমনি আজ *'নারী আর পুরুষের বস্তুত কোন তফাৎ নেই'* বরং *'যে সমস্ত পার্থক্য দেখা যায়, তা কেবলই পুরুষতান্ত্রিক Gender Politic-এর এবং Prejudice ও Oppression এর ফল'*, এমন একটা অভিব্যক্তি আপনাকে সহজেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে বা "আলোকিত" শ্রেণীতে স্থান করে দেবে।

এই বইয়ে আমরা যা চেষ্টা করলাম তা হচ্ছে, প্রথমত কালোকে কালো এবং সাদাকে সাদা বলার চেষ্টা করলাম এবং তারপর বল্‌লাম যে, কালো এবং সাদা উভয় শ্রেণীর মানুষই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং উভয় বর্ণের মানুষই তার নিজস্ব সৌন্দর্যে সুন্দর। Black is beautiful বলতে আমাদের কোন আপত্তি নেই – আমাদের আপত্তি হচ্ছে কেউ যদি বলেন যে, কালো ও সাদা মানুষের ভিতর বর্ণগত কোন তফাৎ নেই। Eugenics বা সাদা মানুষের বর্ণভিত্তিক উৎকৃষ্টতার ধারণায় আমাদের প্রবল আপত্তি– তথাপি আমরা বলবো যে, কালো এবং সাদা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হিসেবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং সেজন্যই এই বৈচিত্রময় পৃথিবী এত সুন্দর। ঠিক একইভাবে নারী ও পুরুষকে আমরা প্রথমত নারী ও পুরুষ বলতে চাই; তারপর বলতে চাই যে, পৃথিবীতে আমাদের জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্রময় রাখতে বা বেঁচে থাকার আগ্রহ ধরে রাখতে ও বেঁচে থাকাকে অর্থবহ রাখতে, উভয় লিঙ্গের উপস্থিতি যেমন সমানভাবে অপরিহার্য – তেমনি নারী ও পুরুষের মাঝে সব দিক দিয়ে জন্মগত যে পার্থক্য, তাও অনস্বীকার্য – কেউ

www.amarboi.org

জোর করে বল্‌লেই আজ সে পার্থক্য উবে যাবে না। বরং এই পার্থক্য যে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য তা আল্লাহ্ নিজেই বলে দিচ্ছেন[৬৯]।

আমরা আরো যুক্তি, প্রমাণ, তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলাম যে, নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে biological। পুরুষশাসিত পৃথিবীতে নারী যে বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে, তা আমরা অস্বীকার করতে চাই না, তবে সমাজে প্রচলিত বৈষম্যের ফলেই নারী ও পুরুষকে ভিন্ন রকম দেখায় অথবা সেজন্যই তারা ভিন্ন স্বভাবের হয় – এতবড় 'মিথ্যাকে' মেনে নিতে পারলাম না আমরা। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি তন্তুতে নারী ও পুরুষকে আল্লাহ্ ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি আমরা সবাইকে খুশী করতে পারবো না – আমরা তার চেষ্টা করার স্পর্ধাও দেখাতে চাই না। আমরা কেবল আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের নিয়ে চিন্তিত– পৃথিবীতে অশান্তি, অবিশ্বাস, অতৃপ্তি ও অনাস্থার দীর্ঘশ্বাস থেকে এবং এসবের ফলশ্রুতিতে আখেরাতে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী হওয়া থেকে নিজেদের ও তাদের রক্ষা করতে চেয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি জীববিজ্ঞানভিত্তিক আল্লাহ্ প্রদত্ত সহজাত পার্থক্যকে না মানতে চেয়ে আধুনিক মানুষেরা, বিশেষত মেয়েরা কিভাবে দিন দিন অসুখী হয়ে চলেছে – ঠিক যেমন অপর সভ্যতার গবেষকদের কাছে মনে হয়েছে:

.....while sexual revolutionaries – mostly women – will not be pleased. They will argue that the acceptance of biologically based differences dooms women to their, tending the family, submitting to their dominant husbands to whom they render those 'services', sacrificing career to domesticity, uncomplainingly accepting roles and values that are deemed inferior to masculine ones.

But deemed inferior by whom? By men of course – although men and women, as the evidence has shown, are different, and have different values. It is only when women judge their own worth at men's valuation that the problem arises.....So at the risk of literary inelegence, why should any woman consciously adopt a male value system which devalues her own female values? *For a woman to try to be 'more like a man' seems almost by definition to make her a less-happy woman.*[৭০]

আমরা সঠিক সময়ে, সঠিক উপায়ে এবং সঠিক বিচারে সম্পন্ন বিবাহকে, ইসলামী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী একটা বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছি। অথচ, আমরা বিশ্বাস করি যে নারী-পুরুষ বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বৈশিষ্ট্যগত যে

[৬৯] দেখুন: পবিত্র কোর'আন, ৯২:১-৪।

[৭০] দেখুন:page#131, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

পার্থক্য রয়েছে – বা পালন করার জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে – তা স্বীকার না করলে এবং সেই ভিন্নতা উপভোগ করতে না পারলে বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া দুষ্কর হতে পারে, যেমনটি *Brainsex*-এর বৃটিশ রচয়িতাদ্বয়ও অনুভব করেছেন:

Marriages go wrong when men and women fail to acknowledge, or begin to resent, each other's complementary differences.[৭১]

শুধু বৃটেনে নয়, বরং সেখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, আটলান্টিকের অপর পারে অবস্থিত কাফিরস্বর্গ, ব্যভিচারের উন্মুক্ত লীলাভূমি ও মানবকুলের সভ্যতার অবলুপ্তির হুমকিবাহী 'বিকৃত নারীবাদের' উর্বর ক্ষেত্র – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও – অনেক নারীই 'সব খোয়ানোর' পরে নিঃস্ব হবার ব্যথায় নীল হয়ে চেষ্টা করছেন, তাদের প্রগতির ঘড়িটাকে – দাম্পত্য সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন ও মাতৃত্ব ইত্যাদির বেলায় – উল্টোদিকে ঘুরিয়ে 'পুরানো' অবস্থায় নিয়ে যেতে। এই বইয়ের খসড়া যখন সমাপ্তপ্রায়, তখন কাকতালীয়ভাবে, কাফিরস্বর্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঁতেল শ্রেণীর মাঝে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন, The Atlantic –এর ২০০৩ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যা এই লেখকের হস্তগত হয়। সেখানে ঐ ম্যাগাজিনের একজন সম্পাদিকা, Caitlin Flanagan এর লেখা আজকের মার্কিন সমাজে, কর্মজীবনের শ্বাসরুদ্ধকর ব্যস্ততা ও কর্মজীবী নারীদের সংসারে, *'যৌনতা বিবর্জিত দাম্পত্য সম্পর্কের'* উপর মূলত লিখিত *The Wifely Duty* পড়ে একটু অবাক হতে হয়। ভাগ্যিস তার বাড়ী বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্রজীর্ণ ও মলিন কোন দেশে নয় বরং পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদসমৃদ্ধ কাফিরস্বর্গ যুক্তরাষ্ট্রে, ভাগ্যিস তিনি পুরুষ নন, আর, তারও চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ভাগ্যিস তিনি মুসলিম নন। তা না হলে বাংলাদেশের সেই প্রগতিশীল লেখিকা – ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে যার রয়েছে প্রবল প্রদাহ ও গাত্রদাহ; এই কিছুদিন আগে যিনি একটি পত্রিকায় বললেন যে, দেশ ও জাতিকে এখন আর উল্টো উটের পিঠে চড়ানো যাবে না (অর্থাৎ সময়ের বিপরীতে ইসলামী জীবনধারায় নিয়ে যাওয়া যাবে না) – তিনি বা তার মত প্রগতিশীলরা নির্ঘাত Caitlin Flanagan কে *'প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী'* আখ্যা দিতেন।

আমরা এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা করলাম, তার পেছনে চালিকা শক্তি ছিল মূলত:

ক) এই বিশ্বাস যে, আমরা সহ এই মহাবিশ্বের সবকিছুর যে সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, তিনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন যে, কি ধরনের জীবনযাত্রা আমাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলময়– আর তাই ইসলামী জীবনযাত্রা হচ্ছে মুসলিমদের জন্য, অথবা, সাধারণভাবে সমগ্র মানবকুলের জন্য সব চেয়ে মঙ্গলময় জীবনযাত্রা।

[৭১] দেখুন:page#140, *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel

www.amarboi.org

খ) সাধারণভাবে গোটা পৃথিবী আর বিশেষভাবে আমরা বিশ্বাসীরা আল্লাহ্প্রদত্ত বিধি-বিধান, মূল্যবোধ ইত্যাদি থেকে যত দূরে সরে যাবো, ততই নিজেদের জন্য দুর্ভোগ ও দুর্যোগ ডেকে আনবো – এই বিশ্বাস।

গ) আর আমাদের এই বিশ্বাস যে, কেউ যদি ইসলামকে না জেনেও সত্যিকার অর্থে মঙ্গলময় জীবনের খোঁজ করতে শুরু করে, তবে সে যে অনুসিদ্ধান্তে পৌছাবে, তা ইসলামের মঙ্গলময় জীবনযাত্রার দিকেই তাকে পথ-নির্দেশনা দেবে।

উপর্যুক্ত গ) অংশের আলোকে, আমরা যেমনটা দেখিয়েছি যে, সাম্প্রতিককালের পশ্চিমা জগতের গবেষণাধর্মী বই *Brainsex* এ লিপিবদ্ধ গবেষণার ফলাফল কি অদ্ভুতভাবে ইসলামী ধ্যান-ধারণার সদৃশ – তেমনি হিজাবের বাস্তব সুবিধা অনুধাবন করে, মুসলিম না হয়েও, এক বৃটিশ ক্যাথলিক মহিলা কিভাবে দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে হিজাবকে জীবনে ধারণ করেছেন – যার বর্ণনা আমরা 'পরিশিষ্ট ১'-এ তুলে দিয়েছি। ঐ একই বিশ্বাস অর্থাৎ উপরে আলোচিত গ) অংশের বিশ্বাসের আলোকে, *The Wifely Duty* প্রবন্ধ সম্বন্ধে, উপসংহারের এই সীমিত পরিসরে যেটুকু আলোচনা করা শোভন, নীচে সেটুকু আলোচনা করেই আমরা এই উপসংহার পর্বের, তথা বইয়ের মূল অংশের সমাপ্তি টানবো ইনশাল্লাহ।

The Wifely Duty প্রবন্ধে Caitlin Flanagan আসলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অন্যদের বেশ কিছু লেখা/বইয়ের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। Caitlin Flanagan বিবাহিত দম্পতির মাঝ থেকে যৌন আকাঙ্খা বা যৌনস্পৃহা উবে যাবার জন্য, প্রধানত পেশাভিত্তিক কাজের অতিরিক্ত চাপ ও বিশেষত ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে নারীর পেশাজীবী হবার চেষ্টাকে দায়ী করেছেন। Allison Pearson বলে একজন মহিলা সাংবাদিকের লেখা *'I Don't Know How She Does It'* নামক একখানা উপন্যাসের বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে এই আলোচনায়। বইয়ের নায়িকা একজন উচ্চপদস্থ ক্যারিয়ারিস্ট, যিনি দিনের কাজ শেষে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত বলে, স্বামীর সংসর্গ থেকে পালিয়ে বেড়ান। কাজের চাপে বইয়ের নায়িকা Kate Reddy, দিশেহারা ও রুদ্ধশ্বাস এবং অসহিষ্ণুও বটে – সবকিছুতে কেবল স্বামীর দোষ ও অক্ষমতা ধরা পড়ে তার চোখেঃ

Contempt for his work:....a pursuit that leaves him time to make pesto and watch Disney videos with the kids while she strides off to her high-paying, high-pressure job. Contempt for his inability to notice if the family has run out of toilet paper ....Contempt for his very existence in the household: when he wonders whether it would be such a bad thing if their uncooperative nanny quit, Kate tells him, *"Frankly, it would be easier if you left." ..... "Richard, I thought I asked you to tidy up?" ... "Why the hell can't you do something that needs doing?"*

www.amarboi.org

উপরে উদ্ধৃত, আলোচ্য উপন্যাসের কিছু অংশ এবং সংলাপ থেকে এটুকুই বোঝা যায় যে, কাজের চাপে দিশেহারা স্ত্রী/মা, তার অবস্থান থেকে এটা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করেন যে, স্বামী তার সাথে গৃহস্থালী কাজকর্ম ভাগাভাগি করে নেবেন এবং তার সে আশা সঠিক মাত্রায় পূর্ণ না হওয়াতে, তিনি স্বামীর উপর বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত – এরকম একটা পরিবেশ, কিছুতেই যৌনবাসনা উদ্দীপক হবার মত বলে লেখিকাদ্বয় (Caitlin Flanagan ও Allison Pearson) মনে করেন না। উপন্যাসের নায়িকা এই ব্যাপারটা বুঝতে অক্ষম যে, পুরুষকে দিয়ে নারীর কাজ হবার নয় – আর সে জন্যই তার মনে, স্বামী কর্তৃক অবসর সময়ে(?) সংসারকে গুছিয়ে রাখার যে আশা রয়েছে, তা পূরণ করা তার স্বামীর পক্ষে অসম্ভব। এসম্বন্ধে Allison Pearson বলছেন:

"Until they program men to notice you're out of toilet paper, a happy domestic life will always be upto women...."

এর পরই একই প্রসঙ্গে Caitlin Flanagan বলছেন:

"What we have learned during this thirty-year grand experiment is that men can be cajoled into doing all sorts of household tasks, but they would not do them the way a woman would. ..... In the old days, of course, men's inability to perform women's work competently was a source of satisfaction and pride to countless housewives. ... Nowadays, when a working mother arrives home after a late deposition, only to find the living room strewn with Legos and pizza box... she tends to get madder than a wet hen. Women are left with two options: endlessly haranguing their husbands to be more womanly, or silently fuming and (however wittingly) launching a sex strike of an intensity and a duration that would have impressed Aristophanes. The men who cave to the pressure to become more feminine – .....may delight their wives but they probably don't improve their sex lives much, owing to the thorny old problem of *la difference*."

Caitlin Flanagan আমাদের এই পর্যায়ে যা বলছেন, তার অর্থ হচ্ছে এরকম যে, (নারীবাদীদের দাবী অনুযায়ী) *গত ৩০ বছরের বিরাট পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা থেকে আমরা এটুকু শিখেছি যে, ভুলিয়ে ভালিয়ে পুরুষকে দিয়ে অনেক ধরনের গৃহস্থালী কাজ করানো গেলেও, তা কখনোই একজন নারীর একই ধরনের কাজের মত সুচারু হবে না। পুরানো দিনে – পুরুষেরা যে নারীদের কাজগুলো সুন্দরভাবে সমাধা করতে*

www.amarboi.org

পারে না – সে ব্যাপারটা গর্বভরে বলতে গিয়ে গৃহিণীরা একধরনের তৃপ্তি লাভ করতেন। আজ, কাজের চাপে দেরীতে বাড়ী ফিরে একজন কর্মজীবী নারী যখন তার সংসারকে লন্ডভন্ড ও অগোছালো অবস্থায় দেখতে পান, তখন রাগে-দুঃখে তিনি উন্মাদপ্রায় বোধ করেন – এরকম একটা পরিস্থিতিতে এধরনের নারীদের জন্য দু'টো পথ খোলা থাকে:১) স্বামীদের আরো বেশী মেয়েলী হবার জন্য লম্বা লম্বা তিরস্কারপূর্ণ বক্তৃতা দিতেই থাকবেন, অথবা, ২) সেই ক্রোধ মনে চেপে রেখে, চুপচাপ একটা যৌন-ধর্মঘটে যেতে পারেন (যা অবশ্যই দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য সমধিক ক্ষতিকর)। *যে সব পুরুষরা অধিকতর মেয়েলি হবার চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন, তারা তাদের স্ত্রীদের* (গৃহস্থালী কাজকর্মের ব্যাপারে সঠিক সহায়তা দান করে) *উৎফুল্ল করতে পারলেও, পার্থক্যের সেই পুরোনো কন্টকময় সমস্যার জন্য* (অর্থাৎ বিপরীতধর্মীদের মাঝে যে আকর্ষণ থাকে, যেমন পুরুষ ও নারীর ভিতর যে যৌন আকর্ষণ, পুরুষরা যখন মেয়েলি হতে শুরু করে তখন সে আকর্ষণও কমে আসে), *এ থেকে তাদের যৌন জীবনের তেমন একটা উন্নতি সাধিত হয় না।*

Caitlin Flanagan এই পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী বিবাহের কথা স্মরণ করেন, নারীবাদী ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সেই বিয়ের ধাঁচটাকে বিলুপ্ত করার আগে, সফল দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে ১৯৭৩ সালে Marabel Morgan কর্তৃক লিখিত বই *The Total Woman* এর কথাও স্মরণ করেন এবং বলেন:

It turns out that the "traditional" marriage, which we've all been so happy to annihilate, had some pretty good provisions for many of todays most stubborn material problems, such as how to combine work and parenthood, and how to keep the springs of the marriage bed in good working order. What's interesting about the sex advice given to married women of earlier generations is that it proceeds from the assumption that in a marriage **a happy sex life depends upon orderly and successful housekeeping.** .... Morgan gives a quite thorough accounting of how a housewife ought to go about "redeeming the time" and the energy so that she is physically and emotionally able to make love on a regular basis. A housewife should run her household the way an executive runs his business: with goals, schedules, and plans. She should make dinner - or at least do all the planning for it – right after breakfast, so that she isn't running around like a mad woman in the late afternoon with no idea what to cook. She should take time to rest... With right kind of planning "you can have

www.amarboi.org

all your home duties finished before noon." In a household run by an incompetent wife, however, "by the time her husband enters the scene, she's had it," Morgan writes. "She's too tired to be available to him."

উপরের কথাগুলোর মর্মার্থ, ইসলামী বিধানমতে আমাদের মনে দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র জেগে ওঠে, তার চেয়ে খুব ভিন্ন কিছু না। আমার স্ত্রী বললেন যে, বর্তমানে নিজের জীবনের প্রায় প্রতিটি দিনই ঢাকায় মেয়েদের মাঝে 'দারস' করে বেড়ানো আমাদের এক দ্বীনী বড় বোন নাকি মেয়েদের উপদেশ হিসেবে ঠিক এধরনের কথাই বলে থাকেন – একজন সুগৃহিণী আগে ভাগে গৃহস্থালী কাজকর্ম সেরে, বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকটায় অবসর থাকবেন, যেন তার স্বামী যখন অফিস/কাজ থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি তরতাজা মুডে থাকেন, তার কাছে বসতে পারেন এবং তার জন্য 'available' হন। অথচ একজন "কু-গৃহিণী" কাজ গুছাতে পারেন না বা শেষ করে উঠতে পারেন না – ফলে স্বামী যখন ঘরে ফেরেন তখন তিনি অগোছালো, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় থাকেন। এখানে এসে Caitlin Flanagan বলছেন যে, আজ যখন অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাইরে কাজ করেন, তখন তাদের ঘরের/সংসারের অবস্থা সব সময়ই ঐ "কু-গৃহিণীর" ঘরের মত, যেখানে প্রতিদিনের রাতের খাবারটা – একটা সমস্যা (কি খাওয়া হবে) এবং এক অন্তহীন শলা-পরামর্শের বিষয়(কে রান্না করবে) – সংসার যেন দু'জন মানুষের মাঝে সারাদিন ধরে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার" আর "দর কষাকষির" একটা ক্ষেত্র! প্রবন্ধের আরেকটু পরের দিকে Flanagan বর্তমান সময়ের (যুক্তরাষ্ট্রের) বিবাহের আরেকটি প্রধান সমস্যার কথা বলেন:

Spouses regard each other not as principally lovers and companions but as sharers of the great unending burden of taking care of the children.

বাবা-মা দুজনেই যেখানে বাইরে কাজ করেন, সে সংসারে স্বাভাবিকভাবেই সন্তান প্রতিপালনকে এক ভীষণ ভারী বোঝা বলে মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোন যুগল ১০ বছরের প্রেম-প্রীতির সম্পর্কের পরে, যখন সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আর তারপর তাদের ঘরে যখন সত্যিই একটা সন্তান আসে, তখন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, সন্তান প্রতিপালন সংক্রান্ত সমস্যা সামাল দিতে না পেরে তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

যাহোক, আমরা আবার *'I Don't Know How She Does It'* নামক উপন্যাসের প্রসঙ্গে ফিরে যাবো। সম্পূর্ণ বোধোদয় হবার আগে, নায়িকা Kate, তার অফিসের জানালার বাইরে বাসা বাঁধা, এক 'পায়রা পরিবার'কে দেখে মাতৃত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান তত্ত্ব অনুধাবন করেন:

"Phones may have become cordless, but mothers never will".

উপন্যাসের ক্লাইমেক্সের বর্ণনায় Caitlin Flanagan বলেন:

www.amarboi.org

..the heroine, Kate Reddy, playing dead in the sack for worlds of nights until at book's end, **she resigns from her job and runs into her husband's arms.**

আর নায়িকার নিজের মুখে চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে, কর্মজীবনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি লাভ করে, সত্যিকার দাম্পত্য জীবনে নিজেকে সমর্পণ করার আবেগ ও উচ্ছাস প্রকাশিত হয় এভাবে:

"The hug wasn't that dry click of bones you get holding someone when the passion has drained away.It was more like a shadow dance: I still wanted him and I think he wanted me, but we hadn't touched in a very long time."

মাননীয় পাঠক, এই বইয়ে আমাদের প্রস্তাবনার একটা প্রধান দিকের সাথে, আলোচিত এই প্রবন্ধের কি অদ্ভুত মিল রয়েছে তাই না!! – পটভূমি যদিও সম্পূর্ণ আলাদা। আগেও যেমন বলেছি – জীবনের যাত্রায় গোটা এক রাউন্ড বা গোটা একটা গোল চক্কর ঘুরে – জীবনের প্রাণশক্তি, যৌবন ও সময় কাল ইত্যাদির অপচয় করে, তারা (অর্থাৎ কাফির সভ্যতার অগ্রপথিকরা) প্রায় আমাদের অবস্থানে যখন ফিরে আসছেন, তখন আমরা কেন তাদের ঐ একই ভুলের অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছি। দেখুন প্রবন্ধের শেষের দিকে Caitlin Flanagan আবার *'I Don't Know How She Does It'* নামক উপন্যাসের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন যে, তাদের সভ্যতায় নারীবাদী আন্দোলন কিভাবে বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছে:

If *'I Don't Know How She Does It'* , a book about a working woman **who discovers deep joy and great sex by quitting her job and devoting herself to family life**, had been written by a man, he would be the target of a lynch mob the proportions and fury of which would make Salman Rushdie feel like a lucky, lucky man. But of course it was written by a with-it female journalist, so it's safe, even admired....And what she is telling us, essentially, is that in several crucial aspects **the women's movement has been a bust, even for the social class that most ardently championed it.**

মাননীয় পাঠক! আমরা আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে সর্বগ্রাসী কিছু সমস্যার চিত্র তুলে ধরে, আমাদের জীবনে সেগুলোর প্রভাব নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করলাম। আমরা চেষ্টা করলাম, যখন আমরা একটা কিছুর বিনিময়ে অন্য আরেকটা কিছু বেছে নিই, তখন একটু অবকাশ নিয়ে ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করতে – আমরা যখন আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া,

www.amarboi.org

সংসারের বিনিময়ে ক্যারিয়ার, স্নেহের বিনিময়ে সুখের trade করি – তখন যেন একটু অবকাশ কি না!! আমরা দোয়া করছি আমাদের এই সকল মুসলিম ভাইবোন যেন তাদের জীবনের নিয়ে আরেকবার ভেবে দেখেন।

ঐশ্বর্য অথবা শান্তির বিনিময়ে পার্থিব নিয়ে ভাবি যে, আমরা সত্যিই তা চাই বইয়ের বক্তব্যের আলোকে আমাদের উদ্দেশ্য, গন্তব্য, পরিণাম ও পরিণতি

-০-

www.amarboi.org

পরিশিষ্ট: ১

The Muslim veil has become a hot political issue in France - but Stella White cannot see what the fuss is about. A Catholic from Kent, she explains the joys of the complete cover-up:

To liberated Westerners, the hijab, or veil, is a stain on womankind. It symbolises the crushing of the female spirit and is the mark of slavery, transforming a woman into a passive lump who is only allowed out of the house to buy her husband's dinner.

When faced with this piece-of-cloth-on-legs, English women will often meet the eyes peeking out of the hijab with an expression of pity and sadness. For them, the veil represents a living death. This might also be the feeling of the French authorities, who have decided to ban the hijab in schools, believing that no young girl should have to carry the burden of repression on her tender head.

Yet for many, including myself, the veil is not an instrument of coercion, but a means of liberation. Personally, I have never felt so free as I do when I am wearing it.

Before you presume that I am regurgitating propaganda from a culture that has brainwashed me, I should point out that I am a Catholic, not a Muslim. I am not from the mysterious East, but am a 32-year-old woman from boring Kent. Nor am I a prude: my life has included spells as an exotic dancer, kissogram and glamour model. Three of my best friends are strippers. I have had relationships with Muslim men, but none of them ever demanded I wear the hijab; in fact, they found my behaviour slightly embarrassing. There is nobody in my past that has coerced me to wear a veil. I do so simply because

I love it.

I relish the privacy; the barrier that the hijab creates between myself and the harsh, frenetic world, especially in London. I find a great peace behind the veil: I don't feel invaded by nosy passers-by; the traffic, noise and crowds seem less overwhelming. I can retreat into my own safe world even as I walk and, on a practical level, I feel completely secure from unwanted advances.

www.amarboi.org

The hijab is also a financial security system. Like most pedestrians in London, I can't afford to give money to every homeless person I see, but feel stressed and guilty when I walk past them. In my hijab, my conscience can hide. I also feel fairly safe from muggers. Thieves glance at me and probably think, "illegal immigrant; not worth the effort", presuming that my big carrier bags contain only weird, knobbly vegetables for my 16 children.

In my hijab, shopping is also cheaper. A small minority of Muslim traders operate a two-tier pricing system with the "one of us" price being considerably lower than the price for Westerners. If I want a bargain, I make sure I am "hijabbed-up".

The most amazing effect of wearing the veil is that you automatically seem to become a member of the Muslim community and are accorded all of the privileges and dignity of a Muslim woman. When I walk into a Muslim shop, a man will say to me, gently, "Salaam aleikum [peace be upon you]. How can I help you, madam?" On the bus, Muslim men from Africa, the Middle East or the Far East will move aside for me and say, "After you, sister."

The offices, bars and clubs of London are full of English girls in short skirts and strappy sandals, many of them looking for love. Women who wear the hijab, often despised by the West, actually feel sorry for theseWestern women who have to harm themselves with crippling high heels, skin-choking make-up and obsessive dieting in order to find a man.

My Iranian friend Mona is a successful business woman who goes out every day looking impeccable, with painted nails, stilettos, sharp suits and perfect make-up. "It was just so much easier when I was in Iran," she says. "You'd get up at nine, throw on your big black hooded dress and jump in the car. Now, I have to spend two or three hours getting done up every morning."

Too often, the hijab is dismissed as the preserve of Muslim fundamentalists. But in the Christian tradition, St Paul ordered women to cover their heads and, until the Sixties, no woman would be seen in an English church without a hat and gloves. Many English women wore hats out in the street or headscarves tied under their chin. Hindu and Sikh women are still expected to cover their heads loosely for their honour, or izzat, and Orthodox Jewish women have traditionally worn wigs over their real hair to conceal it from men who are not their husbands. Yet, among all these

www.amarboi.org

cultural groups, only Muslim women seem to have been described as weak or oppressed on account of their headgear.

Two of the most unlikely bedfellows are the woman who wears a hijab and the militant feminist. When women in the early Seventies began cropping their hair short, and wearing dungarees and comfortable shoes, they were rejecting the idea of suffering for fashion and were refusing to take part in the desperate ritual to attract spoilt, fussy males. Similarly, a woman in a hijab can retain her identity without being a slave to finicky Western notions of beauty.

A particularly sad article appeared in a popular women's magazine last week, entitled: "How to hate your body less." I showed it to my Arab friend Malika, who shook her head and said: "In my culture, men are so grateful when they marry a woman that they see her as a gorgeous princess, whatever shape or size she is."

Within the hijab, Muslim women know their power and their value. One Muslim man told me: "My wife is like a beautiful diamond. Would you leave a precious diamond to get scratched or stolen in the street? No, you would wrap it in velvet. And that is how the hijab protects my wife, who is more precious to me than any jewel."

Of course, if anybody tried to remove my veil or force me to wear it, I would react violently. I am privileged to live in a country in which I can wear whatever I want to. Not all women are so lucky. Personally, I have found in the hijab a kind of guardian angel. My mother, on the other hand, claims that I wear it because I can't be bothered to brush my hair.

-x-

www.amarboi.org

পরিশিষ্ট: ২

সংশ্লিষ্ট হাদিস সম্বন্ধে জানতে চেয়ে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করলে আমরা নিম্নরূপ উত্তর পাই:

Question :

Is it true that whoever gets married has completed half of his religion? What is the evidence for that?.

Answer :

Praise be to Allaah.

The Sunnah indicates that it is prescribed to get married, and that it is one of the Sunnahs of the Messengers. By getting married a person can, with the help of Allaah, overcome many of the traps of evil, for marriage helps him to lower his gaze and guard his chastity, as the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said in the hadeeth, "O young men, whoever among you can afford it, let him get married, for it is more effective in lowering the gaze and guarding chastity..." Agreed upon.

Al-Haakim narrated in al-Mustadrak from Anas, in a marfoo' report: "Whomever Allaah blesses with a righteous wife, He has helped him with half of his religion, so let him fear Allaah with regard to the other half."

Al-Bayhaqi narrated in *Shu'ab al-Eemaan* from al-Raqaashi: "When a person gets married he has completed half of his religion, so let him fear Allaah with regard to the other half." Al-Albaani said of these two hadeeths in *Saheeh al-Targheeb wa'l-Tarheeb* (1916): "(They are) hasan li ghayrihi."

And Allaah is the Source of strength.

Al-Lajnah al-Daa'imah li'l-Buhooth al-'Ilmiyyah wa'l-Ifta, 18/31. (www.islam-qa.com)

www.amarboi.org

Recommended Reading:

1. *Women in Islam* – Anne Sofie Roald
2. *Nine Parts of Desire* – Geraldine Brooks
3. *Brainsex* – Anne Moir & David Jessel
4. *Islam and Western Society* – Maryam Jameelah
5. *Dialogue with an Athiest* – Mustafa Mahmud
6. *God has Ninety-Nine Names* – Judith Miller
7. *What is the Origin of Man* – Maurice Bucaille
8. *Militant Islam Reaches America* – Daniel Pipes
9. *God, Chance and Necessity* – Keith Ward
10. *Dajjal the Anti-Christ* – Ahmad Thomson
11. *Occidentosis: A Plague from the West* – Jalal Al-i Ahmed
12. *Islam the Alternative* – Murad Hofmann
13. *The Problem of Ideas in the Muslim World* - Malik Bennabi
14. *The Bible, The Qur'an and Science* – Maurice Bucaille
15. *Between Jihad and Salaam* – Joyce M. Davis
16. *Power and Terror* – Noam Chomsky
17. *The Fundamentals of Tawheed* – Abu Ameenah Bilal Philips
18. *The Life of Muhammad* – Muhammad Husein Haykal
19. *Enemy in the Mirror* - Roxanne L. Euben
20. *Strangers in Our Homes: TV and Our Children's Minds* – Susan R. Johnson,M.D. with comments by Hamza Yusuf Hanson

Websites:

1. www.islam-qa.com
2. www.adly.net
3. www.jannah.org
4. www.audioislam.com
5. www.islaam.net
6. www.disinfo.com
7. www.freeamerican.com

www.amarboi.org

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা